উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৩ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 8 July 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 51

কোপায় স্বপ্নভঙ্গ ব্রাজিলের

▸▸ বারোর পাতায়

ব্রিটেনের সরকারে বঙ্গযোগ

▸▸ সাতের পাতায়

বার্থ ভেঙে জখম যাত্রী

চলন্ত ট্রেনের বার্থ ভেঙে মাথা ফাটল যাত্রীর। জখম হয়েছেন তাঁর স্ত্রীও। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে। এদিন সকালে ট্রেনটি শিয়ালদা ঢোকার আগে মিডল বার্থ থেকে স্ত্রীকে নামাতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বদলা ভারতের

শনিবারই জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচে রানের খাতা খুলতে না পারার হতাশা নিয়ে ফিরেছিলেন। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই আক্ষেপ দূর করলেন অভিষেক শর্মা। ৪৩ বলে সেঞ্চুরিতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচে।

▸▸ বিস্তারিত এগারোর পাতায়

অদৃশ্য ইশারা

অপারেশন বুলস আই

সরকারি জমি হাতিয়ে দেবাশিস প্রামাণিক, গৌতম গোস্বামী এবং রঞ্জন শীলশর্মারা কোপে পড়লেও খুঁটির জোরে এখনও অনেকেই সরকারি জমিতে তাঁদের অবৈধ বহুতল বাঁচিয়ে রেখেছেন। কী সেই কৌশল, তার হদিস দিতেই আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদের নজর মাটিগাড়া পর্বে।

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ছয় মাস হতে চললেও বালাসনের চরে আগের মতোই রয়েছে হলুদ রংয়ের বহুতলটি। আগের মতোই নির্দিষ্ট সময় মেনে স্কুলের ঘণ্টা পড়ে। পড়ুয়াদের কোলাহল কানে আসে। বারবার পদক্ষেপের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। কিন্তু সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনের বেআইনি স্কুল ভবনে হাত পড়েনি কোনও এক অদৃশ্য হাতের ইশারায়। আর আঠারোখাই-শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দারা এমনটাই দস্তুর মেনে নিয়ে চুপ থেকেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সরকারি জমি উদ্ধারে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রশাসন সক্রিয় হয়ে উঠতেই, স্কুল ভবনটি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। প্রতাপের স্ত্রী পম্পা বর্মন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বলেই কি হাত গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসন, এই প্রশ্নও উঠছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ব্যবস্থা নেওয়া হলে, কেন মাটিগাড়ায় পদক্ষেপ করা হবে না, প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের একাংশেও।

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'ওই ভবনটি নিয়ে এখন আমার কিছু জানা নেই। এ ব্যাপারে বিএলএলআরও বলতে পারবেন।' বিএলএলআরও অপর্ণা মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতাপের বক্তব্য, 'দুঃস্থদের জন্য স্কুলটি চালাচ্ছি। মাসে একশো থেকে দেড়শো টাকা নেওয়া হয় মাত্র। তাছাড়া বালাসন কলোনির কারও কাছেই নির্মাণ সংক্রান্ত সরকারি নথি নেই।'

বছরের শুরুতে বালাসন কলোনিতে তৈরি হওয়া বহুতল স্কুল ভবনটি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই তদন্তের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে। ২৪ জানুয়ারি খোদ বিডিও বিশ্বজিৎ দাস তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূল নেতা প্রতাপ বর্মনকে নোটিশ ধরানোর কথা বলেছিলেন এখানকার বিএলএলআরও অপর্ণা মণ্ডল। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেলেও কোনও ব্যবস্থা যে নেওয়া হয়নি, তা এখন স্কুল ভবনটি দেখলেই স্পষ্ট হয়। যা নিয়ে নতুন করে বালাসন কলোনির পাশাপাশি শিবমন্দির-আঠারোখাইতে চর্চা শুরু হয়েছে।

বিতর্কিত জমিতে স্কুলের উদ্বোধনে মাটিগাড়ার বিডিও। -ফাইল চিত্র

অফিসে খুঁটি

- বালাসন কলোনির সরকারি জমিতে তিনতলা স্কুলবাড়ি তৃণমূল নেতার
- স্কুলবাড়ি তৈরির সময় আপত্তি আপত্তি তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা
- কৃষিজমিতে বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া তৈরি হয়েছে স্কুলবাড়ি
- সব জেনেও ব্লক প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

এই স্কুল ভবনটির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিডিও এবং স্থানীয় তৃণমূলের প্রথমসারির নেতারা। তাই বেআইনি বিল্ডিং হওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ শোনা যায় স্থানীয় এলাকায় কান পাতলেই। কয়েকজনের প্রশ্ন, গৌতম দেবের সঙ্গে দেবাশিস প্রামাণিক ও গৌতম গোস্বামীর যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁদের একসঙ্গে অনেক কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে। এরপরেও যদি ফুলবাড়ি এলাকার নেতা দেবাশিস এবং গৌতমকে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে প্রতাপের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না?

ঘটনাটি সামনে আসার পর আন্দোলনে নেমেছিল বিজেপি। কিন্তু পরবর্তীতে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়নি। তা নিয়েও এলাকায় 'সেটিং'য়ের অভিযোগ উঠছে। যদিও আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ প্রশাসনের ওপর দায় চাপিয়েছেন। রবিবার তিনি বলছেন, 'আমরা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

বালাসনের চর মূলত কৃষিজমি। ফলে স্বাভাবিকভাবে তিনতলা একটি স্কুল ভবন তৈরি হওয়ায় জানুয়ারি মাসে প্রশ্ন ওঠে। জানা গিয়েছে, ভবনটি যখন তৈরি হয়, তখনই স্থানীয় অনেকে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু তাতে আমল দেওয়া হয়নি। এমনকি বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া ভবনটি তৈরি হলেও ব্লক প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তৃণমূলেরই একাংশের অভিযোগ,

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
GNM ও B.Sc কোর্সে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

APTI PLUS
Academy for Civil Services Pvt. Ltd.
Admissions are open for
IAS & WBCS
2025 & 2026
OFFLINE/ONLINE /HYBRID
Bringing Top Faculties from
DELHI TO KOLKATA
KOLKATA: SALT LAKE / ELGIN ROAD
8820341777 / 8100765577
www.aptiplus.in

খোঁজখুঁজি

নেতাদের ভুলে নেত্রীর সন্ধানে একটি দল

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

এবারের লোকসভা ভোটে আসন কমে যাওয়ার পর, বিজেপির উপলব্ধি হয়েছে, নেতাদের ওপর ভরসা করে কোনও লাভ নেই। এবার নেত্রী খুঁজতে বাজারে নামতে হবে। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। দিল্লির বিজেপি নেতারা এবার বাংলায় তাঁদের দলের নেত্রী খুঁজতে নেমেছেন। আর বাংলায় দলের নেত্রীরাও এই মওকায় পদ লাভের ইঁদুর দৌড়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। অবশ্য শিকে কতখানি তাঁদের ভাগ্যে শেষপর্যন্ত ছিঁড়বে সে নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

হঠাৎ নেতা ছেড়ে নেত্রীর খোঁজে কেন বিজেপি? এ নিয়ে বিজেপির এক নেতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সম্প্রতি। বিজেপির সর্বোচ্চ পদটিতে, সে রাজ্যে হোক বা দিল্লিতে, আজ পর্যন্ত কোনও মহিলা বসেননি। বলা ভালো, ওই পদটিতে কোনও মহিলাকে বসানোর কথা চিন্তা করেনি বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি-আরএসএসের মতো পুরুষতান্ত্রিক মনুবাদী সংগঠনের পক্ষে দলের সর্বোচ্চ পদে কোনও মহিলাকে বসানোর চিন্তা করাও কঠিন। সে কারণেই সমস্ত রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুষমা স্বরাজ কোনওদিন দলীয় সংগঠনের শীর্ষপদটি পাননি। তাহলে হঠাৎ, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে এরকম ব্যতিক্রমী ভাবনা কেন বিজেপি নেতৃত্বের?

বিজেপি নেতাটি বলছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলটি বিজেপির পক্ষে অতীব জরুরি। এবং সেই লক্ষ্যে বিজেপি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে কোনও রকম কৌশল অবলম্বন করতেও বিজেপি পিছপা নয়। সেক্ষেত্রে যদি পুরুষতান্ত্রিক সংগঠনের শীর্ষে আপাতত কোনও মহিলাকে মেনে নিতে হয়- তাতেও নয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে বিজেপি-আরএসএস যে বড়ই উদগ্রীব, সেটি বুঝতে পেরেছিলাম কয়েক বছর আগে আরএসএসের সরসংঘচালক মোহন ভাগবতের

এরপর দশের পাতায়

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে লোকারণ্য পুরীর রাজপথ (উপরে)। শিলিগুড়ির সেবক রোডে ইসকনের রথ ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা। রবিবার। ছবি : পিটিআই ও সূত্রধর

শহরের রথে মিশল সব পথের ভিড়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : সকালের কালো মেঘ সরে তখন সবেমাত্র আকাশ ঝলমল করে উঠেছে। হায়দরপাড়ার নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক স্কুলের মাঠের কাছে তখন রাস্তার ধারে জিলিপি তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন বিজয় বসাক। একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, 'বিকেলের আবহাওয়াও যদি এরকম থাকে, তাহলে অল্প কিছু আয় হয়।' সকাল থেকে সে আশাতেই রথখোলা মাঠে ঢোকার একপাশে লটকার সারি নিয়ে বসেছিলেন পার্বতী রায়। মুখে বয়সের ভাঁজ অনেকটা পড়লেও রথের আমেজ নিয়ে উৎসাহে কোনও ঘাটতি ছিল না। বলেন, 'কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে লটকা বিক্রি করে আসছি। আসলে বছরের এই দিনটায় লটকা না বিক্রি করে যাই কোথায়?' গত দুইদিন ধরে শহরে উৎসবপ্রেমী মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন ছিল, 'রবিবারের আকাশ ঠিক থাকবে তো?' চলেছে প্রার্থনাও। জগন্নাথ দেব সে প্রার্থনা রেখেছেন। দুপুর গড়াতেই ভিড় বেড়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গার রথের মেলায়। আর এই মেলা যেন ছিল দুর্গাপুজোর মিনি মহড়া।

রথখোলার রথযাত্রা এবারে ৭৫ বছরে পড়ায় মেলার আয়োজনও ছিল অনেকটাই বড়। দুইদিনের বৃষ্টি মাঠের পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ করলেও তাতে উৎসাহের কোনও ঘাটতি পড়েনি। দুপুরের পর থেকেই ভিড় বাড়তে থাকায় দোকানের সামনে আসা ক্রেতাদের চাহিদা সামলাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। বিশ্বজিৎ বাচ্চাদের খেলনার পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। একে একে

রথযাত্রা যেন পুজোর মহড়া

ক্রেতাদের খেলনাগুলো দেখানোর ফাঁকে বললেন, 'এবারেও রথের একদিন আগে এসেছিলাম। তবে এবারে আগের দিন স্টল তৈরি করতে পারিনি। আজ সকাল থেকে শুরু করেছিলাম।' অন্য বছর রথযাত্রার একদিন আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হলেও এবারে রবিবার সকাল থেকেই ইসকন রোডে স্টল বসানো শুরু করেছিলেন পার্বতী হালদার, অলোক বিশ্বাসরা।

শুধু ইসকনের ওই রাস্তাই নয়, মেলার রূপ ধারণ করে বিধান মার্কেট, শক্তিগড়ের কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের দুইপাশের রাস্তা। সময় যত এগিয়েছে, ভিড় বাড়ার সঙ্গে লটকা, জিলিপির দামও মেলাগুলোতে হুহু করে বেড়েছে। জিলিপি, লটকা বিক্রি হয়েছে কেজিপ্রতি ২০০ টাকা হিসেবে। বিধান মার্কেটে জিলিপি ব্যবসায়ী ইন্দ্র দাস সন্ধ্যার পর থেকে ক্রেতাদের ভিড়ে ঘেরাও ছিলেন। উৎসাহের সুরে বললেন, 'দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত পাঁচ কেজিরও বেশি জিলিপি বিক্রি করে ফেলেছি।' ভিড়ের চাপ থাকায় এর থেকে বেশি কথা বলা অবশ্য যায়নি ইন্দ্রের সঙ্গে। আসলে রথযাত্রা মানেই তো জিলিপি-লটকা, বলে উঠলেন বছর ষাটের বিনয় হালদার। নাতিকে নিয়ে তিনি মেলা দেখতে এসেছিলেন। কিছুটা হতাশার সুরে বললেন, 'আগে জিলিপি, লটকার সঙ্গে মাটির খেলনাও রথের মেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল।'

মাটির খেলনা রথের মেলা থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে, এমনটা নয়। এদিন প্রতিটি মেলাতেই মাটির খেলনার পসরা নজরে পড়েছে। তবে বিক্রি রয়েছে কি? শক্তিগড়ে কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের কাছে মাটির খেলনা সাজিয়ে বসিয়েছিলেন বিশাখা রায়।

এরপর দশের পাতায়

সতর্ক থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন

ওটিপি, সিভিভি, পিন বা জন্মতারিখ জাতীয় কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ফোনে শেয়ার করবেন না। ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা কখনোই কল করে বা মেসেজের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে এইসব তথ্য জানতে চাইবেন না।

ইন্টারনেটে পাওয়া হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করবেন না; সঠিক হেল্পলাইন নম্বরের জন্য সবসময় ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলির উপর নির্ভর করুন।

অজানা উৎস থেকে প্রাপ্ত কোনো অ্যাপ / এপিকে ফাইল ক্লিক / ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন না। কেবলমাত্র অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোর থেকেই ডাউনলোড করুন।

কোনো ব্যাঙ্ক কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য কোন অজানা নম্বর থেকে স্ক্রিন-শেয়ারিং বা রিমোট অ্যাক্সেস রিকোয়েস্টে সম্মত হবেন না।

আপনি যদি প্রতারণামূলক কোনো কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন, তাহলে সেই বিষয়ে চাকসু পোর্টাল (sancharsaathi.go.in)-এ রিপোর্ট করুন। আপনার ফান্ড সম্বন্ধিত কোনো প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য, ভিজিট করুন cybercrime.gov.in বা '1930' নম্বরে কল করুন।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

সেবকের পথে ধস, বন্ধ জাতীয় সড়ক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : পাহাড়ি পথে বিপদ বাড়ছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পর এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল ১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়ক। একাধিক জায়গায় ধস নেমে রাস্তার ওপর মাটি-পাথরের স্তূপ জমেছে। পাশাপাশি নানা এলাকায় নীচ থেকে মাটি সরে গিয়ে রাস্তা বসে যাওয়ায় রবিবার হিলকার্ট রোড বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। রোহিণীর পথে বেশ কিছু জায়গায় ফাটল ধরায় সেই রাস্তাটিও ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এছাড়া পাঙ্খাবাড়ির রাস্তার দশা তথৈবচ। সিকিম, কালিম্পংয়ের পর এবার শিলিগুড়ির সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ছিন্ন হবে না তো, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, 'লাগাতার বৃষ্টির কারণে ধসে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

পাহাড়ে ভারী বর্ষণ এবং তিস্তায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ গাড়ি চলাচল। সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে সমতলের সড়কপথে যোগাযোগ চলছে আলগাড়া-লাভা-গরুবাথান হয়ে ঘুরপথে। কিছু গাড়ি আবার দার্জিলিং হয়ে পেশক রোড ধরে কালিম্পং গেলেও তিস্তাবাজারে মাঝেমধ্যেই তিস্তার জল রাস্তায় উঠে পড়ায় বন্ধ থাকছে যান চলাচল। এই যেমন রবিবার সকালে কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল ওই সড়ক। দার্জিলিং ও সিকিমের মধ্যে কিছু গাড়ি চলাচল করছে সিংমারি-জোড়থাং হয়ে।

এদিকে, বেহাল অবস্থায় থাকা হিলকার্ট রোড রবিবার ফের ধসে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রশাসন ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেল, পাগলাঝোরা এবং তিনধারিয়ায় যে ধস নেমেছিল, তা এদিন বড় আকার নেয়। পাশাপাশি মহানদী এলাকায় ভূমিধসের জেরে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ বসে যায়। বহু জায়গায় ধরেছে ফাটল। এই সমস্ত কারণে এদিন থেকে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানান দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল।

টানা বৃষ্টির জেরে রোহিণীতেও গাছ উপড়ে পড়েছে, রাস্তায় ফাটল ধরেছে। পাঙ্খাবাড়ির পথে অনেক জায়গায় ছোট আকারের ধস নামে বলে খবর। কার্সিয়াংয়ের মহকুমা শাসক বন্দবাসী তেজা দীপক ফোনে বললেন, 'টানা ভারী বৃষ্টির কারণে এমন পরিস্থিতি।

এরপর দশের পাতায়

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস। ২৭ মাইলে রবিবার। -সংবাদচিত্র

কাঠগড়ায় অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থা

ধসের বিপদের মুখে দার্জিলিং

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : কালিম্পংয়ের পর কি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দার্জিলিংও? কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি জায়গায় বড় ধস নামায় শৈলশহরটিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শহরের মাঝে এমন বড় ধস সাম্প্রতিককালে হয়নি। এই বিপর্যয়ের জন্য টানা প্রবল বর্ষণ অন্যতম কারণ হলেও অনিয়ন্ত্রিত বহুতল নির্মাণ ও নিকাশি ব্যবস্থায় নজর না দেওয়ার বিষয়টিকেও সামনে আনছেন বিশেষজ্ঞরা। এখনই প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নিলে অদূরভবিষ্যতে দার্জিলিং শহর আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।

টানা বৃষ্টিতে শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে বলে প্রশাসন স্বীকার করছে। বিপজ্জনক ওই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে প্রশাসন টিম গঠন করেছে। তবে অনিয়ন্ত্রিত বহুতল নির্মাণে রাশ টানা না গেলে এবং নিকাশি ব্যবস্থাকে আধুনিক না করতে পারলে দার্জিলিং শহরকে বিপন্মুক্ত করা যাবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

ধস বিশেষজ্ঞ প্রভাকর রাওয়ের বক্তব্য, 'এ বছর পাহাড়ে টানা অস্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে, অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু টানা বর্ষণ পাহাড়ে নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু শহরের মাঝে ধস চিন্তার কারণ। এমন ঘটনার মূলে রয়েছে একের পর এক বড় বিল্ডিং নির্মাণ। তাছাড়া বৃষ্টির সময় পাহাড়ে বিপদ ডেকে আনে নিকাশি ব্যবস্থা। দুঃখের বিষয়, এখনও সেই ব্যবস্থা তৈরি করতে নজর দেওয়া হল না। ফলে বের হতে না পেরে পাহাড়ের খাঁজে জল আটকে পাহাড়কে দুর্বল করে তুলছে।'

দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে ধস। -ফাইল চিত্র

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক রূপককুমার পালের ব্যাখ্যা, 'পাহাড়ের খাঁজে আটকে থাকা জল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে রাস্তার গার্ডওয়াল নির্মাণের সময় ফুটো না রাখায়। দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত জল তীব্র গতিতে পাহাড় ধসিয়ে দিচ্ছে।' অনেকের মতে, পাহাড়ের ঝোরাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়াও ধসের সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ। কার্সিয়াং মহকুমার পাগলাঝোরা, তিনধারিয়ায় ধস নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু মহানদী এলাকায় ধস এবং তাতে রাস্তা বসে যাওয়ায় রবিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য যাতায়াত বন্ধ করে দিতে হয়েছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোডে।

তবে তার চেয়ে বেশি আশঙ্কা দার্জিলিং শহরের ধসে। শুক্রবার ওই ধস নামে দার্জিলিং স্টেশন সংলগ্ন হিলকার্ট রোড এবং লেবংকার্ট রোডে। লেবংকার্ট রোডে পাহাড় ধসে দুটি স্কুলগাড়ির ওপর পড়ে। গাড়িতে তখন কেউ না থাকায় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বটে, কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দার্জিলিং স্টেশনের সামনে ধস নামায় শুক্রবার বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে হিলকার্ট রোড দিয়ে যান চলাচল।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্রটি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সমস্যা প্রতিকারে সদিচ্ছার পাশাপাশি আছে ভোটের কথা ভেবে পদক্ষেপে দোলাচল। অর্থাভাবও অন্যতম কারণ। অথচ শৈলশহরটিতে বিপদসংকেত দিয়ে গেল ধস।

শৈলশহরে আতঙ্ক

- কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দার্জিলিংয়ে দুটি জায়গায় বড় ধস নামে
- এর জেরে শৈলশহরটিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে
- বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ অনিয়ন্ত্রিত বহুতল নির্মাণ
- নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর না দেওয়াও একটি কারণ, মত বিশেষজ্ঞদের
- রাস্তা বসে যাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য যাতায়াত বন্ধ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে

চা বাগানকে কেন্দ্র করে বিকল্প পর্যটনের ভাবনা। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

ভিলেজ ট্যুরিজমের পরিকল্পনা ডুয়ার্সে

ময়নাগুড়ি, ৭ জুলাই : বর্ষাকালে জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তা বলে পর্যটকদের আসা তো আর নিষিদ্ধ নয়। এই পরিস্থিতিতে পর্যটনের নতুন দিশা দেখাতে পারে ভিলেজ ট্যুরিজম। ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গাজুড়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে এই উদ্যোগ নিতে চলেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সমতল, ডুয়ার্স, ও পাহাড় দর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন পুরোনো ঐতিহ্যবাহী মন্দির ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হবে পর্যটকদের।

ডুয়ার্সে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ জঙ্গল। এই জঙ্গলের টানেই বাইরে থেকে অনেকে এখানে আসেন। তবে বর্ষার এই তিন মাস দেশের সমস্ত অভয়ারণ্যের পাশাপাশি ডুয়ার্সের বনাঞ্চলেও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি জঙ্গল বন্ধই থাকে। এর আগে ময়নাগুড়ি ব্লকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গরুমারার রামশাই মেদলা নজরমিনার প্রতি বছরই খোলা থাকত পর্যটকের জন্য। তাই তখন বর্ষাতেও ডুয়ার্সে এসে বন্যপ্রাণীর দেখা পেতেন পর্যটকরা। তবে করোনার পর থেকে বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বাকি নজরমিনারের পাশাপাশি এটিও বন্ধ করে দেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে। তাই জঙ্গলের বাইরে থেকেও পর্যটকরা যাতে বন্যপ্রাণীর দেখা পান সেজন্য পর্যটন ব্যবসায়ীরা দিনভর একটি প্যাকেজ চালুর চিন্তাভাবনা নিচ্ছেন।

ময়নাগুড়ির এক ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'জঙ্গলের দরজা বন্ধ থাকলেও ইতিমধ্যে অনেকেই টেলিফোনে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তাই পর্যটক টানতে এই মরশুমে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্যুর অপারেটররা। ভিলেজ ট্যুরিজমকে পর্যটনের মানচিত্রে তুলে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' পর্যটন ব্যবসায়ীদের কথায়, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, বর্ষার মরশুমে পর্যটকদের ডুয়ার্সের গ্রামীণ প্রকৃতিকে চেনানো। ধান চাষ, পাট চাষ, চা পাতা তোলার মতো দৃশ্য দেখানো হবে তাঁদের।

সেইসঙ্গে পুরোনো মন্দিরগুলি যেমন বোদাগঞ্জ ভ্রামরী দেবীর মন্দির, মহাকালধাম, পেটকাটি, জল্পেশ, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর মন্দির দর্শনের ব্যবস্থাও করা হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন ট্যুর অপারেটররা। দুর্গাপুজোর আগেই এই প্যাকেজ চালু হয়ে যাবে, আশাবাদী ট্যুর অপারেটররা।

ডুয়ার্সের আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'জঙ্গল বন্ধ থাকলেও অনেকেই বর্ষার আমেজ নেওয়ার জন্য ডুয়ার্সে আসেন। বাইরে থেকে জঙ্গলকে উপভোগ করার পাশাপাশি ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান, নদী ও পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন। তাই এমন একটি প্যাকেজ চালু করার চেষ্টা করছি আমরা।'

> ১০ টাকা দিয়ে চা কিনে শান্তিতে খাচ্ছিলাম। শেষ চুমুক দেওয়ার আগে দেখি, ব্যাং কাপের তলায় পড়ে রয়েছে। কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। সবাই বলল রেল কর্তৃপক্ষকে জানাতে।
>
> -শুভ্রনীল সান্যাল গবেষক

চলতি ট্রেনে চায়ের কাপে ব্যাঙে আতঙ্ক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : এক কাপে চায়ে... ব্যাং! সকালবেলার ঘুম কাটাতে ট্রেনে চায়ের খোঁজ করছিলেন গবেষক শুভ্রনীল সান্যাল। ভাবেননি, চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগে এমন সারপ্রাইজ পাবেন। কাপে তখন পড়েছিল একটি ছোট ব্যাং! ছবি সহ অভিজ্ঞতার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। বিষয়টি রেলকর্তাদের নজরে আসতে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। নির্দিষ্ট এলাকা এবং সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার কাজ চলে। শেষপর্যন্ত অভিযুক্ত হকারকে গ্রেপ্তার করে কমার্সিয়াল ইনস্পেকটর সহ আরপিএফের যৌথবাহিনী।

ঠিক কী ঘটেছিল? খড়্গপুর আইআইটির ওই গবেষক শনিবার তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসে শিয়ালদা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরছিলেন। সকালে ফালাকাটা স্টেশন এলাকায় ঘুম ভাঙে তাঁর। হাতমুখ ধুয়ে চায়ের খোঁজ করছিলেন। ট্রেন ততক্ষণে নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছে যায়। এক হকার ট্রেনে উঠে চা বিক্রি করছিলেন। শুভ্রনীল বললেন, '১০ টাকা দিয়ে চা কিনে শান্তিতে খাচ্ছিলাম। শেষ চুমুক দেওয়ার আগে দেখি, কাপের তলায় ব্যাং পড়ে রয়েছে। কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। সবাই বলল রেল কর্তৃপক্ষকে জানাতে।'

ব্যাং-এর চা

- তিস্তা-তোর্ষার যাত্রী ওই গবেষক আলিপুরদুয়ারে ফেরার সময় সকালে ট্রেনে চায়ের খোঁজ করছিলেন
- নিউ কোচবিহার স্টেশনে এক হকার উঠলে তিনি চা কেনেন
- প্রায় পুরোটা খাওয়ার পর আবিষ্কার করেন চায়ের কাপের তলায় পড়ে রয়েছে একটি ছোট ব্যাং
- বিষয়টি জানালে আরপিএফ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত হকারকে গ্রেপ্তার করে

এদিকে, হকারের খোঁজ করতে করতে ট্রেন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছে। ট্রেন থেকে নেমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপারটি পোস্ট করেন। রেলকর্তাদের বিষয়টি নজরে আসতেই পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আইআরসিটিসির হকার না হওয়ায় তার খোঁজ পেতে বেগ পেতে হয়। তারপর প্ল্যাটফর্মের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অস্থায়ী হকারের হদিস মেলে। নাম-পরিচয় জানার পর সেদিন রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। একইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে অন্য অস্থায়ী হকারদেরও আটক করা হয়। বর্ষার মরশুমে প্ল্যাটফর্মে চা তৈরির সময় এমনটা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার দীপককুমার চৌধুরী বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরে বিশেষ অভিযান চলে। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত হকারকে চিহ্নিত করা হয়।'

এদিকে শুভ্রনীল বলছেন, 'অস্থায়ী হকার ছিল। চায়ের কাপে ব্যাং দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এই ঘটনা তো কোনও শিশু কিংবা প্রবীণদের সঙ্গেও হতে পারত। সেক্ষেত্রে ভয়টা আরও বেশি ছিল।'

বৌদ্ধ সংগঠনের একগুচ্ছ দাবি

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে বৌদ্ধ প্রতিনিধি রাখার জোরালো দাবির কথা উঠে এল বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার বার্ষিক সাধারণ সভায়। রবিবার নাগরাকাটার বুদ্ধ জয়ন্তী বিহারে আয়োজিত ওই সভায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে তপশিলি জাতি কিংবা উপজাতিদের ডিজিটাইজড শংসাপত্র দেওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে। ওই সভায় সেই বিষয়টি নিয়ে সরকারি স্তর থেকে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি আয়োজনের দাবিও জানানো হয়। বাংলাভাষী বৌদ্ধদের ওই সামাজিক সংগঠনটির আগামী ৩ বছরের জন্য একটি নতুন কমিটিও গঠন করা হয় এদিন।

এদিন বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার মোট ২৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। তাতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বেছে নেওয়া হয় যথাক্রমে তপন মুৎসুদ্দি, বিজয় বড়ুয়া ও মৃদুল বড়ুয়াকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিদর্শন বৌদ্ধ ধ্যানশ্রমের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তপন বড়ুয়া।

নয়া কমিটির সম্পাদক বিজয় বড়ুয়া বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনে উত্তরবঙ্গ থেকে কোনওদিনও বৌদ্ধ প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এর ফলে এখানকার বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু বিষয়ক নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কথা জানতেই পারেন না। এই বিষয়টি অবশ্যই সরকারের ভেবে দেখা দরকার।'

বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় পিছিয়ে পড়া বাঙালি বৌদ্ধদের নানা সমস্যার কথা উঠে আসে। বাংলাভাষী বৌদ্ধদের জন্য 'বড়ুয়া উন্নয়ন পর্ষদ' গঠনের দাবিও তুলে ধরেন উপস্থিত প্রতিনিধিরা। বিজয় বলেন, 'আগেই রাজ্যের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বাঙালি বৌদ্ধদের বঞ্চনার অবসানে ওই পর্ষদ গঠন একান্তভাবেই জরুরি।' উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের সম্পাদক ফরা বুদ্ধশ্রী বলেন, 'বড়ুয়া সহ আরও কিছু পদবিধারী বৌদ্ধরা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁরা আগে ম্যানুয়াল শংসাপত্র পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ডিজিটাইজড করে নিতে হবে তা জানেন না। ফলে বিভিন্ন কাজে তাঁদের অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে।'

ভর্তি

মেখলিগঞ্জ নেতাজি পি.টি.টি.আই-এ ২০২৪-২৬ শিক্ষাবর্ষে ডি.এল.এড কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। ভর্তির শেষ তারিখ ১৩/০৭/২০২৪। যোগাযোগ - ৯৮৫১০৭০৭৮৭। (C/111444)

চলচ্চিত্র

শুটিং ১৯ জুলাই। বিখ্যাত শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে ৮-৭০ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। সিঙ্গার চাই। 8282979209. (C/111098)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪, বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা, রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। (M) 7719371978.

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয়- 10-18000/-, থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/111018)

Req. Accountant B. Com, expert in Comp. & English for Office at Siliguri. Min 1 year Exp., WhatsApp CV to 9800013305. (C/111441)

আজ টিভিতে

শুরু হচ্ছে **মালাবদল**- সোম থেকে শুক্র রাত ১০.১৫ মিনিটে **জি বাংলায়**।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

রাঁধুনিতে শ্রেয়সীরানি দাস রাঁধবেন মিঠা ডাল এবং জগন্নাথ বল্লভম সুইট। **আকাশ আটে** ১.৩০টায়।

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ বিদ্রোহ, বিকেল ৪.০০ আপন হল পর, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ শাপমোচন, বিকেল ৪.০০ ঘাতক, সন্ধ্যা ৭.১০ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩৫ দাদা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ মধুমালতী, বিকেল ৩.০৫ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.২০ পাপী, সন্ধ্যা ৭.৫০ কড়ি দিয়ে কিনলাম, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে দুপুর ২.৫৫ মিনিটে **কুছ কুছ হোতা হ্যায়**।

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমি সে ও সখা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

কর্মশ্রীতে উত্তরের লক্ষাধিক শ্রমিক

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৭ জুলাই : কর্মশ্রী প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের আট জেলার এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে কাজ দিল রাজ্য সরকার। মূলত একশো দিনের কাজের যাঁদের জব কার্ড রয়েছে, তাঁরা এই কাজ পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ১৩০ কোটি টাকার উপর মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, '১০০ দিনের জব কার্ড যাঁদের রয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো তাঁদের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাজ দেওয়া হয়েছে।'

একশো দিনের কাজ এই রাজ্যে দুই বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দিয়েছেন। এখন তাঁদের কাজ দিচ্ছে রাজ্য। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর তার নির্দেশে বলেছে, পূর্ত থেকে জেলা পরিষদ, সংখ্যালঘু, সেচ, বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর, সব জায়গাতেই সরকারি প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের কাজে নিতে হবে। তাঁরা বছরে পঞ্চাশদিন করে কাজ করবেন। টানা ১৪ দিন করে একজন কাজ পাবেন। যে এজেন্সি কাজের বরাত পাবে, তাদের ওয়ার্ক অর্ডারে জব কার্ডধারীদের নেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক লেখা থাকবে। কাজ শুরুর আগে কোন এলাকায় কাজ, কতজন, কতদিন কাজ করবেন ইত্যাদি জানিয়ে একশো দিনের নোডালের কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে আবেদন করতে হচ্ছে। এরপর বিডিওর কাছে সেই তথ্য যাচ্ছে। বিডিও তাঁর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনকে তথ্যগুলো পাঠাচ্ছেন।

উপার্জনের দিশা

- কর্মশ্রী প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের আট জেলার এক লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ পেলেন
- মোট ১৩০ কোটি টাকার ওপর মজুরি হিসেবে বরাদ্দ হয়েছে
- সবচেয়ে বেশি মজুরি বরাদ্দ হয়েছে মালদায়, প্রায় ২৮ কোটি টাকা
- সবচেয়ে কম মজুরি বরাদ্দ হয়েছে আলিপুরদুয়ারে, প্রায় ৬ কোটি

অন্যদিকে, জব কার্ডধারীরাও কর্মশ্রীর আবেদনপত্রে আবেদন করছে গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখান থেকে তাঁদের কাজ দেওয়া হচ্ছে। আবার যে এজেন্সি কাজ করাচ্ছে, তাঁরা মাস্টার রোলে শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন।

কোচবিহারে ১৮টি দপ্তর থেকে ১৪,৭৬০ জন জব কার্ডধারীকে কাজ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা গড়ে ৫২ দিন করে কাজ করেছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫ হাজার ৬৭৩ টাকা। আলিপুরদুয়ারে ২০টি দপ্তর ৫,২৭২ জনকে কাজ দিয়েছেন। এখানেও গড়ে ৫২ দিন করে কাজ পেয়েছেন। মোট মজুরি ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৫১ টাকা। জলপাইগুড়িতে ২১টি দপ্তর ১১,৮৭১ জনকে গড়ে ৭৪ দিন করে কাজ দিয়েছে। মজুরি বরাদ্দ ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০৫ টাকা পেয়েছেন। দার্জিলিংয়ের ১৪টি দপ্তর থেকে ২০,১৮৮ জন ৩৬ দিন করে গড়ে কাজ পেয়েছেন। ১৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৮৩ টাকা মজুরি পেয়েছেন তাঁরা। মালদায় ১৮টি দপ্তর ২০,০৭৭ জনকে গড়ে ৫৫ দিন করে কাজ দিয়েছেন। মজুরি মিলেছে ২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ২২ হাজার ৮৫৫ টাকা। দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৭টি দপ্তর থেকে ১২,১৮৬ জন ৪৯ দিন করে কাজ পেয়েছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯১৯ টাকা। উত্তর দিনাজপুরের ১৯টি দপ্তর থেকে ৯,৭৫৫ জন ৬৫ দিন করে গড়ে কাজ পেয়েছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭১ টাকা। কালিম্পংয়ে ১৫টি দপ্তর থেকে ১১০০৫ জনকে ৪৭ দিন করে গড়ে কাজ দেওয়া হয়েছে। মজুরি পেয়েছেন ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ২৯২ টাকা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ আজ কাজকর্মে বাধা আসতে পারে। ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হওয়া কাজ হাতছাড়া হতে পারে। বৃষ ঃ পারিবারিক সমস্যা নিয়ে জেরবার। নতুন কোনও কাজের পথ খুঁজে পাবেন। মিথুন ঃ সম্পত্তি পেতে পারেন। কারোর সঙ্গে তর্কবিতর্কে যাবেন না। পরীক্ষার ফল খুশি করবে। কর্কট ঃ বিদ্যায় সাফল্য। বাবার শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। সিংহ ঃ সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে মানসিক তৃপ্তি। খেলাধুলোয় আজ সাফল্য আসবে। কন্যা ঃ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে বড় সাফল্য পাবেন। জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। তুলা ঃ কাজের ক্ষেত্রে গতি বৃদ্ধি হবে। হারানো বন্ধু খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক ঃ বিদেশ যাত্রার যোগ রয়েছে। কোনও কারণে আজ মানসিক অস্থিরতা থাকবে। ধনু ঃ সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সন্তানের লেখাপড়ার জন্যে অর্থ ব্যয়। মকর ঃ অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। কুম্ভ ঃ বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মনোমালিন্য। হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। মীন ঃ প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে যাবেন না। সংসারে পূজার্চনায় নিজেকে শামিল করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১, ভাঃ ১৭ আষাঢ়, ৮ জুলাই, ২০২৪, ২৩ আহার, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি, ১ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। সোমবার, তৃতীয়া অহোরাত্র। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৬।২৯। বজ্রযোগ রাত্রি ৩।১৪। তৈতিলকরণ অপরাহ্ন ৫।৩ গতে গরকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৬।২৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১১।৪২ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ৭।২ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মুং-পর্ব-হিজরী ১৪৪৬ সাল আরম্ভ। বর্ধমান জেলার আমোদপুরে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ গিরিমহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৮।৩৬ গতে ১০।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৩।৩৭ গতে ৪।২০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অন্তর্বিভাগে বিপত্তি, ফের বরাদ্দ এক কোটি

মেডিকেলে ভেঙে পড়ল ফলস সিলিং

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে এখনও অন্তর্বিভাগ চালু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। গত মাসে রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক মেডিকেলে এসে দ্রুত বিভাগ চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। তারপরই তোড়জোড় শুরু হয়। বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডকে সেখানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শুরুতেই বিপত্তি।

অন্তর্বিভাগ ঘুরে দেখার সময়ই এক আধিকারিকের সামনে ফলস সিলিং ভেঙে পড়ে। এরপর নজরে পড়ে একাধিক অন্তর্বিভাগেই ফলস সিলিংয়ের ভয়াবহ হাল। এই অবস্থায় এখানে অন্তর্বিভাগ চালু হলে যে কোনও সময় রোগীদের মাথায় ফলস সিলিং ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়। সেখান থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লক মেরামতির জন্য ইতিমধ্যে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, চালু হওয়ার আগেই এভাবে ভবনের অংশ ভাঙছে কেন? ভবন হস্তান্তরের আগে পূর্ত দপ্তর কেন ভালোভাবে পরীক্ষা করেনি?

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- গত মাসে রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা দ্রুত বিভাগ চালুর নির্দেশ দেন
- কয়েকটি ওয়ার্ডকে সেখানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের
- অন্তর্বিভাগ ঘুরে দেখার সময় আধিকারিকের সামনে ভেঙে পড়ে ফলস সিলিং
- এরপর নজরে পড়ে একাধিক অন্তর্বিভাগেই ফলস সিলিংয়ের ভয়াবহ হাল
- স্বাস্থ্য ভবনে জানালে সুপারস্পেশালিটি ব্লক মেরামতির জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ

হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সি এক বছর আগে কাজ শেষ করেছে। হস্তান্তরের সময়ই এজেন্সি বলেছিল আর দায় নেবে না। ভবন সংস্কারে রাজ্য থেকে এক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সংস্কার হলেই অন্তর্বিভাগ চালু হবে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু করা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যসুরক্ষা যোজনার ১৫০ কোটি টাকায় এই ভবন তৈরি হয়েছে। নানা টালবাহানার পর ২০২২ সালে ভবন তৈরি শেষ করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। হস্তান্তর নিয়েও প্রচুর জলঘোলা হয়। অবশেষে গত বছরের প্রথম দিকে মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে বহির্বিভাগ হস্তান্তর করা হয়। সেখানে ছ'টি বহির্বিভাগ চালু হয়। কিন্তু অন্তর্বিভাগ হস্তান্তর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জটিলতা চলছে। মাস তিনেক আগে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম মেডিকেলে এসে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি দ্রুত ভবনের অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালুর নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তাও মেডিকেলে এসে অন্তর্বিভাগ চালুর কথা বলেন। কিন্তু সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি চালানোর মতো চিকিৎসক, নার্স সহ লোকবলের অভাবে মেডিকেলের কর্তারা আপাতত কয়েকটি অন্তর্বিভাগকে সেখানে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর মধ্যে কার্ডিওলজি, ইউরোলজি, সাজারি, ট্রমা বিভাগকে সুপারস্পেশালিটি বিভাগে চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এগুলি সুপারস্পেশালিটিতে স্থানান্তর করে মেডিকেলের পুরোনো ভবন সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সুপারস্পেশালিটিতে যেভাবে প্রতিনিয়ত ফলস সিলিং খুলে পড়ছে তাতে রোগী সহ পরিজনদের জখম হওয়ার শঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

হাসপাতালের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের কথায়, 'এই অবস্থায় অন্তর্বিভাগ চালু হলে যে কোনও সময় ফলস সিলিং রোগী বা পরিজনদের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে? তাই, সম্পূর্ণ সংস্কারের পরই রোগীদের সেখানে সরানো হবে।'

চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, সুপারস্পেশালিটিতে দীর্ঘদিন অন্তর্বিভাগ তৈরি হয়ে পড়েছিল। কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা কিছুদিন আগে চলে গিয়েছে। এখন আবার রাজ্যকে আর্থিক বরাদ্দ দিয়ে ভবন সংস্কার করাতে হচ্ছে। মেডিকেল কর্তারা এর দায় এড়াতে পারেন না।

মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অন্তর্বিভাগে খুলে পড়ে ফলস সিলিং। -ফাইল চিত্র

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাত্রী নিয়ে রিকশা। রবিবার।

যাত্রীদের অসহায়তায় 'সুদিন' রিকশার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) পার্কিং চত্বর এবং স্টেশনের বর্তমান পরিস্থিতি যেন শাপে বর হয়ে উঠেছে গুটিকয়েক রিকশাচালকের কাছে। দূরত্ব, লাগাতার বৃষ্টি এবং বেহাল জলনিকাশি ব্যবস্থার সৌজন্যে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরত্ব যেতে যাত্রীদের ভরসা রিকশা।

নতুন পার্কিং এলাকায় জল জমে রয়েছে। এছাড়া বাইরের রাস্তা এবং বাকি স্টেশন চত্বরে জায়গায় জায়গায় জমে থাকা জলকাদায় দুর্ভোগ চলছেই। যাত্রীদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িত মানুষও রেলের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে, পার্কিং জোন থেকে স্টেশনে যেতে কিছুটা পথ হেঁটে পেরোতে হয়। সাধারণত সেখানে গাড়ি কিংবা টোটো নিয়ে যাওয়া নিষেধ। ভারী ব্যাগপত্র নিয়ে অনেকের পক্ষেই তা মুশকিল। দলে প্রবীণ বা শিশু থাকলে সমস্যা আরও বাড়ে। তাই ঝুঁকি না নিয়ে অনেকেই রিকশায় চড়ে পার্কিং থেকে স্টেশন অবধি যাচ্ছেন। এমনটা সকাল ছয়টা থেকে নয়টা এবং বিকেল চারটা থেকে ছয়টার মধ্যে বেশি দেখা যায়। কারণ, সেই সময় প্রচুর ট্রেন এনজেপি রেলস্টেশনের ওপর দিয়ে চলাচল করে।

যদিও শুধুমাত্র স্টেশনে যাওয়ার সময় এই সুবিধা মিলছে। রবিবার সকালে দার্জিলিং মেলে চেপে এনজেপিতে আসেন সিকিমের বাসিন্দা কৈলাস তামাং। বাইরে এসে তিনি বললেন, 'স্টেশনে যাওয়ার পথে তবুও পার্কিং এলাকা থেকে রিকশায় চেপে সিঁড়ির কাছে আসা যায়। কিন্তু বেরোনোর সময় তো কিছুই পাওয়া যায় না।'

স্টেশন চত্বরের বেহাল দশায় 'সুদিন' ফিরেছে রিকশার। টোটোর দাপটে রীতিমতো তাদের অস্তিত্ব সংকটে চলে গিয়েছিল। তবে অভিযোগও উঠছে একাংশ রিকশাচালকের বিরুদ্ধে। যাত্রীদের দাবি, সুযোগের ফায়দা লুটছেন তাঁরা। এদিন দুপুরে কয়েকজন রাজধানী এক্সপ্রেস ধরার জন্য এসেছিলেন স্টেশনে। চারচাকার গাড়িটি পার্ক করে নেমে যেতে হল। সঙ্গে থাকা ব্যাগপত্র নিয়ে স্টেশনে যাবেন কীভাবে, সেই ভাবনায় রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল তাঁদের। আগেই কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মী জানিয়ে দিয়েছিলেন, সিঁড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে তখন দুটো রিকশা ডেকে তাতে চেপে বসলেন চারজন।

এজন্য খরচ করতে হল ১০০ টাকা। মাত্র কয়েকশো মিটার যাওয়ার জন্য রিকশা প্রতি ৫০ টাকা কেন? এক রিকশাচালকের যুক্তি, 'যাত্রী দুজন থাকলেও সঙ্গে অনেকগুলো ব্যাগ ছিল। সেগুলো একবার ওঠাতে হবে, আরেকবার গিয়ে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে। অন্য ভাড়া পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়ে দিনে অন্তত ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হচ্ছে।'

রিকশাচালকের কথা শুনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই পর্যটন ব্যবসায়ী একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। তারপর একজন বললেন, 'পর্যটনে অফ সিজন চলছে ভাই। পুজোর আগের মন্দা বাজারে রিকশা টানলেও বোধহয় এর থেকে বেশি উপার্জন হবে।'

এনজেপি'র ছবি

- নতুন পার্কিং এলাকায় জমেছে বৃষ্টির জল
- বাইরের রাস্তা, বাকি স্টেশন চত্বরে জলকাদায় দুর্ভোগ যাত্রীদের
- এনজেপিতে নতুন পার্কিং জোন থেকে স্টেশনের দূরত্ব কয়েকশো মিটার
- ভারী ব্যাগপত্র নিয়ে অনেকের পক্ষেই হেঁটে পৌঁছানো মুশকিল
- অনেকেই সেই পথ যেতে রিকশায় চড়ছেন
- অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ একাংশ রিকশাচালকের বিরুদ্ধে

ফুঁসছে বালাসন, গ্রামবাসীকে সরানোর ভাবনা

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : পাহাড়জুড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে ফুঁসছে বালাসন নদী। তাই বালাসনের দু'পাশে থাকা বস্তিগুলিতে আতঙ্ক বাড়ছে। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও বেশি চিন্তা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে মিরিক মহকুমার নামসু গ্রাম, দেউরালিবস্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) সহ স্থানীয় প্রশাসন। শনিবারের পর রবিবারও জিটিএ-র সদস্য মিলেশ রাই ও মিরিকের বিডিও শ্রেয়সী মাইতি এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে গ্রামবাসীদের স্থানান্তরিত করার চিন্তাভাবনা চালাচ্ছে জিটিএ।

পাহাড়জুড়ে টানা বৃষ্টিতে বহু জায়গায় ধস নামছে। বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরমধ্যে আবার উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে বালাসন নদী লাগোয়া বস্তিগুলিতে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। এসম্পর্কে মিলেশ রাইয়ের কথায়, 'নামসু গ্রামে ১২টি পরিবার রয়েছে। গত তিনদিন ধরে যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে বালাসনে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত বছরেও এই দুটি গ্রামে একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান জরুরি। উভয় গ্রামের বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট কোনও স্থানে পাকাপাকিভাবে রাখা যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' জিটিএ ও বিডিও গোটা এলাকা ঘুরে রিপোর্ট তৈরি করছেন। সেটি সেচ দপ্তরে পাঠানো হচ্ছে বলে মিলেশ জানান। দুই গ্রামে ঢোকার রাস্তার হালও খারাপ। বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলছে যাতায়াত। সেখানে স্থায়ী সেতু তৈরিরও দাবি উঠেছে।

জলের দাবিতে অবরোধ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ জুলাই : গত এক বছর ধরে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ স্টেশন সংসদের তালতলার বাসিন্দারা পানীয় জল সংকটে ভুগছেন। বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই), বিডিও কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও হাল বদলায়নি। গত এক বছর ধরে গ্রামের বাড়ি বাড়ি পিএইচই পানীয় জলের নল বসিয়েছে।

কিন্তু এখনও জলের দেখা নেই। তাই, বাধ্য হয়ে রবিবার তালতলার বাসিন্দারা নকশালবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। তাঁদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা করুক। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে এলাকায় দ্রুত সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে পানীয় জল দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

চলতি বর্ষায় গ্রামে কুয়োর জলে পোকা জন্মাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই জল পান করে অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন। গ্রামে ছোট ছোট বাচ্চাদের পেটের অসুখ সহ নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। এদিন হাঁড়ি, বালতি, কলসি সহ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁরা রাস্তায় বসে পড়েন। কবিতা মণ্ডল নামে এক তরুণী বলেন, 'আমরা এক বছর ধরে জল পাচ্ছি না। বহুবার পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিওকে লিখিতভাবে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। বাড়ি বাড়ি নলকূপ বসিয়েই পিএইচই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। দুই-তিন কিলোমিটার দূর থেকে টোটো, সাইকেলে জল বয়ে আনতে হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করা হয়েছে। আগামীদিনে জলের ব্যবস্থা না করা হলে আরও বড় আন্দোলনে নামা হবে।' অবরোধের খবর পেয়েই নকশালবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ আসতেই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

গ্রামে প্রায় ৩০০ পরিবারের বাস। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নানা দলের নেতারা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ভোট ফুরালেই তাঁরা ও তাঁদের প্রতিশ্রুতির দেখা মেলে না। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এনিয়ে পিএইচই'কে বহুবার বলেছি। কিন্তু ওরা কোনও গুরুত্ব দেয়নি।' এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ওই এলাকায় অতি দ্রুত সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলায় সড়ক অবরোধ। রবিবার।

খানাখন্দে ভরা সড়কে দুর্ঘটনা

খড়িবাড়ি, ৭ জুলাই : ডেমরাভিটা এলাকায় খানাখন্দে ভরা ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটল দুর্ঘটনা। বৃষ্টিতে রাস্তার গর্তগুলিতে জমে রয়েছে জল। তেমনই একটি জল জমা গর্তে শনিবার রাতে মোটর সাইকেল সুদ্ধ উলটে গিয়ে জখম হলেন এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম নবদীপ বর্মন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান।

অন্যদিকে, রবিবার খড়িবাড়ি গার্লস স্কুলের পাশে শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়কে একই কারণে দুটি টোটো উলটে গিয়েছে। সেই সময় টোটো দুটিতে কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। দোহাগুড়ির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ সিংহ বলেন, 'প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। খড়িবাড়ি কদমতলা থেকে পিডব্লিউডি পর্যন্ত রাজ্য সড়কে কয়েক হাজার গর্ত। রাস্তার পাশেই বিডিও ও পঞ্চায়েত অফিস। কিন্তু সব জেনেশুনেও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।'

খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, 'পূর্ত দপ্তরকে বহুবার ফোনে বিষয়টি বলা হয়েছে। সম্প্রতি লিখিতভাবেও জানানো হয়েছে।' পূর্ত দপ্তরের কোনও আধিকারিক ফোন না ধরায় তাঁদের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

জলের তোড়ে ভাঙল কাঁচা রাস্তা

জলের তোড়ে ভেঙেছে অমরসিংজোতের রাস্তা।

খড়িবাড়ি, ৭ জুলাই : অতিবৃষ্টির জেরে বুড়ি মেচির জলের তোড়ে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরসিংজোত গ্রামের একমাত্র কাঁচা রাস্তার একটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। সংস্কারের আবেদন জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি। নির্বিকার গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

নদীর পাশে থাকা ওই বাঁধ এবং রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এদিকে, দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও খড়িবাড়ির বিডিও।

অমরসিংজোত

অমরসিংজোতে যাওয়ার একমাত্র কাঁচা রাস্তাটির অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। কাঁচা রাস্তারটির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বুড়ি মেচি নদী। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে নদীতে জল বেড়ে গিয়েছে। শনিবার রাতে জলের তোড়ে ভেঙে যায় রাস্তার একাংশ। ফলে যাতায়াতে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়দের মধ্যে অমিতকুমার রায় বলেন, 'আমরা সমস্যার মধ্যে রয়েছি। কাঁচা রাস্তা পাকা করার জন্য বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এমনকি বিডিওকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, গতমাসের শেষের দিকে পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে রাস্তা সংস্কারের দাবি লিখিতভাবে জানানো হয়। এরপর গত কয়েকদিন ধরে যে হারে বৃষ্টি পড়েছে, তার জেরে নদীতে জল বেড়ে গিয়েছে। ওইদিন রাস্তার কিছুটা অংশ ভেঙে যায়। গোটা রাস্তাজুড়ে এখন জলকাদা। তার সঙ্গে ভাঙন তো রয়েইছে। গ্রামে যাতায়াত করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। রাতে গর্ভবতীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হিমসিম খাওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই। এমনকি অনেক পড়ুয়া বেহাল রাস্তার কারণে স্কুলে যেতে চায় না বলে আক্ষেপ অভিভাবকদের।

গ্রামবাসীদের দাবি, নদীর পাশে গার্ডওয়াল তৈরি করে রাস্তাটি পাকা করে দেওয়া হোক। এদিকে, ঘটনার কথা স্বীকার করে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলাকসু লাকড়া বলেন, 'বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে কোনও টাকা নেই। ১০০ দিনের কাজও বন্ধ। ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিষয়টি বিডিও ও সেচ দপ্তরে জানানো হবে।' অন্যদিকে, বিডিও দীপ্তি সাউ সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সাময়িকভাবে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

অলিগলিতে রাস্তা দখলে কড়া পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : রাস্তা জবরদখল করে দোকান বানিয়ে আর ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। প্রশাসনের ভূমিকায় তা স্পষ্ট। শিলিগুড়ির গুরুং বস্তিতে রাস্তার ওপর থাকা বাজারও তুলে দিয়েছে প্রশাসন। শহরের মূল রাস্তাগুলির দুই পাশে এমন বহু অবৈধ দোকানের উপর নজর রেখেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও পুলিশ। কিন্তু পাড়ার অলিগলিতেও রাস্তা দখল করে প্রচুর দোকান গড়ে উঠেছে। ফলে, পথ চলতে সমস্যায় পড়ছেন মানুষ। এমন দোকানগুলির বিরুদ্ধে পুরনিগম কী পদক্ষেপ করছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পুরবাসী। নিগম সূত্রে খবর, দোকানগুলি নিশ্চিতভাবে সরানো হবে। বিষয়টি নিগমের পরিকল্পনায় রয়েছে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লির শিশু উদ্যান মোড় থেকে রামঠাকুর মন্দিরগামী পথে রাস্তার ডানদিকে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে আটটি দোকান অবৈধভাবে চলছে। কাঠ ও টিনের তৈরি দোকানগুলির জন্য রাস্তাটি অনেক সরু হয়ে গিয়েছে। সেগুলির সামনে হামেশাই নানা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় যানজট লেগে থাকে।

রাস্তায় এভাবে দোকান থাকায় মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটে। শিশু উদ্যান মোড়ে একটি চায়ের দোকান বহু পুরোনো। তার দেখাদেখি পাশ দিয়ে পরপর দোকান তৈরি হয়েছে। চায়ের দোকানের সামনে ক্রেতাদের বসার জন্য রোজই রাস্তায় বেঞ্চ সাজিয়ে রাখা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাড়ার রাস্তা হলেও এটি সদা ব্যস্ত থাকে। প্রচুর গাড়ি চলে। রাস্তার ওপর এভাবে দোকান বরদাস্ত করা যায় না। চাকাওয়ালা গাড়িতে দোকান করা উচিত। এভাবে রাস্তা দখল করে একটি দোকান তৈরি হলে তার দেখাদেখি আরও দোকান তৈরি হবে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।

রাস্তা জবরদখল করে দোকান বানিয়ে যে ব্যবসা চলতে পারে না তা স্বীকার করেছেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা। তাঁর কথায়, 'দোকানগুলি নিশ্চিতভাবে ওখান থেকে সরানো হবে। এটা আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। নানা জায়গায় বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস সময় দিয়েছেন। সেজন্য অপেক্ষা করছি।'

মিলনপল্লিতে রাস্তা দখল করে দোকান।

পুলিশকে নিয়ে সরকারি জমি চিহ্নিত প্রশাসনের

বাগডোগরা, ৭ জুলাই : পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সরকারি জমি চিহ্নিত করে বোর্ড লাগাল মিরিক ব্লক প্রশাসন। রবিবার ব্লকের লোহাগড়ের কটকডাঙ্গি বস্তির ঘটনা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর জমি দখলমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। সেই মোতাবেক শনিবার কটকডাঙ্গি বস্তিতে সরকারি জমি চিহ্নিত করে বোর্ড বসাতে যান মিরিক ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। সেখানে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বাধা পেয়ে ফিরে আসেন প্রশাসনের কর্তারা। এরপর রবিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ফের ওই এলাকায় যান তাঁরা। পানিঘাটা থানার পুলিশের সহায়তায় চিহ্নিত করা সরকারি জমিতে বোর্ড লাগানো সম্ভব হয়েছে। যদিও বাধার ঘটনা অস্বীকার করে মিরিকের বিডিও শ্রেয়সী মাইতি বলেছেন, 'তেমন কিছু ঘটেনি।' এর বেশি বিডিও বলতে চাননি।

> পূর্বপুরুষরা এই জমিগুলিতে চাষাবাদ করতেন। এখন এই জমিতে আমাদের অধিকার আছে। হঠাৎই জমি মাপজোখ করে সরকারি বোর্ড লাগাতে নেয় প্রশাসন।
>
> **শেখর ছেত্রী,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

ভারত-নেপাল সীমান্তের চেঙ্গা-পানিঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মেচি নদীর পাড় ঘেঁষে রয়েছে কটকডাঙ্গি বস্তি। স্থানীয় বাসিন্দা শেখর ছেত্রী, বলরাম প্রধানদের বক্তব্য, 'পূর্বপুরুষরা এই জমিগুলিতে চাষাবাদ করতেন। এখন এই জমিতে আমাদের অধিকার আছে। বর্তমানে চাষাবাদ না করায় তা ফাঁকা পড়ে আছে। শনিবার প্রশাসনের লোকেরা এখানে আসেন। হঠাৎই জমি মাপজোখ করে সরকারি বোর্ড লাগাতে নেন তাঁরা।' অন্যদিকে, প্রশাসন সূত্রের খবর, জমি দখলমুক্ত করতেই এই পদক্ষেপ। শনিবার বাধা পেয়ে ফিরে আসতে হলেও রবিবার শেষপর্যন্ত বোর্ড বসাতে পেরেছে প্রশাসন।

এবিটিএ'র সভা

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার শিলিগুড়িতে একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শুক্লা দাস। আগামী ২৮ জুলাই রক্তদান শিবির ও ৩০ জুলাই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে। জেলার সমতল সহ পাহাড়ের সদস্যরা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সহ সাধারণ সম্পাদক অনুপম রায়, জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিল ভেঙে চুরি

চোপড়া, ৭ জুলাই : সদর চোপড়া এলাকায় একটি দোকানঘরের পিছনে গ্রিল ভেঙে বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরির ঘটনা ঘটল। রবিবার সকালে প্রথমে চুরির বিষয়টি নজরে আসে দোকান মালিক হামিজুল হকের। তিনি জানান, এক ঠিকাদারের কাছে দোকানের একাংশ ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, ওই ঠিকাদারের বিভিন্ন জিনিস সহ তাঁর নিজেরও কিছু জিনিসপত্র চুরি গিয়েছে। চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রস্তুতি সভা

চোপড়া, ৭ জুলাই : ২১ জুলাই কলকাতায় সমাবেশ উপলক্ষ্যে চোপড়ার ভৈষপিটা মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে রবিবার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে প্রস্তুতি সভা করা হল। গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক প্রচার ও প্রস্তুতি নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

আগামীর প্রস্তুতি। চ্যাংরাবান্ধায় রাহুল বৈরাগীর ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

জেসিবি গ্যাং ভেঙে ফেলার দাবি চোপড়ায়

তাজিমুলের শাগরেদদের খোঁজ

চোপড়া, ৭ জুলাই : চোপড়া কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জেসিবি এখন পুলিশ হেপাজতে। এবার তার শাগরেদদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু হল। সম্প্রতি একটি সালিশি সভায় যুগলকে রাস্তায় ফেলে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়। তা ঘিরে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ঘটনার মূলপান্ডা তাজিমুল (জেসিবি) সহ চারজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও তাজিমুল গ্রেপ্তারের পরেও তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেরই অভিমত, জেসিবি গ্যাং ভাঙতে পুলিশ ও প্রশাসন এখনই সক্রিয় না হলে ভবিষ্যতে এলাকার পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে।

জেসিবি গ্যাং কী? স্থানীয়রা বলছেন, মূলত চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এই গ্যাং কাজ করে। জেসিবি সহ বেশ কয়েকজন এর মাথায়। এই গ্যাং গত কয়েক বছরে এলাকার ত্রাসে পরিণত হয়েছে। সালিশের নামে মারধর, অপহরণ, খুন, খুনের চেষ্টা, মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়, চা বাগান কবজায় নেওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও এতদিন এলাকায় বুক ফুলিয়ে চলতেন জেসিবি সহ অন্যরা। সবাই সবকিছু জেনেও ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে চাইতেন না। আবার কখনো-সখনো অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ সেরকমভাবে পদক্ষেপ করত না। যার ফলে মানুষকে সব মুখ বুজে সহ্য করতে হত। কিন্তু সম্প্রীতি ভিডিও ভাইরাল হতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। মূল অভিযুক্ত জেসিবিকে গ্রেপ্তারের পর তার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে।

> **জেসিবি গ্যাং**
>
> ■ মূলত চোপড়ার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এই গ্যাং কাজ করে
>
> ■ জেসিবি সহ বেশ কয়েকজন এর মাথায়
>
> ■ এই গ্যাং কয়েক বছরে এলাকার ত্রাসে পরিণত হয়েছে।
>
> ■ সালিশের নামে মারধর, অপহরণ, খুন, খুনের চেষ্টা, মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায়ের অভিযোগ

পুলিশ বলছে, তালিকা ধরে ধরে জেসিবির শাগরেদদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের অনেকে ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। কেউ আবার ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিয়েছে। অনেকেই গ্যাংয়ের অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, বেশিরভাগ সময় গ্যাংয়ের লোকেরা নিজেরাই সালিশি সভা বসাত। এর মূল লক্ষ্য ছিল তোলাবাজি। এসব করেই নাকি অনেকে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। আমজনতা চাইছে, পুলিশ সমস্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করুক। শান্তি ফিরুক এলাকায়।

চোপড়া থানা তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রের খবর, ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার সহযোগিতাও নেওয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে। চোপড়ার আইসিকে ফোন করা হলেও, তিনি না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষে সোমবার জেসিবির শাগরেদ আমিরুল ইসলাম ওরফে বুধাকে আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

নির্মীয়মাণ ফোর লেনে দেহ উদ্ধার

হাত-মাথায় চোট, ঘনাচ্ছে রহস্য

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : রবিবার ইন্দিরা ময়দান সংলগ্ন নির্মীয়মাণ ফোর লেন থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। মৃতের নাম নারায়ণ গোপ (৪২)। তাঁর বাড়ি বেতগাড়া এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও গাড়ির ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নারায়ণের হাত ও মাথার পেছনে চোট রয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নারায়ণের স্ত্রী অনু গোপের দাবি, 'শেষবার দোকান থেকে বেরোনোর সময় স্বামীর পরনে ছিল লাল রঙের জামা। প্যান্ট অন্য রঙের ছিল। যদিও মৃতদেহে অন্য পোশাক দেখা গিয়েছে। লাল জামা ও প্যান্ট দেহ থেকে কিছুটা দূরে পড়েছিল।' কোথায় নারায়ণ পোশাক পরিবর্তন করেছিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, নারায়ণের দোকান থেকে বেরোনোর কারণ নিয়েও। স্ত্রীর দাবি, 'হঠাৎ করেই নারায়ণ দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মোবাইলও নিয়ে বের হননি। মেয়ে দেখেছিল, বাংলা বাজারের এক যুবকের সঙ্গে স্কুটারের পিছনে বসে যেতে। তারপর সারা রাত খোঁজ করেও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে স্ত্রী'র সঙ্গেই চা-এর দোকান চালাতেন। অনু বলেন, 'শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী মেয়ের সঙ্গে ওই দোকানেই ছিলেন। আমি চায়ের দোকানে বাকি থাকা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলাম। মেয়ের থেকে পরে জানতে পারি, স্বামী হঠাৎ বাড়িতে যাবে বলে বের হন। যদিও তিনি বাড়িতেও যাননি।' এদিকে, সারারাত স্বামীর খোঁজ না পাওয়ায় পর এদিন সকালে ফোর লেনে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে সেখানে আসেন অনু ও তাঁর মেয়ে। কথায়, 'প্রথমে বিশ্বাস হয়নি যে ওই দেহ স্বামীর। পরে মুখ দেখে হতবাক হয়ে যাই।' এদিকে, ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর নারায়ণকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্তিনগর থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

> 'শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী মেয়ের সঙ্গে ওই দোকানেই ছিলেন। আমি চায়ের দোকানে বাকি থাকা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলাম। মেয়ের থেকে পরে জানতে পারি, স্বামী হঠাৎ বাড়িতে যাবে বলে বের হন। যদিও তিনি বাড়িতেও যাননি।
>
> **অনু গোপ,** মৃতের স্ত্রী

শ্বশুরবাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : পারিবারিক বিবাদে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগাল জামাই। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দার্জিলিংয়ের সোনাদার মুন্ডাকুঠি চা বাগানের প্রধান গ্রামে। অভিযোগ, রাত ১১টা নাগাদ সঞ্জোগ তামাং শ্বশুরবাড়ি যায়। সেখানে সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অন্যদের সঙ্গে সঞ্জোগ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। হঠাৎই সে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি দেখতে পেয়ে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনাদা থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পালটা কটাক্ষ সভাধিপতির

পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজু

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ জুলাই : রথ উদ্বোধনে এসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এমনকি নকশালবাড়ির উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরে কী কী পরিকল্পনা করেছেন, সেই সমস্তকিছু তুলে ধরেন সাংসদ। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। সেই মঞ্চেই ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। সাংসদের কটাক্ষ চুপচাপ হজম করে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। 'রাজ্যে ২৯টি আসন জিতেছি' বলে পালটা হুংকার দেন অরুণ।

রবিবার নকশালবাড়িতে সভাধিপতির বাড়ির পাশে বাবুপাড়া ইসকন মন্দির কমিটির তরফে রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসেন সাংসদ। ভোটে জেতার পর এই প্রথম তিনি নকশালবাড়িতে পা রাখেন। এদিন মঞ্চে উঠেই রাজু নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় জমে থাকা আবর্জনা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনকে কটাক্ষ করেন। বলেন, 'যেভাবে বাসস্ট্যান্ডের পাশে আবর্জনা জমে রয়েছে, তাতে বাইরের লোকজনের কাছে নকশালবাড়ির নোংরা ছবি মনে গেঁথে থাকবে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের উচিত, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা।' এদিকে রথযাত্রার অনুষ্ঠানে এসে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে পালটা কটাক্ষ করেছেন অরুণ। তাঁর ব্যাখ্যা, 'এধরনের অনুষ্ঠান মঞ্চ রাজনীতির জন্য নয়। মঞ্চে উঠেই সাংসদের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা উচিত হয়নি। আমিও রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কথা বলতে পারতাম। কিন্তু বলিনি।'

শুধু কি গ্রাম পঞ্চায়েত? এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ নকশালদের প্রসঙ্গ টানলেন। তাঁর যুক্তি, 'একসময় নকশালবাড়ি ছিল নকশালদের বিচারধারার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে রথযাত্রা হওয়ায় মানুষের মধ্যে ভক্তি বেড়েছে।' এদিন নকশালবাড়ি দিয়ে ফোর লেন রাস্তা, নকশালবাড়ি স্টেশনটিকে বড় করে সাজানো এবং দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজু। তাঁর দাবি, 'শিলিগুড়ির বিকল্প হয়ে উঠবে নকশালবাড়ি।' র‍্যাশন, পানীয় জল, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। রাজুর বক্তব্যে সকলে হাততালি দিলেও গত পাঁচ বছর সাংসদ থাকাকালীন তিনি এই কাজগুলি করেননি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি কাউকেই।

অন্যদিকে, সাংসদের এমন বক্তব্যে প্রথমে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে যান অরুণ। পরে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের উন্নয়ন নিয়ে মানুষ অবগত। সেইজন্য আমরা ২৯টি আসনে জিতেছি। সাংসদ গত পাঁচ বছরে কী কাজ করেছেন সেটা কেউ বলতে পারবে না।' তাঁর সংযোজন, 'আমার বাড়ির পাশে অনুষ্ঠান। ছোটবেলা থেকে রথযাত্রা আয়োজন করেছি। পাড়ার অনুষ্ঠানে আমি ভগবানের শিষ্য হিসেবে যোগ দিয়েছি।' রাজুর পালটা, 'আমি কোনও রাজনীতি করিনি। মঞ্চে যে কোনও দলের লোক আমার সঙ্গে বসতে পারে। অনেকেই ইগো নিয়ে চলে। আমার কোনও ইগো নেই।'

নকশালবাড়িতে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ, বসে আছেন সভাধিপতি।

রথের দড়ি টানতে ভিড়। ইসলামপুর কোর্ট মাঠে। রবিবার সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

বাহিরচরে তিস্তা গিলেছে স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

অমিতকুমার রায়

বোয়ালমারি, ৭ জুলাই : তিস্তার আগ্রাসী গ্রাসে একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল ও একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরচর এলাকার ঘটনা। এর জেরে এলাকার পড়াশোনা, পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আগামীতে কী হবে তা ভেবে অনেকেই উদ্বেগে পড়েছেন। বিকল্প জায়গায় স্কুল তৈরির দাবিতে ওই স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন।

পাড় ভাঙতে ভাঙতে তিস্তা স্কুলটির একদম কাছে চলে এসেছিল। শনিবার তিস্তার জলের তোড়ে কানাইনগর নিউ প্রাইমারি স্কুল তলিয়ে যায়। দু'দিন আগেই ১০০ মিটার দূরবর্তী জায়গায় অবস্থিত এলাকার একমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছিল। স্কুলটিতে চারজন শিক্ষক এবং প্রায় ৪০ পড়ুয়া রয়েছে। তিস্তার ভাঙনে স্কুল তলিয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষকরা চিন্তিত। পরিস্থিতি বিশদে লিখে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিপদ রায় জলপাইগুড়ি সদর সাউথ সার্কেলের এসআই-কে চিঠি দিয়েছেন। দ্রুত ব্যবস্থার নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

হরিপদ বললেন, 'তিস্তা স্কুলটিকে গিলে খেতে পারে ধরে নিয়ে আগে থেকেই স্কুলবাড়ির টিন, আসবাব ও কাগজপত্র সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু স্কুলবাড়ি, মিড-ডে মিলের রান্না ঘর, সোলার জলপ্রকল্পকে বাঁচানো গেল না। এটাই খুব খারাপ লাগছে।' জলপাইগুড়ি সদর দক্ষিণ মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রতন বর্মনের আশ্বাস, 'সোমবার ওই এলাকা পরিদর্শন করা হবে। ওই পড়ুয়ারা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, নদীভাঙনের আতঙ্কে এলাকার বাসিন্দারা বর্তমানে দূরে সরে যাচ্ছেন। নদী স্কুলবাড়িকে গিলে খাওয়ায় সন্তানদের পড়াশোনার কী হবে তা ভেবে অভিভাবকরা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন। স্থানীয় তরুণ প্রসেনজিৎ লালা বলেন, 'ওই স্কুল বিল্ডিংটি এলাকার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রও ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি এ জাতীয় প্রশাসনিক কাজগুলি কোথায় হবে সেটা ভেবেও দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জিতেন সরকারের বক্তব্য, 'বামফ্রন্ট আমলে তিস্তার বিভিন্ন চর এলাকার গ্রামগুলিকে রক্ষার জন্য 'চর বাঁচাও কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। পালাবদলের পর সেই উদ্যোগ আর নেই।' সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে প্রসেনজিৎরা সরব হয়েছেন। প্রশাসনের দেওয়া আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে বাসিন্দাদের একাংশ আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

> **আতঙ্ক বাড়ছে**
>
> ■ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিচরের ঘটনা
>
> ■ স্কুলবাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় প্রায় ৪০ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ
>
> ■ শিক্ষা দপ্তরের তরফে সোমবার এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত ব্যবস্থার আশ্বাস

মাসির বাড়ি থানা চত্বর

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ জুলাই : রবিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মহাসমারোহে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বাতাসি, ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা, খড়িবাড়িতে এই উৎসব হয়েছে। তাতে বহু মানুষ যোগ দেন।

বাতাসিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। বাতাসি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে এই আয়োজন করা হয়। তাদের রথযাত্রার এবছর ৩৩তম বর্ষ। উৎসব ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে। পিএসএ ক্লাবের মাঠে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। বিকেল থেকে রথের দড়ি টানতে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিলেন বহু পুলিশকর্মী।

অন্যদিকে, বাগডোগরার শ্রীকলোনির রাধাগোবিন্দ হরি মন্দির কমিটির তরফেও রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে বসে মেলাও। বাগডোগরা লোকনাথনগর, গোঁসাইপুর মুলাইজোতে রথযাত্রা হয়েছে।

উৎসব আয়োজিত হয়েছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকেও। লিউসিপাকড়ি, ভক্তিনগর, ঘোষপুকুর এবং বিধাননগরে রথ বের হয় এদিন। ফাঁসিদেওয়া থানাকে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি করা হয়েছে। সেকারণে ভক্তিনগর থেকে বের করে থানা চত্বরে রাখা হয় রথ। রথযাত্রা দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার মানুষ হাজির হয়েছিল। মেলাতেও ভিড় ছিল।

রবিবার চোপড়া ব্লকে রথযাত্রা হয়েছে। এবার ১৭টি জায়গায় রথ বের হয়েছে। সদর চোপড়া, কালাগছ, কাঁচাকালী, দাসপাড়া, সোনাপুরের তিনমাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভক্তদের উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছে।

এদিন চোপড়া রয়েল স্পোর্টিংয়ের উদ্যোগে চোপড়ার থানাপাড়া সর্বজনীন পুজোর ৫১তম বর্ষের খুঁটিপুজো হয়েছে।

অন্যদিকে, ব্লকের একাধিক জায়গায় মেলা বসেছে এদিন।

বৃষ্টির জল জমে বেহাল চাকুলিয়া বাজারের রাস্তা

চাকুলিয়ার রাস্তায় জমে জল। যাতায়াতের সমস্যায় বাসিন্দারা।

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৭ জুলাই : বর্ষা শুরু হতেই বেহাল হয়ে পড়ছে চাকুলিয়ার একাধিক রাস্তাঘাট। এর মধ্যে চাকুলিয়া বাজার ও পাটহাট্টি মোড়ের বেহাল গ্রামীণ সড়ক নিয়ে মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। অভিযোগ, এই দুই ক্ষেত্রেই নিকাশিনালা নেই। তাই, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বিশাল গর্তের আকার নিয়েছে। এটি ব্যস্ততম রাস্তা। দৈনিক ঝুঁকি নিয়ে যানবাহনের পাশাপাশি প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ভাঙে গাড়ির যন্ত্রাংশ। অথচ স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানানোর পরও আজ অবধি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর উত্তর দিনাজপুরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তন্ময় ঘোষ এ সম্পর্কে বলেন, 'ঠিকাদার সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজটি তাদেরই করার কথা। কেন হয়নি খোঁজ নিয়ে দেখছি।' চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের সংযোজন, চাকুলিয়া বাজার ও পাটহাট্টি মোড়ের রাস্তার সমস্যার কথা অস্বীকার করা যায় না। রোজই মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জেলা পূর্ত দপ্তর দেখভাল করে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। রাস্তার বেহাল অংশটি উঁচু করে সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

চাকুলিয়ার এই রাস্তাটি গ্রামীণ সড়কের আওতাভুক্ত। এটি কানকি, রামপুর, ধরমপুর, গোদাশিমুল, গোয়াগাঁও, জনতা ও দোমোহনার সঙ্গে যোগাযোগের মূল পথ। রাস্তাটি খুবই ব্যস্ততম ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রশাসনিক গাফিলতিতে সমস্যা জিইয়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জাফর ইকবালের বক্তব্য, রাস্তার জল নিষ্কাশনের জন্য নিকাশিনালার ব্যবস্থা করা হবে বলে শুনেছি। গত তিন-চার বছর ধরে এই সমস্যা রয়েছে। কিন্তু কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার উপর জল জমে। ভাঙা রাস্তায় জল জমে গর্তগুলি ডোবার আকার নিয়েছে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ সেখানে পড়ে জখম হচ্ছেন।

টোটোচালক তপন দাস, রফিকুল আলমের কথায়, রাস্তার ধারে মাটি তুলে নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। রাস্তার ধারে অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করে দোকান কিংবা বাড়ি হচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার। রাস্তা চরিত্র হারাচ্ছে। সড়কটি নীচু হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে। চালক থেকে মানুষ বিপদে পড়ছেন। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হবে।

> রাস্তার ধারে মাটি তুলে নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। রাস্তার ধারে অবৈধভাবে সরকারি জমি দখল করে দোকান কিংবা বাড়ি হচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার।
>
> **তপন দাস,** *টোটোচালক*

প্রাক্তনীদের উদ্যোগে শিবির

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : দুঃস্থদের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলের প্রাক্তনীরা। অর্থের অভাবে যাতে কারও চিকিৎসা বন্ধ না থাকে সেজন্য প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি রবিবার স্কুল ক্যাম্পাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এদিনও স্বাস্থ্য শিবির হয়েছে। সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ওষুধও। প্রাক্তনীদের উদ্যোগে খুশি স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার ভিসি জোস।ছয় বছর ধরে এই পরিষেবা দিয়ে চলেছেন ডন বসকোর প্রাক্তনী অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। স্বাস্থ্য শিবিরের প্রোজেক্ট চেয়ারম্যান অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'অর্থের অভাবে অনেকে চিকিৎসা করাতে পারেন না। দুঃস্থদের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ।' অর্থের অভাবে অনেকদিন ডাক্তার দেখাতে পারছিলেন না সত্তর বছরের দামিনিকা কেরকাট্টা। তিনি শিবিরে চিকিৎসা করিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমার মতো অনেকেই উপকৃত হয়েছেন।' এখানে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন চিকিৎসক হীরালাল পাসোয়ান। প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রোগীরা এখানে চিকিৎসা করাতে পারেন।

পদযাত্রায় শুভেন্দু

মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের সমর্থনে রবিবার পদযাত্রা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রথযাত্রায় ধান রোপণ

রথযাত্রার দিন রামকৃষ্ণ দেবের পৈতৃক জমি কামারপুকুরের লক্ষ্মীজলাতে ধান গাছ রোপণ করলেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা।

রথে সায়নী

বারুইপুর পশ্চিম ও সোনারপুরে রথযাত্রায় অংশ নিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ। রবিবার কলকাতা পুরসভার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ড ও ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি খুঁটিপুজোতেও অংশ নেন তিনি।

উড়ান বাতিল

তিনবার উড়ান শুরুর ঘোষণার পর সেই উড়ান বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপরই রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। পরে অন্য বিমানে ওই যাত্রীদের গন্তব্যে পাঠানো হয়।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ড

চার্জশিটে নাম তৃণমূল নেতাদের

কলকাতা, ৭ জুলাই : ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে শুক্রবার প্রথম চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ। সেই চার্জশিট থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। চার্জশিটে নাম রয়েছে দুই তৃণমূল নেতার। ওই দুই তৃণমূল নেতা বোমা তৈরির কাঁচামাল সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে চার্জশিটে। নির্বাচনের আগে বা পরে সাধারণ মানুষকে এই বোমা দিয়ে ভয় দেখানো হত।

জানা গিয়েছে

- চার্জশিটে নাম রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানবকুমার পাড়ুয়া এবং তৃণমূল কর্মী নবকুমার পন্ডার
- এছাড়া রাজকুমার মান্না, বিশ্বজিৎ গায়েন, বুদ্ধদেব মান্না, পঞ্চানন গড়াই রয়েছেন
- মানব ও নবকুমার লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে ছিলেন
- বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামাল এরাই জোগাড় করতেন

৩৫ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই চার্জশিটে নাম রয়েছে তৃণমূলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানবকুমার পাড়ুয়া এবং তৃণমূল কর্মী নবকুমার পন্ডা। এছাড়া রাজকুমার মান্না, বিশ্বজিৎ গায়েন, বুদ্ধদেব মান্না, পঞ্চানন গড়াইয়ের নাম রয়েছে। চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, মানবকুমার পাড়ুয়া ও নবকুমার পন্ডা লজিস্টিক সাপোর্টের দায়িত্বে ছিলেন। বিস্ফোরক তৈরির কাঁচামাল এরাই জোগাড় করতেন। আর বিস্ফোরক জোগান দিয়েছিলেন পঞ্চানন গড়াই। বোমা তৈরি করার পর ফাঁকা জায়গায় চলত সেই বোমা পরীক্ষা। এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করতেই বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। আদালতের নির্দেশে এনআইএ তদন্ত করছে। তারপর প্রথম চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। আর তাতেই একাধিক তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ভূপতিনগরে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তৃণমূল অঞ্চল সহ সভাপতি রাজকুমার মান্নার বাড়িতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজকুমার মান্নার। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সহ সভাপতি ছিলেন। তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিৎ গায়েনেরও মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনায় তদন্ত করছিল পুলিশ। তারা এর আগে একটি চার্জশিট পেশ করেছিল। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ প্রকৃত অভিযুক্তদের আড়াল করতে চাইছে। বিজেপি নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। তারপর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন এক আইনজীবী। গত বছর জুন মাসে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট।

দুই পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

কলকাতা, ৭ জুলাই : কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কয়েকদিন আগেই এই দুই অফিসারের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর রবিবার থেকেই এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পদক্ষেপ শুরু করল বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে অত্যাচারিতরা এই দুই পুলিশ কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা দেখা করেননি। বরং রাজভবনের সম্মান নষ্ট করতে তাঁরা বেশি আগ্রহী। এই দুই পুলিশ অফিসার সরকারি কর্মচারীর মতো কাজ করছেন না বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজ্যপাল।

কয়েকদিন আগেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন দুই মহিলা। তার মধ্যে একজন রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী। রাজ্যপালকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ২৮ জুন কলকাতা হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন রাজ্যপাল। ১০ জুলাই এই মামলার শুনানি হবে। এরই মধ্যে রাজ্যের দুই পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পদক্ষেপ করায় রাজভবন-নবান্ন সংঘাত আরও তীব্র হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বৃষ্টিতেও সাইকেল নিয়ে পথে। রবিবার কলকাতায়। -পিটিআই

জয় জগন্নাথ।। গুপ্তিপাড়ার ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা এবার ২৮৫ বছরে পড়ল। সেই রথেরই রশি টানতে ভক্তদের ভিড়। অন্যদিকে, ইসকনে রথযাত্রার উদ্বোধনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীরা। রবিবার পিটিআই এবং আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

রথের দিনেই বাজার দখল ইলিশের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৭ জুলাই : অবশেষে বাঙালির মুখে আনন্দের হাসি। রথের দিন অধিকাংশ বাজারে মিলল বহু কাঙ্ক্ষিত 'রুপোলি শস্যের' দেখা। রবিবার অধিকাংশ বাজারের দখল নিল ইলিশ মাছ। দামও আয়ত্তের মধ্যে। ৬০০ টাকাতেই মিলল সাধের ইলিশ। স্বভাবতই খুশি মৎস্যপ্রেমীরা।

১৫ জুন ইলিশ মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা উঠতেই ৩ হাজার ট্রলার সাগরে গিয়েছিল ইলিশ শিকারে। প্রথমদিকে তেমনভাবে দেখা মেলেনি এই রুপোলি শস্যের। পরের দিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার, সাগর প্রভৃতি জায়গা থেকে মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে ইলিশের খোঁজে যেতে থাকেন। এবার কিন্তু তাঁদের আর খালি হাতে ফিরতে হয়নি। প্রায় সমস্ত ট্রলারের মৎস্যজীবীরাই ইলিশবোঝাই করে ফিরেছেন। সেই মাছ রবিবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে আসতে শুরু করেছে। যদিও কাকদ্বীপ ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতির মতে, ঠিকমতো বর্ষা না আসায় ইলিশ তেমনভাবে ধরা পড়ছে না। বৃষ্টি শুরু হলে আরও বেশি পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়বে।

কলকাতার মানিকতলা, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার,

ল্যান্সডাউন, কোলে মার্কেট, যদুবাবুর বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে রবিবার সকালে গিয়ে খুশির ঝলক দেখা যায় বাঙালির মুখে। অধিকাংশ মাছ বিক্রেতার সামনে বরফ দিয়ে সাজানো রয়েছে প্রাণের প্রিয় সেই ইলিশ। যাঁরা অন্য মাছ কিনতে মনস্থির করে বাজারে এসেছিলেন তাঁদের সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়। ৫০০ গ্রাম থেকে শুরু করে দেড় কিলোরও বেশি ওজনের ইলিশ মিলছে। দামও নাগালের মধ্যেই। ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৮০০, ১০০০, ১২০০ টাকায় সাইজ অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে ওই ইলিশ। শুধু কলকাতায় নয়, পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা জেলাতেও একই দৃশ্য। অনেককেই বাজারে মাছের দোকানে দাঁড়িয়ে বাড়িতে ফোন করতে দেখা যায়। হাসিমুখে বলতে শোনা যায়, আজ ইলিশ নিয়ে ফিরছি। অনেকে তো আবার কম দাম দেখে রাতে ইলিশ-পিকনিক করার প্ল্যানও করে ফেলেছেন।

গত বছর তেমনভাবে বাঙালির পাতে পড়েনি ইলিশ। এবছরও এতদিন যে ইলিশ মিলছিল, তা কেনা ছিল মধ্যবিত্তের সাধ্যের বাইরে। এবার মরশুমের শুরুতেই সাধ্যের মধ্যে ইলিশ পেয়ে তাই খুশির ঝলক ক্রেতাদের মুখে। মৎস্য বিক্রেতারা জানান, এর থেকেও কম দামে হয়তো ইলিশ বিক্রি করতে পারবেন তাঁরা।

ভাঙড়ে গণপিটুনিতে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

কলকাতা, ৭ জুলাই : রাজ্যজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে গণপিটুনির দৌরাত্ম্য। গণপিটুনি রুখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ প্রশাসনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকেও গণপিটুনি নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতির প্রসঙ্গ উঠেছিল। তা সত্ত্বেও কিছুতেই এই ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হল। রবিবার এই ঘটনা ঘটে। ফলে আবারও প্রশ্নের মুখে পুলিশ ও প্রশাসন।

নিহত বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির নাম আজগর আলি মোল্লা। তিনি ভাঙড়ের ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ডেকোরেটরের কাজ

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পরেও আটকানো যাচ্ছে না

করতেন। তাঁকে চোর সন্দেহে বেঁধে বেশ কয়েকজন মিলে মারধর করতে থাকেন। তার ফলে মাটিতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত করছে ভাঙড় থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনার অনেক পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ আরও স্পষ্ট হবে।

শুধু ভাঙড় নয়, খাস কলকাতাতেও গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। আড়িয়াদহ, পাণ্ডুয়া, ঝাড়গ্রাম, তারকেশ্বর, বাঁকুড়া সহ একাধিক জায়গায় গণপিটুনির শিকার হয়েছেন অনেকে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন প্রাণও হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরও গণপিটুনি আটকানো যাচ্ছে না।

দু'মাস পর আদালতে সন্দেশখালি মামলা

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি আজ

কলকাতা, ৭ জুলাই : দীর্ঘ দু'মাস পর সোমবার সুপ্রিম কোর্টে সন্দেশখালির ঘটনার শুনানি হতে চলেছে। ২৯ এপ্রিল বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়েছিল। রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি পেশ করার জন্য শীর্ষ আদালতের থেকে সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই মাফিক ওই মামলার শুনানি স্থগিত রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

সন্দেশখালি মামলায় জমি দখল ও মহিলাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় ১০ এপ্রিল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়

রাজ্য। এপ্রিল মাসে শুনানিতে শীর্ষ আদালতে রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, তাঁদের হাতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি এসেছে। তা আদালতে পেশ করার জন্য দু'তিন সপ্তাহ সময় দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে শীর্ষ আদালত জুলাই মাস পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি করে দেয়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শুনানিতে বাধা দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চলছিল। সূত্রের খবর, সোমবার বিকালে বিচারপতি বিআর গভাই ও কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হতে চলেছে।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রধান অস্ত্র ছিল সন্দেশখালি ইস্যু। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় মহিলা কমিশন পর্যন্ত সরব হয়। তবে সম্প্রতি সন্দেশখালির স্টিং ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে মহিলাদেরই অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে, তাঁদের দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করানো হয়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে বিজেপিকে। এই আবহে সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হতে চলেছে। রাজ্যের আইনজীবী শুনানির সময় এই বিষয়গুলি উত্থাপন করে সওয়াল করবেন কি না এখন সেটাই দেখার।

সুবোধ-ঘনিষ্ঠ সাহিলকে জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

কলকাতা, ৭ জুলাই : বেলঘরিয়ায় শুটআউটের ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে সুবোধ-ঘনিষ্ঠ সাহিল সিং। তাকে বিহারের নওয়াদা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ও বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় হামলাকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সাহিলের ওপর। সেইমতো শুটআউটের ঘটনার ৩-৪ দিন আগে হাওড়ার একটি হোটেলে এসে পৌঁছোয় সে। অন্যদিকে, এই ঘটনার মাস্টার মাইন্ড 'গোল্ডেন ডাকু' সুবোধ সিংয়ের নাম বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা খুনের ঘটনাতেও জড়িয়েছে।

সূত্রের খবর, বিহারের বেউর জেলে বসে ইন্টারনেটে ভয়েস কলের মাধ্যমে হুমকি দিত সুবোধ। তার এই কাজে সাহায্য করত তিন শাগরেদ। সেই তিনজনকে ইতিমধ্যেই বিহারের সমস্তিপুর থেকে গ্রেপ্তার করে এরাজ্যে এনেছে পুলিশ। তাদের জেরা করেই সাহিলের নাম পায়। সাহিল ঘটনার ৩-৪ দিন আগে দুটি মোটরবাইক ও ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হাওড়ার বেলিসিয়াস রোডের একটি হোটেলে উঠেছিল। হামলাকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তারই হাতে। ঘটনার দিন একটি মোটরবাইক ব্যবহার করা হয়েছিল। সুবোধ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জেলে বসে কীভাবে এই নেটওয়ার্ক চালাত সেই বিষয়ে তথ্য হাতে পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। মণীশ শুক্লা খুনে অন্যতম অভিযুক্ত রোশন। সুবোধ, রোশন, সাহিলকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চান তদন্তকারীরা। তাহলেই এই ঘটনার আরও তথ্য উঠে আসবে। বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লা খুনে বিহার যোগসূত্র রয়েছে কি না তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাই দফায় দফায় সুবোধ সিংকে জেরা করা হচ্ছে। জেরার মুখে বিহারের এই গ্যাংস্টার মণীশ শুক্লা খুনে সুপারি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। ২০০৭ থেকে ঘোলার কাছে রামচন্দ্রপুরে দেড় বছর ধরে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সুবোধ। সেই সূত্রে ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। তবে কে সুবোধকে মণীশ খুনের সুপারি দিয়েছিল তা জানা যায়নি। সোনার দোকানে ডাকাতি থেকে তোলাবাজি, খুন সহ একাধিক অপরাধে তার নাম ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছে। ফলে এরাজ্যে তার আধিপত্য ক্রমশ তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে।

সাততলা থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কলকাতা, ৭ জুলাই : সিঁড়ির রেলিং বেয়ে নীচে নামার খেলা খেলছিল দুই ভাইবোন। তখনই নীচে পড়ে মৃত্যু হয় ভাইয়ের। শনিবার রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে বালিগঞ্জের সেনা আবাসন লাগোয়া পরিচারকদের কোয়ার্টারে। পুলিশ জানিয়েছে, বছর সাতেকের দাদা ও বছর চারেকের বোন খেলা করছিল। সিঁড়ির রেলিংকে স্লিপ বানিয়ে উপর থেকে নীচে নামছিল দাদা। নীচে বসে তা দেখছিল বোন। তখনই নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে সিঁড়ির রেলিংয়ের পাশের ফাঁকা জায়গা দিয়ে সাততলা থেকে নীচে পড়ে যায় সে। স্থানীয় মানুষ আওয়াজ শুনে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। রক্তাক্ত অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বৃষ্টির মধ্যেই রথের দড়িতে টান দিলেন মমতা

কলকাতা, ৭ জুলাই : আগামী বছর থেকে পুরীর মতো দিঘাতেও রথযাত্রা পালন করা হবে। একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ারে খুব শীঘ্রই আদ্যাপীঠ মন্দিরের আদলে তৈরি হওয়া মন্দিরের উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার মধ্য কলকাতার অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে রথযাত্রায় উপস্থিত হয়ে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে প্রতিবছরই রথযাত্রার আয়োজন হয়। এদিন দুপুর ২টো নাগাদ সেখানে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী। তখন প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজেই মন্দিরে পুজো দিয়ে রথের দড়িতে টান দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভ্রাতৃবধূ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবারই ইসকনের মন্দিরে রথের দিন মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরাজ্যে মাহেশ, মহিষাদল থেকে শুরু করে সর্বত্র রথযাত্রা হয়। বাংলার সমস্ত মানুষ এতে অংশ নেন। আগামী বছর থেকে দিঘাতেও এই রথযাত্রার আয়োজন করা হবে।'

এদিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ইসকন মন্দিরে পৌঁছোন, তখন প্রবল বৃষ্টি। হাতে পুজোর ডালি নিয়ে মন্দিরের সন্ন্যাসী ও পূজারীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। পুজোর নিয়ম মেনে আরতিও করেন। এরপর বিজেপির নাম না করে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় আমরা সব ধর্ম নিয়ে মেতে থাকি। জগন্নাথদেবও আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বাংলার অর্ধেক লোককে আজ আপনারা পুরীতে দেখতে পান। আগামী বছর থেকে পুরীর মতো করে দিঘাতেও আমরা রথযাত্রা পালন করব। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাজ কিছুটা বাকি রয়েছে। ওই কাজ শেষ হয়ে গেলেই মন্দিরের উদ্বোধন হবে। আপনাদের সকলকে আগাম আমন্ত্রণ রইল। মন্দির উদ্বোধনে আপনারা সবাই থাকবেন। উপলব্ধি করবেন, কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আমরা এই কাজ করলাম।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলা দখল করতে দিঘায় সরকারি টাকায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু লোকসভা ভোটে ওই জেলার দুটি আসনই তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে কোনওভাবেই বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী।'

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে বার্থ ভেঙে জখম

কলকাতা, ৭ জুলাই : চলন্ত ট্রেনের বার্থ ভেঙে মাথা ফাটল এক বৃদ্ধ যাত্রীর। জখম হয়েছেন তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীও। রবিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে। ওই যাত্রীর নাম বিমলেন্দু রায়। এদিন সকালে ট্রেনটি শিয়ালদা ঢোকার আগে মিডল বার্থ থেকে স্ত্রীকে নামাতে যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই সেই বার্থ ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে। ফেটে যায় তাঁর মাথা। সহযাত্রীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে এনআরএস হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও আঘাত গুরুতর।

প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

কলকাতা, ৭ জুলাই : রবিবার বিকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বাইপাস এলাকায়। প্লাস্টিক কারখানায় ওই আগুন লাগে বলে দমকল সূত্রে খবর। আনন্দপুর থানার পশ্চিম চৌবাগায় ওই প্লাস্টিক কারখানায় হঠাৎই আগুন ধরে যায়। কারখানায় প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ থাকায় তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বহু দূর থেকে তা দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলকেন্দ্রে। খবর পেয়ে দমকলের আটটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে আসে। কিন্তু সমস্যা হয় কারখানার ভিতরে দাহ্য পদার্থ থাকায়। তার ওপর রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় কারখানার গেট বন্ধ থাকে। ফলে ভিতরে ঢুকে আগুন নেভাতে হিমসিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। ঘণ্টা কয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সোমবার, ২৩ আষাঢ় ১৪৩১, ৮ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৫১ সংখ্যা

বাহিনীর বিড়ম্বনা

বোলপুর পুরসভার হকার উচ্ছেদ অভিযানে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার ছবি টিভি-সংবাদপত্রে দেখেছে গোটা রাজ্য। ফুটপাথ, সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পালনে বাহিনীর জওয়ানদের এই তৎপরতা নিয়ে চলছে বিতর্ক, শোরগোল। বিরোধীদের অভিযোগ, মূলত যে কাজের জন্য বাংলায় হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হল, সেই কাজে তাদের যথাযথ ব্যবহার না করে এখন নামানো হচ্ছে হকার উচ্ছেদ অভিযানে।

লোকসভা ভোটের বহু আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধীনে নির্বাচনের দাবিতে সরব ছিল বঙ্গ বিজেপি। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে রাজ্যে ৯৯০ কোম্পানি বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আহ্লাদে আটখানা হন রাজ্য বিজেপির কর্মকর্তারা। যেন ভোটের আগেই তাঁরা বাজিমাত করে দিয়েছেন। সাত দফা ভোটের মধ্যে প্রথম তিনটিতে বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়সড়ো অভিযোগ কিছু ওঠেনি। হইচই শুরু চতুর্থ দফা থেকে।

অভিযোগ ওঠে বিক্ষিপ্ত অশান্তি, ইভিএমে কারচুপি, ছাপ্পা ভোটের। একই চিত্র পরের তিন দফায়। বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার, অমৃতা রায়, হিরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হন। এজন্য সিবিআই তদন্তেরও দাবি ওঠে পদ্ম শিবির থেকে। যে বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য এত লাফালাফি করেছিল ভোটের আগে, সেই দলের একাংশই বাহিনীর ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে।

নির্বাচন চুকলেও ভোট-পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখে বাংলায় ২৬ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী রেখে দেওয়া হল। অথচ কলকাতায়, জেলায় জেলায় শাসকদলের দাদাগিরির কমতি নেই কোথাও। ভোট-পরবর্তী হিংসায় রাজ্যে অন্তত ১১ জনের মৃত্যুর অভিযোগ জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও হয়। তাহলে ভোটের পর দীর্ঘদিন বাহিনী রেখে লাভ কী হল?

বরং ভোট চলাকালীন বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে। এজন্য খবরে এসেছে ঘাটাল, উলুবেড়িয়া, জাঙ্গিপাড়া, শ্রীরামপুর, কলকাতা, আলিপুরদুয়ার। অভিযুক্ত সব জওয়ানকে পাকড়াও করা হয়েছে। কিন্তু শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁরাই যদি মত্ত অবস্থায় কোনও বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে?

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার কারণে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে বেশ কিছু স্কুল। যেখানে বাহিনীর জওয়ানদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাঁরা এখনও থেকে যাওয়ায় সেখানে পড়ুয়াদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। প্রায় আড়াই মাস পঠনপাঠন পুরোপুরি বন্ধ ছিল স্কুলে। এতদিন পর খুললেও বহু স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মাথায় হাত। মে মাসের বিদ্যুতের বিল দেখে আঁতকে উঠছেন তাঁরা। কোনও স্কুলে বিল এসেছে ৩৫,০০০, কোথাও বিল এসেছে ৪০,০০০, আবার কোথাও বিল ছাড়িয়েছে ৫০,০০০ টাকা।

বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এই সময়ে যত টাকার বিল আসে, তার চার-পাঁচ গুণ বেশি টাকার বিল এসেছে জওয়ানরা ক্লাসরুমের আলো, ফ্যান সারাক্ষণ জ্বেলে রাখায়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্কুলকে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন এজন্য। রাজ্যের তরফে পদক্ষেপ করার আশ্বাসও দিয়েছেন। লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা জরুরি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন যদি রাজ্যের কথায় চলে, তাহলে ৯৯০ কেন, দশ হাজার কোম্পানি বাহিনী এলেও পরিস্থিতি বদলাবে না। স্কুলগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে জওয়ানদের রাখাও বড় সমস্যা। বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করা জরুরি। গণতন্ত্রের উৎসব বলে আমরা যতই জয়ধ্বনি দিই না কেন, মাসের পর মাস স্কুলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা বন্ধ রেখে আর যা-ই হোক, কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

অমৃতধারা

ঈশ্বর এমন একটা পর্দা যিনি প্রতি মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু নিজেকে দেখতে দেন না। সেটাকে দেখতে গেলে রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে অফ করতে শিখতে হবে। আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

দার্জিলিংয়ের মানসিকতার বদল যন্ত্রণার

স্কুল জীবনে দার্জিলিংয়ে কাটানো কেউ সেখানে ধাক্কা খান প্রতিপদে। ম্যালে অজস্র দোকান। পালটাচ্ছে শৈলশহর।

সৌমিত্র রায়

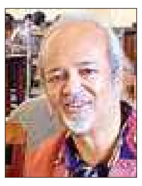

আমার ভালোবাসার সেই দার্জিলিংটা আজ আর নেই, কোথায় হারিয়ে গেল মিষ্টি হাসিগুলো সেই, আজ আর নেই। এমনই মনে হল ক'দিন আগে আমার শৈশবের দার্জিলিং থেকে নামার পথে।

এই মন খারাপের কারণটা ঠিক বোঝাতে পারব কি না জানি না। কিন্তু সেই দার্জিলিং, যেখানে আমার জীবনের আট বছর কেটেছিল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল, আর আজকের দার্জিলিঙের অনেকটাই তফাত। হ্যাঁ, বলতে পারেন ৪৬-৪৭ বছরের পার্থক্যে গোটা পৃথিবী বদলে গিয়েছে নিয়ম আর সময়ের পেন্ডুলামে দুলে দুলে। কিন্তু যেটা আমাকে ভাবাল সেটা হল, ওখানকার মানসিকতার পরিবর্তন।

বর্ষার দিনে দার্জিলিং পৌঁছাতে মাত্র আড়াই ঘণ্টা লাগল। সুকনা ফরেস্ট পেরিয়ে পাহাড়ের রোহিণী রোড ধরে কার্সিয়াং এক ঘণ্টায়, আর ৮ মাইল, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরোতে আরও দেড় ঘণ্টা। যদিও গাড়ির জ্যাম কোথাও পেলাম না, আমি কিন্তু বাতাসিয়া লুপের সেই মুক্ত, নিঃশব্দ পরিচয়টা পেলাম না। লুপের চারদিকে দোকান আর হকাররা ঘিরে থাকায় ওই প্রথম দার্জিলিংয়ের দৃশ্যটা উধাও।

পর্যটকদের ভিড় বর্ষার সময় এমনিতেই কমে যায়, কিন্তু শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনার দিকে যেতে খেয়াল করছিলাম, দু'দিকেই দোকান আর বাড়িগুলো প্রায় গায়ে গায়ে। ভাগ্যিস টয়ট্রেনের লাইনটার উপর কেউ বসেনি এখনও।

এলিস ভিলা হোটেলের ঘরে জিনিসপত্তর রেখেই মন চাইল, দু'মিনিটের পথ চড়ে সেই প্রিয় চৌরাস্তায় যাই। কিন্তু ওইটুকু পথ তো পুরোটাই হকারদের দখলে। আর শুরু থেকে শেষপর্যন্ত প্লাস্টিকে ঘেরা। হাঁটার জায়গাটা মাত্র ৩-৪ ফুট চওড়া আর প্রতি মুহূর্তে কারও না কারও সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া।

এত মানুষ এই বর্ষার সময় দার্জিলিংয়ে কী করছে? তাঁরা প্রায় সবাই অবাঙালি। জামাকাপড়, সোয়েটার, বিভিন্ন রকমের ছাতা, স্কার্ফ, টুপি, ফুচকা, মুড়ি, গরম ভুট্টা বড় বড় ফ্লাস্কে চা- সব পাওয়া যাচ্ছে। খদ্দেররা এতদূর থেকে এসে এইসব কিনছেন কেন? প্রচুর দরদাম করেই কিনছেন। নিজেদের শহরে পাওয়া যায় না? এখানে এসে ভিড় করতে হবে? কী বিরক্তিকর ব্যাপার বলুন তো?

হালকা বৃষ্টির কারণে ম্যাল বা চৌরাস্তা এলাকাটা একটু ফাঁকা পেলাম। যাক, বৃষ্টির জয় হোক ভেবে ওই বিখ্যাত গ্লেনারিজ-এর দিকে গেলাম। নেহরু রোড দিয়ে চকবাজারে দু'পা এগিয়েই আমার বাঁদিকে দেখলাম লাইন করে তন্দুরি চিকেন পকোড়া আর নানারকম খাবার পাওয়া যাচ্ছে। গরম মোমোগুলো বেশ লোভনীয় কিন্তু এই এলাকায় ভিড় করে বিক্রি হবে কেন? এটা কি কলকাতার এক্সাইডের মোড়?

সামনে তাকিয়ে দেখি সেই সাংগ্রিলা রেস্টুরেন্টটাও নেই। তার মালিক নাকি বার লাইসেন্স আর হোটেলটা বেচে দিয়ে চলে গিয়েছেন অন্য কোথাও। নামমাত্র একটা ছোট সাইনবোর্ড আর একটা অল্প সিটের বার-কাম রেস্টুরেন্ট রয়ে গিয়েছে! তার ঠিক উলটোদিকে একটা কিউরিও স্টোরের মালিক আমার সমবয়সি এবং পুরোনো বন্ধু। সে আমাকে অনেক দিন পর দেখে জড়িয়ে ধরে নেপালি ভাষাতেই জিজ্ঞেস করল, 'হে দাজু, কসতো ছ?' যখন তাকে বললাম যে আমি এই বর্ষার সময়ে ভিড় দেখে অবাক, সে বলল, এখন আর 'ট্যুরিস্ট সিজন' বলে কিছু নেই। সারাবছর পর্যটকরা দার্জিলিংয়ে যায় আর তাতে ওখানকার মানুষের উপকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। লাভ হয়। নতুন প্রজন্ম দেশ-বিদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোয় পড়াশোনা আর চাকরি করতে যায়। ভালো কথা, সেটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সব রাস্তাগুলোর পরিবেশ বাণিজ্যের জন্য বদলে যাবে?

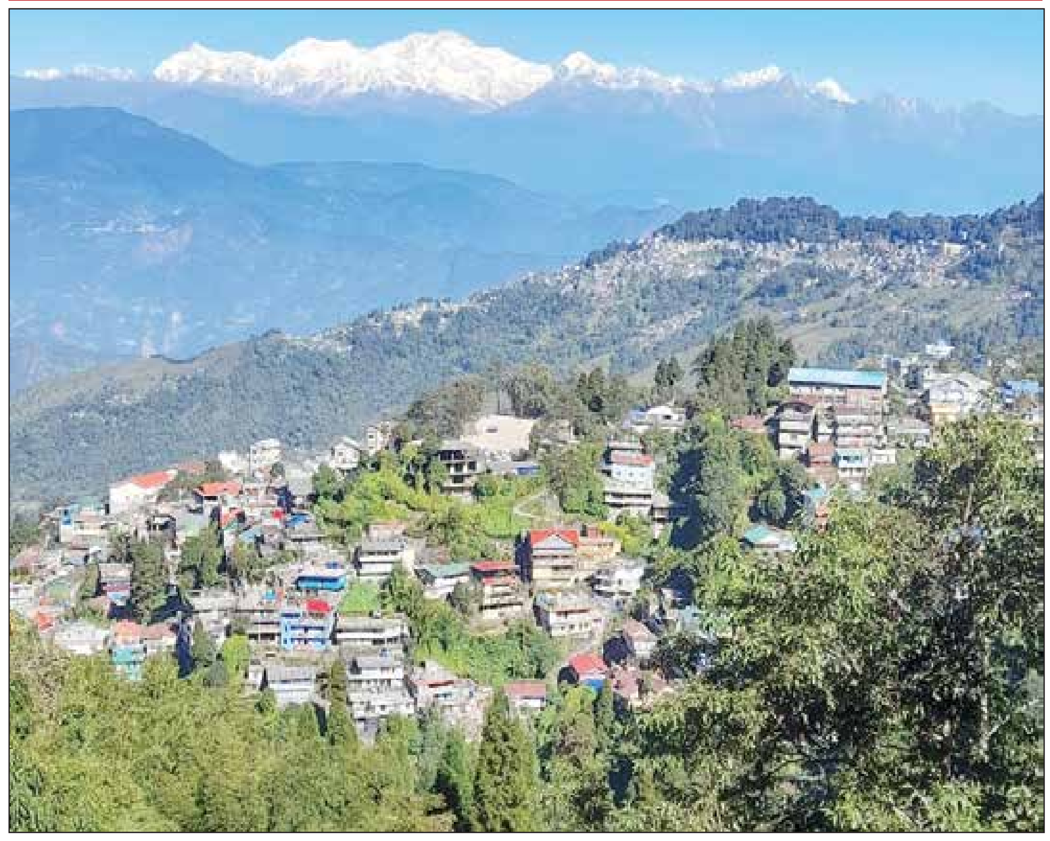

গ্লেনারিজের ভেতরটাও পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। প্রবেশ করার পর অন্তত ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হল শো-কেসের মধ্যে লোভনীয় পেস্ট্রিগুলোর দর্শন পেতে! কয়েকটা প্যাটিস আর কেক প্যাকেজ করানোর পর লাইনে দাঁড়িয়ে অনলাইন পেমেন্ট করলাম। এত মানুষের ভিড়ে গ্লেনারিজের সেই আসল সুগন্ধটা হারিয়ে গিয়েছে। আর পেলাম না আগের মতো পুরোনো ওয়েস্টার্ন গানের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। কিছু একটা বাজছিল। কিন্তু সেটা হয়তো উপরের তলায় রেস্টুরেন্টে। বেরোবার সময় কাউন্টারে বলে এলাম যে, দু'দিন পর আমি এক কিলো চকোলেট নেব। মহিলা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'ওয়ান কেজি?' আমি এক গাল হেসে বললাম 'ইয়েস, আই অ্যাম এন ওল্ড কাস্টমার অফ গ্লেনস'!

যখন তাকে বললাম যে আমি এই বর্ষার সময়ে ভিড় দেখে অবাক, সে বলল, এখন আর 'ট্যুরিস্ট সিজন' বলে কিছু নেই। সারাবছর পর্যটকরা দার্জিলিংয়ে যায় আর তাতে ওখানকার মানুষের উপকার হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। লাভ হয়। নতুন প্রজন্ম দেশ-বিদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোয় পড়াশোনা আর চাকরি করতে যায়।

পরের দিন বিকেল হতেই হালকা বৃষ্টিটা ভারী বৃষ্টিতে পরিণত হল। ঠিক যেমন আশা করেছিলাম। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গভর্নর্স হাউসের দিকে। রাস্তার ঢালে গড়ানো বৃষ্টির জল আমার স্নিকার্সটার ভিতরে ঢুকে আমাকে মনে করিয়ে দিল নানা কথা। এই রাস্তা দিয়েই আমি স্কুল জীবনের প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে নীরবে হেঁটেছিলাম ম্যাল পর্যন্ত এক ছাতার তলায়। তার সঙ্গে ভাব হয়েছিল আমাদের দুই স্কুলের সোশ্যালে। এখন ভাবলে মনে হয় পুরোটাই যেন স্বপ্ন ছিল। আজও বৃষ্টি আছে, ছাতা আছে, ভেজা জুতো আছে, ম্যালে সেই বেঞ্চটা আছে, নেই শুধু সে। কোথায় আছে, কেমন আছে, জানা নেই।

ম্যাল পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগোলাম, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার অবাক হলাম দেখে যে, এই আড়ালের রাস্তাটাও প্রচুর হকাররা দখল করে নিয়েছে। বুঝলাম, বৃষ্টির কারণে খদ্দেরদের ভিড় তখন কম। কিন্তু শুনলাম, এই শান্ত পরিবেশের রাস্তাতেও নাকি পা ফেলার জায়গা থাকে না ট্যুরিস্ট সিজনে!

আগে ম্যাল পেরিয়ে কয়েকটা ঘোড়ার স্টল ছিল। আর চার্লস ব্রনসন বা ক্লিন্ট ইস্টউডদের মতো টুপি পরে সেই ঘোড়ার মালিকগুলো চওড়া বেল্ট পরে পায়চারি করত। ওই ঘোড়াগুলো আবার মাঝেমাঝেই থেমে যেত ম্যাল রোডের রেলিংয়ের ধারে ঘাস চিবোবে বলে। আমরা জানতাম, পায়ের দুটো গোড়ালিতে হালকা গুঁতো দিলেই তারা আবার পথে ফিরে যেত। আর একটু জোরে 'ছু' বললেই সেই ঘোড়া দৌড়োত। ঘোড়া দৌড়োলে স্যাডলে বসে আপ-ডাউন করার টেকনিক জানলে ঝাঁকুনি আর কোমরে ব্যথা কম হত। যে ট্যুরিস্টরা পারত না, তাদের অবস্থা দেখে আমরা ছাত্ররা হাসতাম আর ভাবতাম 'বেশ হয়েছে! বাঁদর টুপি পরে ঘোড়া চড়লে এরকমই হবে!'

এবার দেখলাম ঘোড়ার 'স্টেবল' টাই নেই। সব দোকান হয়ে গিয়েছে আর পর্যটকরা চিপস, কোল্ড ড্রিংক্স, মোমো ইত্যাদি খেতে ব্যস্ত। দু'-একটা ঘোড়া ম্যালের মাঝেই বাচ্চাদের বসিয়ে আহ্লাদি বাবা-মায়েদের সেলফি তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে। পুরোনো সিনেমার দিন শেষ!

দার্জিলিংয়ে বাণিজ্য হচ্ছে, ব্যবসা বেড়েছে ভালো কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, পর্যটকদের ভিড়ে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে চলাফেরা করা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। 'কংক্রিট হ্যাজ রিপ্লেসড গ্রিনারি' বলে দুঃখ করল আমার এক কাশ্মীরি বন্ধু, যার দোকানে ঢুকলে এখনও সেই পুরোনো দার্জিলিংয়ের গন্ধটা পাওয়া যায়। আবার আমার আরেক স্থানীয় স্কুলের বন্ধু বলল, 'বাট দার্জ ইজ দার্জ। উই উইল অলওয়েজ লাভ ইট'!

সত্যিই তো, আমরা বারবার ফিরে যাব দার্জিলিংয়ে। যতই ভিড় হোক। তাই না?

(লেখক গায়ক। দার্জিলিংয়ে স্কুল জীবন কাটিয়েছেন আট বছর)

আজ

১৯১৪

১৯১৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৭২

প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৭২ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

থমাস কাপ জেতা মানে ব্যাডমিন্টনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। বিশ্বকাপ ক্রিকেটারদের মহারাষ্ট্র সরকার ১১ কোটি দিয়েছে। আমাদের ভাগ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েও একটা সংবর্ধনা জোটেনি। এই বৈষম্য কেন? সব খেলাকে সমান চোখে দেখা উচিত।

- চিরাগ শেট্টি

ভাইরাল/১

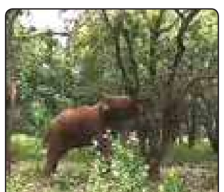

বল-বুদ্ধির ককটেল। ঝাড়গ্রামের আমবাগানে ঢুকেছিল হাতিটি। গাছে আম দেখে খাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু নাগাল পায় না। একটি আমগাছকে শুঁড় দিয়ে ঝাঁকাতে থাকে সে। টপাটপ আম মাটিতে পড়ে। শুঁড় দিয়ে সেগুলি গপাগপ খেয়ে ফেলে হাতিটি। গজপতির আম পাড়ার ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

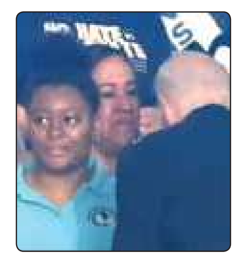

উইসকনসিনে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা বাইডেনের নামের প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে। প্রেসিডেন্ট কাছে আসতেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যান। কিন্তু বাইডেন তাঁর সঙ্গে কথা না বলে পাশের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কথা বলেন। কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার চোখমুখে তখন বিষাদ।

জনমন

জনমত

মোদির শব্দবন্ধ ব্যবহার

লোকসভা অধিবেশনে রাহুল গান্ধির বক্তৃতা শুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বালক বুদ্ধি' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। নবীনের প্রতি প্রবীণের সস্নেহ প্রশ্রয় নয়, তীব্র অবজ্ঞাই ছুড়ে দিয়েছেন এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে। সংসদে দাঁড়িয়ে তো পাপ্পু শব্দ ব্যবহার করা যায় না, তাই প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ওজনদার শব্দ ব্যবহার করে রাহুলকে কার্যত পাপ্পু-২ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। রাহুল অবশ্য স্মিতমুখে মোদির এই জবাবি ভাষণ শুনছিলেন।

বিরোধী দলনেতার আক্রমণকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে জয়ধ্বনি দেবেন এমনতর আশা কেউ করেন না। তবে প্রধানমন্ত্রীর যেসব কথা বালখিল্য বলে মনে হয়েছে তা নিয়ে তাঁরা এত হইচই না করলেও পারতেন। বালখিল্য বক্তব্য কি এত বেছে বেছে সংসদের রেকর্ড থেকে মুছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

মুখে যতই বালক বুদ্ধি বলুক না কেন, 'বালক' রাহুল এবং তাঁর সঙ্গে গোটা বিরোধী শিবির কিন্তু মোদি-শা'কে খুব স্বস্তিতে রাখেনি। মোদি যতই কিছুই হয়নি ভাব করছেন অস্বস্তিটা তত বেশি করে ধরা পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী শিবিরের শক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এক নতুন কৌশল নিয়েছেন। এই কৌশল বিরোধীদের অপাঙক্তেয় করার নীতি। বালক বুদ্ধি তারই প্রথম ধাপ।

নীলাচল রায় মৈত্র।
নির্মলনগর কলোনি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

জনসংখ্যা হোক মানবসম্পদ

১৯৮৭ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে গেলে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালনা পরিষদ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস চালু করে।

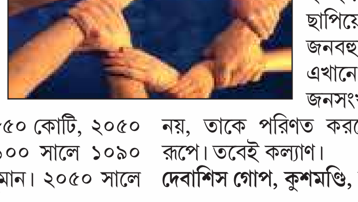

২০২১ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে জনসংখ্যা ছিল ৭৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ, যা ২০৩০ সালে ৮৫০ কোটি, ২০৫০ সালে ৯৭০ কোটি এবং ২১০০ সালে ১০৯০ কোটিতে পৌঁছাবে বলে অনুমান। ২০৫০ সালে যে জনসংখ্যা বাড়বে তার অর্ধেক ৯টি দেশে দেখা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ভারত, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত ২০২৭ সাল নাগাদ চিনকে ছাপিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এখানে বলে রাখা ভালো, জনসংখ্যা কখনও অভিশাপ নয়, তাকে পরিণত করতে হবে মানবসম্পদ রূপে। তবেই কল্যাণ।

দেবাশিস গোপ, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ডাইনি : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নিগ্রহ

আজও ডাইনি সন্দেহে মারধর চলছে উত্তরবঙ্গে। স্বঘোষিত ওঝা, তান্ত্রিক, মোড়লরা ব্যক্তিগত হিংসে থেকে এসব করে।

ভূপেশ রায়

মাত্র কয়েকদিন আগে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে বাচামুনি টুডু নামে এক আদিবাসী মহিলাকে তাঁর প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন নৃশংসভাবে মারধর করে। সেই মহিলার মৃত্যু হয়। ফুলবাড়িতেও কিছুদিন আগে ডাইনি সন্দেহে একজন মহিলাকে পেটানো হয়। গৌড়বঙ্গেও এটা হয়। বিগত কয়েক মাস ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকাতে ডাইনি হত্যার ঘটনা যেভাবে ঘটছে, তা বেশ উদ্বেগজনক। প্রতিদিন দেশের কোনও না কোনও প্রান্তে এই ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এই সমস্ত ঘটনাগুলোকে সামান্য ঘটনা বলে এড়িয়ে গেলে তার ফল ভীষণ মারাত্মক। আজ যে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির শিখরে পৌঁছে চাঁদকে স্পর্শ করেছে, সেই দেশেই ডাইনি সন্দেহে খুনের মতো মারাত্মক কুসংস্কার আজও চলছে। এটা সত্যিই ভাবার বিষয়। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, এক মহিলাকে অশুভ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রামের যাবতীয় অমঙ্গলের জন্য তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তাঁর প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে হত্যা করে। এক্ষেত্রে গ্রামের স্বঘোষিত তান্ত্রিক, ওঝা অথবা মোড়ল বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় গ্রামের সালিশি সভাতেও ডাইনি অপবাদ দিয়ে মারধর করা হয়।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৬ সালে দেশে ২৫০০ জনের বেশি মহিলাকে এবং ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সারা দেশে প্রায় ৬৬৩ জন মহিলাকে ডাইনি অপবাদে হত্যার ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। তবে

বাস্তবে সেই সংখ্যাটা অনেক বেশি, কারণ সব ঘটনা পুলিশের নজরে আসে না। তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের মোট ৬৫ শতাংশ ডাইনি হত্যার ঘটনা ঘটে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং বিহারে। নারী নিগ্রহের অন্যতম একটি নৃশংস হাতিয়ার হল এই ডাইনি অপবাদ। মূলত অনুন্নত আদিবাসী এলাকাগুলিতে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে বা কুপিয়ে মারার ঘটনা বেশি ঘটে। তবে এই কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তির কি কোনও উপায় নেই?

এই সমস্ত ডাইনি অপবাদমূলক হত্যার ঘটনাগুলোর যে সবসময়ই কুসংস্কার জড়িত তা নয়। ব্যক্তিগত শত্রুতা, সম্পত্তির লোভ, লিঙ্গ বৈষম্য, গ্রামের মোড়ল বা ওঝার কুপ্রস্তাব প্রভৃতি ডাইনি হত্যার অন্যতম মূল কারণ। যে সমস্ত মহিলাদের ডাইনি বলে চিহ্নিত করা হয়, তাঁদের বেশিরভাগই স্বামীহারা। ডাইনি অপবাদে দণ্ডিত মহিলাদের সামান্য হলেও জমিজমা থাকে। তাকে ডাইনি অপবাদে হত্যার পর তার সেই জমি দখল করা হয়। গ্রামের কোনও তান্ত্রিকের কুপ্রস্তাব অস্বীকার করায় সেই তান্ত্রিক গ্রামের মানুষদের ভুল বুঝিয়ে প্রতিশোধ হিসেবে কোনও মহিলার ওপর ডাইনি অপবাদ চাপিয়ে দেয়। যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী নিগ্রহের অন্যতম নিকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশের অনেক আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে যেখানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আলো এখনও পৌঁছায়নি। এরা এখনও চিকিৎসার জন্য প্রথমে ওঝা-তান্ত্রিক এসবের কাছে ছুটে যায়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ডুবে থাকা এই মানুষদের ভুল বুঝিয়ে 'ডাইনি' নামক অন্ধবিশ্বাস তাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেওয়া হয়। দারিদ্র্য, অপুষ্টিতে ডুবে থাকা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে এমনিতেই রোগব্যাধির হার অনেকটাই বেশি। আশপাশের কেউ মারা গেলেই স্থানীয় ওঝা ও তান্ত্রিকরা ডাইনির দোষ বলে এক মহিলাকে দেখিয়ে দেন।

এই কুসংস্কারের হাত থেকে রেহাই পেতে সবার প্রথমে দরকার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রান্তিক অঞ্চলগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নতি। পাশাপাশি ওঝা-তান্ত্রিক দমনও জরুরি। এর দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৮০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ছন্দোবদ্ধ সৃজনশীল রচনা ৪। খোলা পালকি ৫। বুদ্ধি, জ্ঞান, ইচ্ছা ৭। তিব্বতীয় গোরুজাতীয় প্রাণীবিশেষ ৮। মৌমাছি, ভ্রমর ৯। নীচের অংশ, তল ১১। স্তব, স্তুতি, উপাসনা ১৩। বাক্‌পটু, ভাষণদানকারী ১৪। দিন, সারাদিন ১৫। দেশি মুরগির আকৃতির ধূসর রংয়ের পাখিবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। কখনও, কোনও সময়ে ২। মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ ৩। ছানা ও ক্ষীরের তৈরি অল্প রসের মিঠাইবিশেষ ৬। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৯। ডেকে পাঠানো ১০। শরৎকালের চাঁদ ১১। বাস করার উপযুক্ত স্থান, লোকালয় ১২। প্রতিকারের কোনও পথ নেই এমন।

সমাধান ■ ৩৮৭৯

পাশাপাশি : ১। ইমারত ৩। দাগনি ৫। কানমাগুর ৭। তকলি ৯। মাকনা ১১। বারফট্টাই ১৪। কটক ১৫। মহর্লোক।

উপর-নীচ : ১। ইয়াকুত ২। তনিকা ৩। দামামা ৪। নিঠুর ৬। গুবাক ৮। কড়ার ১০। নাবালক ১১। বার্নিক ১২। ফটক ১৩। ইমাম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরীতে ফিরল হাথরস আতঙ্ক, মৃত ১

পুরী, ৭ জুলাই : হাথরসের সৎসঙ্গে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর শোক এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তারই মধ্যে বরাতজোরে প্রায় একই ধরনের ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল জগন্নাথ ধাম পুরী। তবে, একটি মৃত্যু আটকানো গেল না। দম বন্ধ হয়েই মারা যান পুণ্যার্থী।

রবিবার রথযাত্রা ঘিরে পুরীতে ব্যাপক পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছিল। গ্র্যান্ড রোডে বড় দণ্ডায় ভিড় থিকথিক করছিল। আচমকা ভিড়ের ঠেলায় পদপিষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে। ভাগ্যক্রমে মৃতের সংখ্যা বাড়েনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভগবান বলভদ্রের রথ টানার সময় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। জরুরি পরিষেবাদানকারী সংস্থাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন বিকাল ৫টি ২০ মিনিট নাগাদ পুরীর শংকরাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী এবং পুরীর মহারাজার হাত ধরে রথের রশি টানা শুরু হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এদিন পুরীতে হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি তিনটি রথের পরিক্রমা করেন এবং জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার মূর্তির সামনে মাথানত হয়ে প্রণাম করেন। প্রতিবছর রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান পুরীতে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাবরই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে পুরী এবং ওড়িশার পুলিশ-প্রশাসন।

হাথরসের ঘটনায় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের গাফিলতির দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। সেই কারণে পুরীর রথযাত্রা ঘিরে এবার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল পুলিশ ও প্রশাসন। তাতেও একটি মৃত্যু এড়ানো গেল না।

বাংলাদেশে রথযাত্রায় মৃত ৫

ঢাকা, ৭ জুলাই : রবিবার রথযাত্রায় মেতেছিল বাংলাদেশ। রথযাত্রার আনন্দ কিছুক্ষণের মধ্যে বিষাদে পরিণত হয়। বগুড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন পাঁচজন। মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা ও দু'জন পুরুষ। আহত হয়েছেন অনেকে। ৩৪ জনের চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বগুড়ার সেউজবাড়ি ইসকন মন্দির থেকে রথ বেরিয়েছিল। আমতলা মোড়ে পৌঁছোলে রথের গম্বুজটি রাস্তার ওপর পড়ে থাকা হাইভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন বগুড়া সদরের অতসী রানি (৪০), শাহজাহানপুরের রঞ্জিত মহন্ত (৪০), আদমদিঘির নরেশ মহন্ত (৫০)।

আপাতত বন্ধ চারধাম যাত্রা

দেরাদুন, ৭ জুলাই : অমরনাথ যাত্রার মতো এবার সাময়িকভাবে বন্ধ হল চারধাম যাত্রাও। ভারী বৃষ্টির জন্য দুর্যোগ চলছে উত্তরাখণ্ডে। নামতে পারে ধস। সেই আশঙ্কায় আপাতত স্থগিত করা হয়েছে চারধাম যাত্রা। মৌসম ভবন জানিয়েছে, সোমবারও ব্যাপক বৃষ্টি হবে উত্তরাখণ্ডে। রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি, কুমায়ুন, পাউরিতে লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। কমলা সতর্কতা রয়েছে হরিদ্বার, তেহরি, দেরাদুন জেলায়। রাজ্যের সব নদীতে বাড়ছে জলস্তর। সবদিক মাথায় রেখে রাজ্য প্রশাসন চারধাম যাত্রা বন্ধ রেখেছে। ব্যাপক বৃষ্টির সঙ্গে ধসের কথা মাথায় রেখে ৫,৬০০ পুণ্যার্থীকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বালতাল ও পহেলগাঁওয়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। প্রশাসন জানিয়েছে, আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এগোতে দেওয়া হবে না।

মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : নতুন ফৌজদারি আইনে মামলা রুজু হল তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে কুরুচিকর শব্দ প্রয়োগ করায় তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৯ নম্বর ধারায় একটি এফআইআর রুজু করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। ১ জুলাই থেকে আইপিসির বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সহ মোট তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়েছে দেশে। ৭৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'কেউ যদি কোনও মহিলার শালীনতাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কোনও শব্দ প্রয়োগ করে, কিংবা আওয়াজ বা অঙ্গিভঙ্গি করে অথবা কিছু দেখায় তাহলে দোষীকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা করা হবে।' রেখা শর্মাকে নিশানা করে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ যে পায়জামা মন্তব্য করেছিলেন তাতে বিতর্ক দেখা দেয়। রেখা শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়। এর আগে মহুয়া দিল্লি পুলিশকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

শুভ রথযাত্রা...

রথযাত্রায় পুণ্যার্থীর ভূমিকায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার পুরীতে।

শিন্ডে সেনার নেতা-পুত্রের গাড়িতে পিষ্ট মহিলা

পোর্শে কাণ্ডের ছায়া মুম্বইতে

মুম্বই, ৭ জুলাই : পুনের পোর্শে কাণ্ডের জের এখনও কাটেনি। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল খোদ মুম্বইয়ে। রবিবার ওরলিতে একটি বিএমডব্লিউর ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে পালঘরের প্রভাবশালী শিবসেনা নেতা রাজেশ শা'র ছেলে মিহিরের। ঘটনার পর থেকে মিহিরের খোঁজ নেই। দলীয় নেতার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় প্রবল অস্বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ঘটনায় যে-ই যুক্ত থাকুক না কেন, নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে। আইনের সামনে সবাই সমান।'

বিরোধী দলগুলি অবশ্য পোর্শে কাণ্ডের মতো বিএমডব্লিউ কাণ্ডেও প্রভাবশালী যোগ নিয়ে সরব হয়েছে। এদিন দুর্ঘটনায় নিহত মহিলার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেন শিবসেনা-ইউবিটি নেতা আদিত্য ঠাকরে। উদ্ধব ঠাকরের ছেলে আদিত্য জানিয়েছেন, তিনি মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক রং যোগ করতে চান না। রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে হবে। আদিত্য বলেন, 'খুব হৃদয়বিদারক ঘটনা। আমি এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক রং যোগ করতে চাই না। আমরা অপরাধীর গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্তর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমাকে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে যে এটা হিট অ্যান্ড রান মামলা।'

এক্স পোস্টে শিবসেনা-ইউবিটি নেতা জানিয়েছেন, মুম্বইয়ে ট্রাফিক আইন ভাঙা ইদানীং সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আদিত্যের অভিযোগ, 'ভুল রাস্তায় গাড়ি চালানো, সিগন্যাল ভাঙা... মুম্বইয়ে সবকিছু বাড়ছে। এবার হিট অ্যান্ড রানের মতো ঘটনা শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

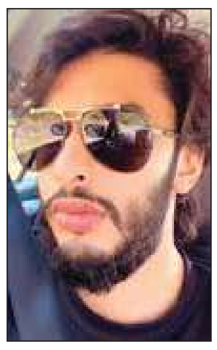

রবিবার ভোর সাড়ে ৫টায় মাছ কিনে স্কুটিতে করে বাজারে যাচ্ছিলেন মৎস্যবিক্রেতা কাবেরী এবং তাঁর স্বামী প্রদীক নাকভা। তাঁদের স্কুটিকে ধাক্কা মারে একটি বিএমডব্লিউ। ছিটকে বাইকের বনেটের ওপর পড়েন স্বামী-স্ত্রী। প্রদীক কোনওমতে গাড়ি থেকে নামতে পারলেও কাবেরী পারেননি। সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে চলতে থাকে গাড়িটি। কিছুদূর যাওয়ার পর বনেট থেকে গাড়ির সামনে পড়ে যান তিনি। বিএমডব্লিউর চাকায় পিষে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা কাবেরীকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। তখনই প্রকাশ্যে আসে গাড়ির মালিক শিবসেনা নেতা রাজেশ শা। দুর্ঘটনার সময় রাজেশের ছেলে মিহির ও চালক গাড়িতে ছিলেন। তবে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন মিহিরই।

আরও জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে জুহুর একটি বারে মদ্যপান করেন মিহির। তারপর চালককে বলেন লং ড্রাইভে যেতে। কিন্তু ওরলিতে পৌঁছোনোর পর মিহির নিজেই চালকের আসনে বসেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা। পুলিশের দাবি, দুর্ঘটনার প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছিল। গাড়ির কাচে লাগানো শিবসেনার স্টিকার ছিঁড়ে ফেলা হয়। বদলে ফেলা হয় নম্বর প্লেটও। শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গাড়িটি চিহ্নিত করে পুলিশ।

হাথরসে ন্যায় চেয়ে যোগীকে চিঠি রাহুলের

লখনউ, ৭ জুলাই : হাথরসে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় এবার ন্যায়বিচার চেয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার হাথরস এবং আলিগড়ে গিয়ে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বিরোধী দলনেতা ওই চিঠিতে লিখেছেন, 'মৃতদের পরিবারজনেরা আমাকে জানিয়েছেন, হাথরসে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হল স্থানীয় প্রশাসনের অবহেলা এবং অসংবেদনশীলতা। এক্ষেত্রে যথাযথ তদন্ত করা হলে আগামীদিনে এহেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হওয়া শুধু আটকাবেই না, ন্যায়ব্যবস্থার প্রতি পীড়িত পরিবারগুলির আস্থা পুনঃস্থাপিত হবে।'

দোষী ব্যক্তিদের কঠোর সাজা দেওয়াও ন্যায়ের দৃষ্টি থেকে আবশ্যক বলে জানিয়েছেন রাহুল। যোগীর সহযোগিতা চেয়ে তিনি লিখেছেন, 'হাথরসের ঘটনায় ১২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় আমি স্তব্ধ। এতে আপনিও যে আমার মতো যন্ত্রণা অনুভব করছেন সেটাও জানি।' যোগী সরকার অবশ্য হাথরস কাণ্ডে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তিন সদস্যের বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি হাথরসে পৌঁছেছে। যেখানে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে সেখানে গিয়ে সবকিছু ঘুরে দেখেন কমিটির সদস্যরা। কমিটির প্রধান তথা এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ব্রিজেশ কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, 'আমরা ওই মর্মান্তিক ঘটনা কীভাবে ঘটল তা খুঁটিয়ে দেখছি। ২ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে চাই আমরা। তদন্তের স্বার্থে যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করা হবে।'

তদন্ত শুরু ৩ সদস্যের কমিটির

এদিকে মূল অভিযুক্ত ভোলেবাবার আইনজীবী এপি সিং দাবি করেছেন, পরিকল্পনা করে হাথরসে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, '১৫-১৬ জনের একটি দল অনুষ্ঠানস্থলে বিষ স্প্রে করেছিল। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি পরিকল্পনা করে ঘটানো হয়েছে। এই চক্রান্তে ১৫-১৬ জন জড়িত ছিল। ঘটনাস্থলে কয়েকটি অজ্ঞাতপরিচয় গাড়িও দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বহু মহিলা নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। এসআইটি এবং হাথরসের এসপি গোটা ঘটনার তদন্ত করছেন।' প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্যোক্তারা ওই অনুষ্ঠানে ৮০ হাজার দর্শক আসবেন বলে জানিয়েছিলেন প্রশাসনের কাছে। কিন্তু আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষ ওইদিন ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। শনিবার ভোলেবাবা ওরফে সুরজ পাল সিং বলেন, 'আমি ২ জুলাইয়ের ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত।'

আজ চিন সফরে হাসিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৭ জুলাই : চারদিনের সফরে সোমবার বেজিং যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর এই সফরে দু'দেশের মধ্যে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে না। তবে ২০টির বেশি সমঝোতা সই হওয়ার কথা জানান বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। অপর দিকে তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে চিন ও ভারত উভয় দেশ প্রস্তাব দিলেও যৌথ নদী বিবেচনায় ভারতের প্রস্তাব প্রথমে বিবেচনা করা হবে। রবিবার শেখ হাসিনার চিন সফরকে সামনে রেখে বিদেশমন্ত্রকে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান বিদেশমন্ত্রী।

সুরাটে বহুতল বিপর্যয়ে মৃত ৭

সুরাট, ৭ জুলাই : পাঁচতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্য দমকল আধিকারিক বসন্ত পারিখ জানিয়েছেন, এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

দলের দপ্তরে কবর দেওয়া যাবে না, নির্দেশ আদালতের

সিবিআই তদন্ত চান মায়াবতী

চেন্নাই, ৭ জুলাই : বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) তামিলনাড়ু শাখার সভাপতি কে আর্মস্ট্রংয়ের নৃশংস খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হলেন মায়াবতী। শনিবার আর্মস্ট্রংকে চেন্নাইয়ের বাড়ির সামনে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ৬ দুষ্কৃতী। রবিবার ভাইপো তথা বিএসপি'র জাতীয় সমন্বয়কারী আকাশ আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে চেন্নাইয়ে নিহত নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন মায়াবতী। সেখানে বিএসপি সুপ্রিমো অভিযোগ করেন, তামিলনাড়ুর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। রাজ্য সরকারের উচিত মামলার তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া।

দলীয় নেতার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা মায়াবতীর। রবিবার চেন্নাইতে।

তিনি বলেন, 'আর্মস্ট্রংকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে তামিলনাড়ুতে আইনশৃঙ্খলার কোনও অস্তিত্ব নেই। মূল অভিযুক্তদের এখনও গ্রেপ্তার করা যায়নি।' মায়াবতীর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার এই হত্যার তদন্তকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তদন্তে গতি এলে এতক্ষণে অপরাধীরা জেলে থাকত। যদি রাজ্য সরকার ন্যায়বিচারে আগ্রহী না হয়, তাহলে তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে হস্তান্তর করা উচিত। আমরা সিবিআই তদন্ত দাবি করছি। রাজ্য যদি তা না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে তারাও এই খুনের সঙ্গে যুক্ত।'

আর্মস্ট্রংয়ের হত্যাকাণ্ডকে গোটা দলিত সম্প্রদায়ের ওপর হামলা বলে দাবি করেন মায়াবতী। বিএসপি নেত্রী বলেন, 'এটা একজন দলিতকে খুন করার ব্যাপার নয়। গোটা দলিত সম্প্রদায় হুমকির মুখে রয়েছে। অনেক দলিত নেতা প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন।' তবে কর্মী-সমর্থকদের আইন হাতে তুলে না নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন মায়াবতী। এদিকে আর্মস্ট্রংকে কোথায় কবর দেওয়া হবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল, চেন্নাইয়ে বিএসপি'র দপ্তরেই সভাপতির দেহ কবরস্থ করা হবে। কিন্তু সেই উদ্যোগে রাশ টেনেছে আদালত।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট জানিয়েছে, দলের দপ্তরে নেতার দেহ কবর দেওয়া যাবে না। পরিবর্তে দেহটিকে তিরুভাল্লুভার জেলার একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে কবর দেওয়া যেতে পারে। আর্মস্ট্রংয়ের শেষকৃত্যের সময় বিএসপি কর্মীরা যাতে সংযত থাকেন, সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

বিলেতের স্টার্মার সরকারে বঙ্গযোগ

তিন মন্ত্রকের দায়িত্বে লিসা নন্দী

লন্ডন, ৭ জুলাই : কলকাতার ছেলে দীপক নন্দীর কন্যা লিসা নন্দী ব্রিটেনের নতুন লেবার পার্টির সরকারে সচিব হলেন।

বাঙালি বাবা ও ইংরেজ মায়ের সন্তান লিসা নন্দী যোগ্যতার জোরে সরকারের তিনটি মন্ত্রকের দায়িত্বে এলেন। প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার তাঁকে সংস্কৃতি, সংবাদমাধ্যম ও ক্রীড়ামন্ত্রক দিয়েছেন। ১১ মহিলার মধ্যে ৪৪ বছর বয়সি লিসাকেই বেশি যোগ্য মনে করা হল।

তিন তিনটি মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত লিসা নন্দী বলেছেন, 'আমি আজ থেকেই নিজেকে নিঙড়ে দেব। রাগবি লিগ থেকে রয়্যাল অপেরা সব দিকেই আমার দৃষ্টি থাকবে। সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ঐতিহ্য আমাদের সম্পদ। নজর দেব সব দিকে।' লিসার জন্ম ১৯৭৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে। নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি নিয়ে পড়ার পর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। ২০০৬ থেকে '১০ পর্যন্ত কাউন্সিলার ছিলেন। প্রথম এমপি হন ২০১০ সালে।

লিসা নন্দী
বাবা দীপক নন্দী কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তেন। দীপক ব্রিটেনে শিক্ষাবিদ। লিসার ঠাকুরদা-ঠাকুমা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

লিসার বাবা সেন্ট জেভিয়ার্সের প্রাক্তনী। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া শেষ করে ৫০-এর দশকে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। সেখানে পড়ার সময় মার্গারেট গ্রেসিকে বিয়ে করেন। তার পর কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। মার্গারেটের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীপক লুই বায়ার্সকে বিয়ে করেন। লিসার মা হলেন লুই বায়ার্স। তিনি ইংরেজ।

শিক্ষাবিদ বাবার কন্যা লেবার পার্টির সম্মেলনে ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। লিসার বাবা জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক কাজ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন লিসার ঠাকুমা, ঠাকুরদা। লিসা সমগ্রতায় বিশ্বাসী। তাঁর অনায়াস কথা, 'আমাদের চোখ দিগন্তের ওপরে থাকবে। আমরা একসঙ্গে কাজ করে এদেশে পরিবর্তন আনব। বদল আনব গোটা বিশ্বের মানুষের জীবনে।'

বন্যায় বিপর্যস্ত অসম। বিড়ম্বনায় অসংখ্য প্রাণী। জলের মধ্যে হাতিকে শান্ত করতে ঘুমপাড়ানি বন্দুক নিয়ে পুলিশ।

৩ দিন পর মিলল ছেলের দেহ

গুয়াহাটি, ৭ জুলাই : অবশেষে মিলল অবিনাশের নিথর দেহ। ঘটনার তিনদিন পরে রবিবার সকালে জ্যোতিনগর থেকে চার কিলোমিটার দূরে গুয়াহাটির রাজগড়ে উদ্ধার হয়েছে আট বছরের ছেলেটির দেহ। বন্যায় বিপর্যস্ত অসম। বহু পরিবার স্বজনহারা। গৃহহারা। কিন্তু চোখের সামনে স্কুটি থেকে ড্রেনে সন্তানের ছিটকে পড়া ও বাবার তরফে তাকে টেনে তুলতে না পারার ব্যর্থতা সব ঘটনাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির সঙ্গে অঝোর ধারাবর্ষণ চলছে ব্যর্থ বাবার দু'চোখে। হাতে ছেলের চটি। কথা হারিয়ে ফেলেছেন মা।

বন্যাবিধ্বস্ত অসমের জ্যোতিনগরে রাক্ষুসে বৃষ্টির তোড়ে বৃহস্পতিবার স্কুটি থেকে রাস্তার নালায় পড়ে গিয়েছিল অবিনাশ। বাবা ছেলের হাত ধরার চেষ্টা করেও পারেননি। প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর দিনরাত এক করে নাওয়াখাওয়া ভুলে উদ্ধারকারীদের সঙ্গে বানভাসি শহরের সেই নর্দমায় তন্নতন্ন করে ছেলেকে খুঁজেছেন হীরালাল সরকার। ছেলেকে পাওয়া গেল কিন্তু জীবিত অবস্থায় নয়। বন্যা-বিধ্বস্ত অসমে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৮।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, মা, বাবা গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে ছেলের দেহ শনাক্ত করেছেন। ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য পরীক্ষা চলছে। এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, অবিনাশ ড্রেনে পড়েছিল পাহাড়ি এলাকা জ্যোতিনগরে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জ্যোতিনগরে উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করে হীরালালের বাড়িতে গিয়ে সন্তানহারা দম্পতিকে সান্ত্বনা দেন। রাতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় হীরালাল ও তাঁর স্ত্রীকে কঠোর সত্যের মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুত থাকতে বলেন।

অবিনাশের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এ ঘটনা বড় বেদনাদায়ক। শিশুর মা, বাবার প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ ও জেলাপ্রশাসনের উদ্ধারকারীদের।'

অসমের ৩৫টি জেলার মধ্যে ৩০টি বন্যা কবলিত। বিপর্যস্ত ২৮ লক্ষ মানুষ। জলের তলায় কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। উদ্ধার হয়েছে ৮২টি পশুর দেহ।

অস্ট্রিয়া সফর নিয়ে উচ্ছ্বসিত নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : দু'দিনের সফরে সোমবার রাশিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসন্ন সফরে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। মঙ্গলবার মস্কো থেকে অস্ট্রিয়া যাবে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। ৯ ও ১০ জুলাই অস্ট্রিয়া সফর করবেন মোদি। গত ৪১ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম অস্ট্রিয়া সফর। চলতি বছর ভারত-অস্ট্রিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি হচ্ছে। এই সময় মোদির অস্ট্রিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রবিবার অস্ট্রিয়া সফর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার কার্লনেহ্যামারকে ট্যাগ করে এক্স পোস্টে মোদি লিখেছেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যে অস্ট্রিয়া সফর সত্যিই সম্মানের ব্যাপার। আমাদের দুই দেশের বন্ধন জোরদার করা এবং সহযোগিতার নতুন পথ অন্বেষণ ব্যাপারে আলোচনার অপেক্ষায় রয়েছি।' মোদির আসন্ন সফরকে 'উল্লেখযোগ্য মাইলফলক' বলে জানিয়ে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীকে অস্ট্রিয়ায় স্বাগত জানানোর জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি।'

কাশ্মীরে নাশকতার মূলচক্রী লস্করের সাইফুল্লা

শ্রীনগর, ৭ জুলাই : একের পর এক সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে উত্তপ্ত জম্মু ও কাশ্মীর। গত ৪৮ ঘণ্টায় কুলগামে দুই সংঘর্ষে ৫ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ গিয়েছে ২ সেনা জওয়ানের। কুলগামের রাজৌরিতে এক সেনাক্যাম্পেও হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। লোকসভা ভোটের পর উপত্যকায় জঙ্গি সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে গতি এনেছে যৌথবাহিনী। এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে সন্ত্রাসবাদের শেকড়ের খোঁজ করছে কেন্দ্র ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সূত্রের খবর, উপত্যকায় জঙ্গিদের সাম্প্রতিক বাড়বাড়ন্তের পিছনে লস্কর-ই-তৈবার নেতা সাইফুল্লা সাজিদ জাটের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দাকর্তারা।

অতীতে লস্কর, জৈশ, হিজবুলের শীর্ষ কমান্ডাররা কাশ্মীরে থেকেই নাশকতার ছক কষত। কিন্তু গত কয়েকবছরে কৌশল বদলেছে তারা। বর্তমানে জঙ্গি সংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা পাক অধিকৃত কাশ্মীর বা ইসলামাবাদ থেকে অপারেশন চালায়। সাইফুল্লাও কাজ করছে ইসলামাবাদে লস্করের একটি বেসক্যাম্প থেকে। সেখান থেকেই সে উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের ছোট ছোট দলগুলির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। চোরাগোপ্তা হামলা চালানোর পরিকল্পনাও তারই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে মনে করা হচ্ছে। সাইফুল্লার মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে এনআইএ।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, পাক পঞ্জাবের কাসুর জেলার শাঙ্গামাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা সাইফুল্লা। তার স্ত্রী ভারতীয়। পিওকে-তে দীর্ঘদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সাইফুল্লার। লস্করের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, অর্থ এবং সদস্য সংগ্রহে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অমরনাথ যাত্রা শেষ হলেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট হতে পারে বলে ইঙ্গিত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। উপত্যকার বিজেপি নেতাদের ভোট প্রস্তুতি শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি দমন নিরাপত্তা বাহিনীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে।

উকুন ছড়িয়ে যাওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেলফির। ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশ কয়েকজন ডার্মাটোলজিস্ট জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে উকুনের সমস্যা নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি। সেই সব রোগীর সঙ্গে কথা বলে দেখা গিয়েছে তাঁদের বেশিরভাগই কম বয়সি তরুণী। তাঁদের অনেকেই সেলফি তোলায় ওস্তাদ।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা অনুযায়ী, যেসব মা স্মার্টফোনে আসক্ত, তাঁদের শিশুসন্তানের ভাষা ঠিকমতো বিকশিত হয় না। ফলে তাদের মধ্যে কথা কম বলার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। যাঁরা নতুন মা হয়েছেন তাঁদের ফোন ব্যবহারে লাগাম টানার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। এই গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ছানি অপারেশন যা জানা উচিত

আপনি কি দূরের বা কাছের জিনিস ঝাপসা দেখছেন? রাতের বেলায় চলাফেরা করতে বা গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে? সবকিছুই ধূসর বা ঘোলাটে দেখছেন কিংবা রং চিনতে অসুবিধা হচ্ছে? বারবার চশমার পাওয়ার বদলে যাচ্ছে? আলোতে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে? এগুলি সবই ছানির উপসর্গ হতে পারে। এই সব সমস্যা সহজে নিরাময় করা সম্ভব। ছানি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে লিখলেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইনস্টিটিউটের সিনিয়ার আই সার্জন

ডাঃ স্বরূপকুমার রায়

ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট কী

ছানি হচ্ছে অনেকটা সেই ক্যামেরার লেন্সের মতো, যাতে ধুলো ময়লা লেগে বা দাগ লেগে নিখুঁত ছবি তোলায় বিঘ্ন ঘটায়। তখন লেন্স পরিষ্কার করে বা বদলে ফেলে ক্যামেরাকে কার্যকরী করা হয়। ঠিক তেমনি ক্যাটার‍্যাক্ট বা ছানি হচ্ছে চোখের ক্রিস্টাল লেন্সের অস্বচ্ছতা। বাইরে থেকে আলোকরশ্মি এই স্বচ্ছ লেন্সটিকে ভেদ করে রেটিনায় পৌঁছায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে এবং অন্যান্য কারণে লেন্স স্বচ্ছতা হারিয়ে ক্রমশ সাদাভাব ধারণ করে। স্বচ্ছ থেকে লেন্সের এই সাদাভাবে পরিবর্তন হওয়াকেই আমরা ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলি।

কী কী কারণে হতে পারে

ধূমপান, তামাকের ব্যবহার, অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যালকোহল খাওয়া, ডায়াবিটিস, আঘাত, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া, বায়ু দূষণ, জিনগত প্রভাব ইত্যাদির ফলে ছানি হতে পারে।

চিকিৎসা

চশমার পাওয়ার বদলে ফেলে বা আইড্রপের ব্যবহার করে ছানির নিরাময় সম্ভব নয়। ছানি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ অপারেশন দ্বারা চোখের অভ্যন্তরের অরিজিনাল লেন্সটি বদলে তার জায়গায় আর্টিফিশিয়াল লেন্স (আইওএল) প্রতিস্থাপন করা।

বর্তমান যুগে উন্নত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ছানি অপারেশন সম্ভব এবং অপারেশনের পর ১ থেকে ২ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। হাসপাতালে ভর্তি থাকার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র ড্রপের মাধ্যমে চোখ অবশ করে অপারেশন সম্ভব। অপারেশনের পর ৫ থেকে ৭ দিনের মাথায় রোগী নিজের স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরতে পারেন।

সঠিক লেন্স বেছে নেওয়ার উপায়

ছানি অপারেশন একটি অত্যন্ত স্বতন্ত্র পদ্ধতি। প্রত্যেকটি মানুষের চোখের গঠন এবং পরিমাপ আলাদা। অপারেশনের আগে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করা হয় কার জন্য কোন ধরনের লেন্স উপযুক্ত।

ছানি অপারেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত ফোল্ডেবল লেন্স ব্যবহার করা হয়। এগুলি বিভিন্ন রকম উপাদান দিয়ে তৈরি। যেমন হাইড্রোফিলিক, হাইড্রোফোবিক ইত্যাদি। হাইড্রোফোবিক লেন্সগুলি চোখের জন্য ভালো। এদের মধ্যে কিছু লেন্সে ব্লু লাইট ফিল্টার, ইউভি ব্লকার রয়েছে। আবার কোনও লেন্সে ব্লকার থাকে না। ব্লকারযুক্ত লেন্সগুলির গুণগত মান ভালো, দামও বেশি। কিছু আছে অ্যাসপেরিক লেন্স, যেগুলি নাইট ভিশন ভালো রাখতে সাহায্য করে। আরেক ধরনের লেন্স রয়েছে যার নাম টরিক লেন্স। কোনও ব্যক্তির চোখে যদি সিলিন্ড্রিকাল পাওয়ার থাকে তখন ছানি অপসারণের পর ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স হিসেবে টরিক লেন্স প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলে দূরের দৃষ্টির জন্য অপারেশনের পর চশমার ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অপারেশনের পর শুধুমাত্র দূরের দৃষ্টিই নয়, কাছের দৃষ্টিও পরিষ্কার করা সম্ভব।

সেক্ষেত্রে অপারেশনের পর চশমা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে ট্রাইফোকাল / মাল্টিফোকাল লেন্স/ ইভিও লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যে কোনও লেন্স বসানোর আগে রোগীর চোখের বর্তমান অবস্থা ও তাঁর জীবনধারা দেখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাস্তব-অবাস্তব : অন্য চোখে

ভ্রান্ত ধারণা	সঠিক তথ্য
■ ছানি শুধুমাত্র একটি বার্ধক্যজনিত রোগ।	■ যে কোনও বয়সেই ছানি হতে পারে। অনেক সময় জন্মগত কারণে, অতিরিক্ত স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাওয়ার ফলে, ডায়াবিটিস বা চোখে কোনও আঘাত থেকে ছানি হতে পারে।
■ ওষুধ বা আইড্রপের ব্যবহারের দ্বারা, যোগব্যায়াম বা সুষম খাবারের দ্বারা ছানির চিকিৎসা সম্ভব।	■ ছানি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় অপারেশন
■ ছানি একদম পেকে গেলে তবেই অপারেশন সম্ভব নতুবা নয়।	■ ছানি অপারেশনের উপযুক্ত সময় যখন আপনি ঝাপসা দেখতে শুরু করছেন। ছানি খুব বেশি পেকে গেলে মেশিনের দ্বারা আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপারেশন করতে অসুবিধে হয়।
■ ছানি বারবার হতে পারে।	■ ছানি পুনরায় হওয়া সম্ভব নয়। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের পর যে লেন্স বসানো হয় সেটা ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। তবে লেজারের মাধ্যমে সহজেই সেই ঝাপসাভাব পরিষ্কার করে দেওয়া যায়।

অপারেশন কখন করা উচিত

বর্তমানে উন্নত এবং অত্যাধুনিক পদ্ধতি দ্বারা ছানি অপারেশন খুব সহজেই করা সম্ভব এবং অপারেশন পরবর্তী নিয়মাবলিও অনেক কম। আপনার চোখে ছানি পড়লে, তাতে আপনার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হলে, দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি অপারেশন করাতে পারবেন। ছানি খুব বেশি ম্যাচিওর হয়ে গেলে অপারেশনের ঝুঁকি থাকতে পারে। আজকাল বছরের যে কোনও সময়েই ছানি অপারেশন করা সম্ভব।

বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছানি অপারেশনের সফলতার হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এর ঝুঁকির মাত্রাও প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপারেশনের পর কর্নিয়া ফুলে যাওয়া বা চোখের প্রদাহ থাকতে পারে যা সাময়িক। নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

নীরব ঘাতক কোলেস্টেরল

বর্তমান আধুনিক জীবনে আমাদের ব্যস্ততা যত বাড়ছে, শারীরিক সমস্যাও যেন তত বাড়ছে। এখন প্রায় সবাই কোনও না কোনও রোগে আক্রান্ত। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস, হার্টের রোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল যেন আমাদের পিছু ছাড়তে নারাজ। উচ্চ কোলেস্টেরল তো নীরব ঘাতক নামে পরিচিত, কারণ এটি হৃদরোগ থেকে স্ট্রোক এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি (সিএসআই) প্রথমবার উচ্চ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের গাইডলাইন প্রকাশ করল।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধিকে এককথায় বলে ডিসলিপিডেমিয়া। ভারতে ডিসলিপিডেমিয়া রোগের প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে। কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ যেমন হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ চিহ্নিত করে ডিসলিপিডেমিয়া। সিএসআই-এর সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র রথের কথায়, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবিটিসের মতো ডিসলিপিডেমিয়া প্রায়ই উপসর্গহীন থাকায় একে নীরব ঘাতক বলা হয়।

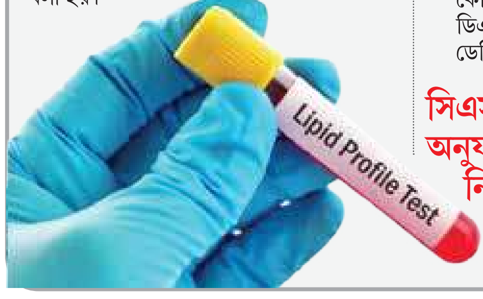

ডিসলিপিডেমিয়ার বৈশিষ্ট্য

- রক্তে মোট কোলেস্টেরল বেশি থাকা
- কম ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (এলডিএল) কোলেস্টেরল (খারাপ কোলেস্টেরল)-এর মাত্রা বৃদ্ধি
- উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড
- উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (এইচডিএল) কোলেস্টেরল (ভালো কোলেস্টেরল)-এর কম মাত্রা

লিপিড প্রোফাইল জানুন

- কোলেস্টেরলের মাত্রা জানতে লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করানো উচিত।
- রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে মোট কোলেস্টেরল অর্থাৎ লিপিড প্রোফাইল জানা যায়।
- এলডিএল, এইচডিএল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের একটি অংশ সহ মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ জানার জন্য এই রক্ত পরীক্ষা করা হয়।
- সিএসআই-এর গাইডলাইন অনুসারে কোলেস্টেরলের ন্যূনতম মাত্রা ১০০এমজি/ডিএল (মিলিগ্রামস অফ সুগার পার ডেসিলিটার)-এর কম হওয়া উচিত।

সিএসআই-এর গাইডলাইন অনুযায়ী কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়

- ঝুঁকি ও চিকিৎসা বুঝতে নন-ফাস্টিং লিপিড মেজারমেন্টের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- শর্করা ও কার্বোহাইড্রেট বেশি আছে এমন খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।
- স্ট্যাটিন এবং ওরাল নন-স্ট্যাটিন ড্রাগের সংমিশ্রণ এলডিএল এবং এইচডিএল কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে বলে জানিয়েছেন এইমসের কার্ডিওলজির অধ্যাপক ডাঃ এস রামাকৃষ্ণান। এছাড়া লিপিডের মাত্রা কমাতে ইনজেকশনযোগ্য ড্রাগের মধ্যে রয়েছে পিসিএসকে৯ (PCSK9) ইনহিবিটরস বা ইনক্লিসিরান।
- যাঁরা দু'বছরের মধ্যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বা পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজে বারবার আক্রান্ত হয়েছে তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি অত্যধিক বেশি।
- যাঁদের জেনেটিক ডিসলিপিডেমিয়া রয়েছে তাঁদের নন-এইচডিএল কোলেস্টেরলের দিকে খেয়াল রাখা উচিত।
- উচ্চ মাত্রার লিপোপ্রোটিন, যা ভারতের ২৫ শতাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে, নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। এটি ৫০ এমজি/ডিএল-এর কম হওয়া উচিত।
- যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড বেশি তাদের জীবনযাপন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবর্তন করা উচিত এবং এজন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- যাঁদের ডিসলিপিডেমিয়ার ঝুঁকি রয়েছে তাদের এলডিএল-কোলেস্টেরলের মাত্রা যেন ৭০ এমজি/ডিএল-এর কম থাকে।
- সবথেকে ভালো ১৮ বছর বয়সেই প্রথম লিপিড প্রোফাইলিং করিয়ে নেওয়া।

শুনতে হবে যত্ন নিয়ে

আজকাল তরুণ ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেই দেখবেন, তাঁদের কানে ইয়ারবাডস বা হেডফোন নামক একখানা যন্ত্র গোঁজা। ফোনে কথা বলা হোক কিংবা গান শোনা বা ভিডিও দেখা- সবেতেই সেই ডিভাইসটি তাঁদের নিত্যসঙ্গী, ফ্যাশনের অংশও বটে। কিন্তু ডিভাইসটির অতি ব্যবহারে যে কানের ক্ষতি হচ্ছে সেটা তাঁরা বুঝেও যেন বুঝতে চাইছে না।

এরই মধ্যে আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু)- র একটি রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে, অত্যধিক জোরে গান শোনা বা অতিরিক্ত ভলিউম দিয়ে ইয়ারবাডস ব্যবহার করার ফলে ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সি প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

হু'র শ্রবণ সংক্রান্ত ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২১ অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় চারজনের মধ্যে একজনের শ্রবণক্ষমতা কমবে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এই সংখ্যাটা উল্লেখোযোগ্যভাবে বাড়বে। ইয়ারবাডস এবং হেডফোনই যে শ্রবণক্ষমতা কমার অন্যতম কালপ্রিট সে ব্যাপারে তাঁরা প্রায় নিশ্চিত। সমীক্ষা বলছে, প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ ইয়ারবাডস বা হেডফোনের সাহায্যে ৮৫ ডেসিবেলের উপর ভলিউমে প্রতিনিয়ত গান শুনছেন, যা অন্তঃকর্ণের ক্ষতি করছে। এই ধরনের ডিভাইসের বেশিরভাগই ভলিউম আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করে না।

এই মারাত্মক শ্রবণশক্তির সমস্যা প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞরা ৬০/৬০ নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার ডিভাইসের সর্বোচ্চ ভলিউমের ৬০ শতাংশ বেশি ভলিউমে ৬০ মিনিটের বেশি সময় ধরে গান শোনা উচিত নয়।

ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সত্ত্বেও দ্রুত শ্রবণশক্তির সমস্যা শনাক্ত করতে উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েই গিয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে সতর্কতার লক্ষণগুলি দেখা গেলেও পরিস্থিতি খারাপ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ডাক্তারের কাছে যান না, বললেন গুন্টুরের ইএনটি স্পেশালিস্ট ডাঃ এন প্রসাদ। যদিও অনেক টেকস্যাভি বাবা-মায়ের মধ্যে এই সংক্রান্ত সচেতনতা বেড়েছে। অনেকেই ছেলেমেয়েদের স্ক্রিন টাইম ও হেডফোন ব্যবহারে বিধিনিষেধ টেনেছেন। এই সচেতনতা প্রাপ্তবয়স্ক বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে আনা প্রয়োজন।

শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়ার বিভিন্ন উপসর্গ রয়েছে। যেমন, একই কথা বারেবারে বলতে বলা, কথোপকথন অনুসরণ করতে সমস্যা, বিশেষ করে টেলিফোন বা রেস্তোরাঁর মতো কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে। আপনার মনে হতে পারে মানুষজন বিড়বিড় করছেন। এছাড়া উচ্চ আওয়াজ (হাইপিচড সাউন্ডস) যেমন পাখির গান শুনতে অক্ষমতা, টেলিভিশন, কম্পিউটার বা ট্যাবলেটের ভলিউম বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। আপনার মনে হতে পারে কানে যেন ঘণ্টা বাজছে। আপনি বুঝতে পারবেন যদি কানের ভেতরে কোনও প্রেশার বা ফ্লুইড থাকে। সেইসঙ্গে ভারসাম্যে সমস্যা হতে পারে বা মাথা ঘোরাতে পারে।

চোখে কম দেখা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কানে কম শোনাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে ইয়ারবাডস বা হেডফোনের যথেচ্ছ ব্যবহারও কোনও কাজের কথা নয়। আর তাই শ্রবণ সমস্যা প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানোর কোনও বিকল্প নেই। বছরে অন্তত একবার কানের পরীক্ষা করান।

ছোট তারা ★

শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র মৃথ্যাংশু বৈদ্য নাচে পারদর্শী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নাচের অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করেছে।

সেবক রোডে ইসকনের রথযাত্রায় ভক্তদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

পুজোর আগে সংস্কারের আশ্বাস ডেপুটি মেয়রের

বেহাল রাস্তায় বাড়ছে দুর্ভোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : রাস্তা না চাষের জমি? শিলিগুড়ি শহরের একাধিক ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা ঘিরে এমন প্রশ্ন উঠছে। কয়েকটি রাস্তা গত বছর পুজোর আগে তৈরি হলেও ফের বেহাল দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথায়, 'টানা ভারী বৃষ্টিতে বহু রাস্তার ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে এনিয়ে বৈঠকও করা হয়েছে। বৃষ্টি কমলেই রাস্তাগুলির সংস্কার শুরু হবে। পুজোর আগে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডেরই সব রাস্তাই নতুন করে সংস্কার করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ডে গত কয়েক বছরে বহু ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু শহরের সিংহভাগ ওয়ার্ডের রাস্তাই এখন চলাচলের অযোগ্য। এমনই এক রাস্তা ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর রোড। চম্পাসারি মেইন রোড থেকে যে রাস্তাটি শহিদনগরের দিকে যাচ্ছে সে পথের গোটাটাই ভেঙে চৌচির। শহিদনগর, গান্ধিনগর, ভানুনগর, লোয়ার ভানুনগর, পরেশনগর হয়ে যে রাস্তাটি সেবক রোডে মিশেছে সে পথেও দিনরাত বহু মানুষ ও গাড়ি চলে। চেকপোস্টের যানজট এড়িয়ে চম্পাসারি ও সেবক রোডের মধ্যে চলাচলকারীরা ওই পথ ধরেন। রাস্তাটির দু'পাশে প্রচুর জনবসতি, আবাসন, নার্সিংহোম ও স্কুল রয়েছে। রবিবার রাস্তাটির হাল দেখে আঁতকে উঠলেন কার্সিয়াংয়ের অমিত খারেল। তিনি সেবক রোড থেকে সপরিবারে টোটোয় ওই পথেই চম্পাসারি যাচ্ছিলেন। টোটোচালক বলেন, 'এপথে যানজট না থাকায় চম্পাসারি পৌঁছাতে কম সময় লাগে। তাই, এই রাস্তা ধরেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, গোটা রাস্তা জল থইথই। বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেগুলিতে জল জমে রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে টোটো উলটে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরে এমন বেহাল রাস্তা ভাবা যায় না।'

গান্ধিনগরের সুবোধ দাস, সনাতন সূত্রধর, বেবি মহন্তরা জানান, ফি-বছর বর্ষায় এই রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে রাস্তাটি মেরামত হয়েছিল। কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই ফের বেহাল হয়েছে। অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হওয়ায় রাস্তা ছ'মাসও টিকছে না। অথচ কাউন্সিলার বা পুরনিগম যেন ঠুঁটো জগন্নাথ। ভানুনগরের বাসিন্দারা জানান, ভোটের আগে সব দলই ভালো রাস্তা, পথবাতির প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোটের পর আর কেউ ফিরেও দেখে না। ব্যস্ততম এই রাস্তাটি বহুদিন ধরে বেহাল। অথচ কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। এপথেই রোজ বাচ্চারা স্কুলে যাতায়াত করে। আমাদের আতঙ্কে থাকতে হয়। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুখদেব মাহাত সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'রাস্তাটি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছে। বর্ষার পরই কাজ শুরু হবে।'

৩৯-৪০ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় কিছুদিন আগেই তৈরি হয়েছে মেঘলাল রায় সরণি। ওই পথও বহু জায়গায় ভেঙে জল জমছে। পাশাপাশি রাস্তার অনেকাংশজুড়ে প্রোমোটাররা বালি, পাথর ফেলে রাখছেন। ফলত ওই পথেও স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে।

ভাড়াবাড়িতে নকল মদ

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : শহরের অদূরে ঘরের মধ্যে নকল মদের কারখানা! শনিবার রাতে সেই কারখানায় অভিযান চালাল প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। দিলীপ মণ্ডল নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত হাকিমপাড়ার বাসিন্দা।

মিলন মোড় সংলগ্ন কড়াইবাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে এই নকল মদ তৈরির কাজ চলছিল। ঘর থেকে ২৪০০ বোতল নকল মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মদ ছাড়াও ৮০ লিটার স্পিরিট, দামি মদের কোম্পানির লোগো বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানা। পুলিশ সূত্রে খবর, নকল ওই মদ শিলিগুড়ির পাশাপাশি বিহার এবং পঞ্জাবে পাঠানো হত। তবে ব্যবসার মূল কেন্দ্র ছিল বিহার।

Child Not Speaking ?
Speech Therapy
Occupational Therapy
Special Education
Group Therapy
Autism
ADHD
Others
Cooper Speech Therapy Centre
Sovoke Road, Opp. Payal Cinema, Siliguri
Ph: 7810804426

দড়ি ধরার হুড়োহুড়ি, 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : ইসকন রোডে তখন হাতে একটা লটকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বছর পাঁচেকের সৌভিক রায়। দিদার সঙ্গে এসে জগন্নাথ দেবের রথ কখন আসবে, সেই অপেক্ষাতে ছিল সে। ঘণ্টাখানেক ধরে সেই অপেক্ষা চললেও উৎসাহে একটুও ভাটা পড়েনি ছোট সৌভিকের চোখেমুখে। নাতিকে কোলে তুলে দিদা মাধবী রায় শেখালেন, 'জগন্নাথ দেবের রথ দেখলে হাতে থাকা ফলটা ছুড়ে প্রণাম করবে।' বাধ্য নাতি জগন্নাথ দেবের রথ দেখে শুধু লটকা ছুড়ল, তাই নয়, গলা মেলাল 'জয় জগন্নাথ'-এর সুরেও। রবিবার শহর শিলিগুড়ির দুপুরের ছবিটা এরকমই ছিল। প্রায় সব রাস্তাতেই বিভিন্ন রথযাত্রা কমিটির বের করা রথ দেখে আনন্দে মেতে উঠলেন ভক্তরা। কোথাও ঢোল, আবার কোথাও ব্যান্ডপার্টির আওয়াজে কোমর দোলালেন নেহা, মানসীরা।

শহরে কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ থেকে বিধান মার্কেট, গত কয়েকদিন ধরে সব জায়গাতেই বৃষ্টি মাথায় করে প্রস্তুতি চলছিল। এদিন অবশ্য রোদ ওঠায় নির্দিষ্ট সময়ে রথ বেরিয়ে যাত্রা শুরু করে মাসির বাড়ির উদ্দেশে।

প্রতিবারের তুলনায় এবারের রথযাত্রাটা একটু বিশেষ ছিল কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ এবং ভক্তদের কাছে। এত বছর মঠে আলাদা করে মাসির বাড়ির জন্য কোনও স্থায়ী জায়গা ছিল না। এবার সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে রথ মঠ থেকে বেরিয়ে জলপাই মোড় হয়ে এসএফ রোড ধরে এগোনোর সময় রাস্তার দুইপাশে অগণিত মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। একবার রথের দড়ি ধরার জন্য চলছিল হুড়োহুড়ি। রথের দড়ি কোনওভাবে ছুঁয়ে প্রণাম করে নিলেন বছর ষাটের বাসবী ঘোষ। বললেন, 'বছরের এই দিনটার জন্যই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। কবে জগন্নাথ দেবকে একবার দেখার সুযোগ পাব।' শহর ঘুরে রথ ফিরে এল মঠের একপাশে স্থায়ী মাসির বাড়িতে।

রথখোলার রথের এবার ৭৫ বছর। সেই স্মৃতিতে ভাসলেন এলাকার প্রসেনজিৎ রায়। আবেগের সুরে তিনি বললেন, 'ছোট থেকে এই রথ দেখছি। দেখতে দেখতে ৭৫ বছর হয়ে গেল। ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে আসতাম, এখন নাতির সঙ্গে আসছি।' আবেগের এই ছবি ফুটে ওঠে বিধান মার্কেটের রথকে কেন্দ্র করেও। এদিন সকাল থেকে চাল-ডাল মিলিয়ে একশো কুইন্টাল খিচুড়ি তৈরির তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন রথযাত্রা কমিটির সদস্যরা। তার মধ্যে চলছে রথের প্রস্তুতি। রথযাত্রা কমিটির সদস্য অসিত দে বললেন, 'এই দিনটা আমাদের কাছে একটু বিশেষ। বাজারে আসা ক্রেতাদের পাশাপাশি আমরা ব্যবসায়ীরা খিচুড়ি ভাগ করে নিই।' ইসকনের রথ সেবক রোড হয়ে সুভাষপল্লি হয়ে যায় সূর্যনগর মাঠে। সেখানেই তিন ভাইবোনের মাসিরবাড়ি। রথের সঙ্গে ব্যান্ডপার্টির শব্দে নাচছেন নিতাই রায়। 'একটাই প্রার্থনা, জগন্নাথ দেবের কৃপায় সবাই ভালো থাকুক,' বললেন নিতাই।

রামপ্রসাদ-আসফাকের ফাঁসির বছরেই সূচনা

মিত্র সম্মিলনীর পুজোর শতবর্ষের প্রস্তুতি শুরু

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : এ বছর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে শতবর্ষের প্রস্তুতি। দীর্ঘ ২৮ বছর পর চলতি বছর শিলিগুড়ি শহরের মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজোয় ফিরে আসছে মাতৃপ্রতিমায় চিরাচরিত মুখ। রবিবার কাঠামোপুজোর মধ্যে দিয়ে এ বছরের শারদোৎসবের সূচনা হল। এবার ৯৮তম বর্ষ। এখনই থেকেই ২০২৬-এ শতবর্ষের পুজোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

মিত্র সম্মিলনীর ৯৮তম দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে কাঠামোপুজো। রবিবার।

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে ১৯২৭ সালে কাকরি ষড়যন্ত্র মামলায় শাহজাহানপুর ও ফৈজাবাদ জেলে ফাঁসি হয়েছিল আসফাকউল্লা খান, রামপ্রসাদ বিসমিল ও ঠাকুর রোশন সিংয়ের। ওই বছরেই মিত্র সম্মিলনীতে তারের সাজের প্রতিমা দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম দুর্গাপুজো। সাবেকিয়ানার পাশাপাশি এই পুজোর চমক মাতৃপ্রতিমার মুখ। সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, 'দু'বছর পর ক্লাবের শতবর্ষ। এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মিত্র সম্মিলনীর পুজো শিলিগুড়িবাসীর আবেগ। প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন।'

সাধারণত রথের দিন থেকেই পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে যায়। এদিন নাট মন্দিরে মিত্র সম্মিলনীর কাঠামোপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে এখনও পুরোনো সেই আবেগ যেন একইরকমভাবে প্রবাহিত। শহরের পুরোনো পুজোগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। শহরের অন্যতম প্রাচীন এই পুজো ঘিরে নবীন-প্রবীণের উৎসাহ এখনও সবার নজর কাড়ে। এদিনও কাঠামোপুজোয় দেখা গেল পুরোনো ও নয়া প্রজন্মের মেলবন্ধন।

সূচনা লগ্নে মায়ের যে মুখ দর্শনার্থীরা দেখতে অভ্যস্ত ১৯৯৬ সালে সেই মুখের আদল বদলে ছিল। তবে এ বছর আবার সেই চিরাচরিত মায়ের মুখ দর্শনার্থীরা দেখতে পারবেন। পুজোর দিনগুলিতে থাকবে নানা অনুষ্ঠান। হবে বিজয়া সম্মিলনীও। কার্যনির্বাহী সভাপতি সুদীপ রাহা জানান, প্রতিবারের মতো এবছরও দর্শনার্থীরা আমাদের পুজো দেখতে আসবেন। এদিন দেশবন্ধুপাড়া নবীন সংঘ ক্লাব ও হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মাতৃবন্দনার খুঁটিপুজোও অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : অম্বিকানগর স্পোর্টিং ক্লাব ও পাঠাগার ভবনে রবিবার রক্তদান শিবির হয়। শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির দুই বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। ছিলেন ক্লাবের সভাপতি কিশোর মণ্ডল, সম্পাদক বিকাশ সরকার প্রমুখ।

ALAM NURSING HOME
ISLAMPUR, UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL
Pancreatic Stone
সর্বাধিক সাফল্যের হারের সঙ্গে ২০০৫ সাল থেকে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে
Appointment: 9932263281
9064195744 / 7602309306

সেরা উত্তরকে
উত্তরের সেরা স্বীকৃতি
নবীন প্রতিভার সন্ধানে
ওগো কথাজাগানিয়া...
যে কথায় দুঃখ জাগে - জাগে সুখ, আনন্দ জাগে - জাগে অনন্ত, ক্ষতেভরা মুখের ওপর সপাটে কথা বলে সমাজের আরশি— সেইসব সেরা নবীন কথাকার ও কবিকে কথা-সম্মান প্রদান। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে আপনিই হয়ে উঠুন 'সেরার সেরা'।

সেরা গল্পকার
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা গল্প লিখুন সর্বাধিক ১৬০০ শব্দে
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা প্রাবন্ধিক
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা প্রবন্ধ লিখুন সর্বাধিক ৯০০ শব্দে, বিষয় : আপনার পছন্দের
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

সেরা কবি
শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ৪০ অনূর্ধ্বরা লিখুন নাতিদীর্ঘ কবিতা, সর্বাধিক ২৪ লাইন
প্রথম পুরস্কার ₹ ৫০,০০০
দ্বিতীয় পুরস্কার ₹ ৩০,০০০
তৃতীয় পুরস্কার ₹ ২০,০০০
বিস্তারিত জানতে শর্তাবলি দেখুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সাহিত্য সম্মান
মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর আয়োজনে সাহিত্য প্রতিযোগিতা। একজন প্রতিযোগী গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা— তিনটি বিভাগেই যোগ দিতে পারেন। পুরস্কার দেওয়া হবে পৃথকভাবে প্রতিটি বিভাগে।
লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৪

শর্তাবলি : প্রতিযোগীদের আবশ্যিকভাবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বা কালিম্পং জেলার বাসিন্দা হতে হবে। ১ অগাস্ট ২০২৪-এর হিসাবে শুধুমাত্র ৪০ অনূর্ধ্ব লেখকরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। গল্পের সর্বাধিক শব্দসংখ্যা ১৬০০, প্রবন্ধ ৯০০, কবিতা নাতিদীর্ঘ, সর্বাধিক ২৪ লাইন। প্রতি বিভাগের সেরা তিনটি লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে। বিভাগ উল্লেখ করে ইউনিকোড ফন্টে ওয়ার্ড ফাইল ও পিডিএফ সহ লেখা পাঠান— ubscontest@gmail.com সঙ্গে দিন বয়সের প্রমাণপত্র। বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
প্রয়োজনে শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭

টানা বৃষ্টিতে সংকটে বন্যপ্রাণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ জুলাই : কোথাও উত্তাল নদী পার হতে না পেরে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ছে হাতির পাল। আবার নদীর পাঁকে পা আটকে অসহায় দাঁতালের দিনভর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার মতো ঘটনাও ঘটেছে। কোথাও জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে বেঘোরে মৃত্যু হয়েছে ভালুকের। হাজারো কিসিমের পাখি সহ অন্য ছোট প্রাণীদের টিকে থাকার লড়াই তো রয়েইছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তিস্তা নদী থেকে একটি ভালুকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে কালিম্পং এলাকা থেকে।

সেটি সিকিমের দিক থেকে ভেসে আসছিল। এশিয়াটিক ব্ল্যাক বেয়ার (হিমালয়ান ব্ল্যাক হিসেবেও পরিচিত) প্রজাতির ওই ভালুকটি সিকিমের পাহাড় থেকে ভেসে গিয়েছিল বলে বন দপ্তরের ধারণা। এছাড়া দিনকয়েক আগেই গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকে হাবুডুবু খেতে থাকা একটি হস্তীশাবককে উদ্ধার করা হয়।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের মতো দুর্যোগ মানুষের মতোই বুনো জন্তু সহ সমস্ত প্রাণীদেরই যে সমস্যার মধ্যে ফেলে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

তিস্তা লাগোয়া টটগাঁও এলাকায় গত ৩০ মে নদীর পাঁকে হাতির পা আটকে গিয়েছিল। শুধু তিস্তাতেই নয়, ডুয়ার্সের তোর্ষা, জলঢাকার মতো নদীতেও হস্তীশাবকের ভেসে যাওয়া কিংবা হঠাৎ জল বেড়ে যাওয়ায় মাঝনদীতেই আটকে পড়ার দৃশ্যের সাক্ষী ডুয়ার্সের আমজনতা।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, জন্তু-জানোয়াররা জন্ম থেকেই ভালো সাঁতারু। তবে খরস্রোতা নদীগুলিতে ওদের মাঝেমাঝেই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। ভারী কিংবা অতি ভারী বৃষ্টিপাত হলে সেই সমস্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সাম্প্রতিককালের নানা ঘটনায় তা বারবার প্রমাণিত।

দু'দিন আগে তোতাপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় শিশুটির মৃত্যুর ঘটনার পিছনেও পরোক্ষে বৃষ্টির হাতই থাকতে পারে। বলছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁরা বলছেন, একটানা বৃষ্টির জন্যই হয়তো সেই বুনোটি শিকার ধরতে পারছিল না। হয়তো অভুক্ত ছিল। তাই আক্রোশের বশেই হয়তো ওই ঘটনা ঘটিয়েছে।

তোতাপাড়া চা বাগানে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। রবিবার বিকেলে।

এদিকে, বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় শিশুর মৃত্যুর পর সেই বুনোর সন্ধানে মরিয়া বন দপ্তর। শনিবার বাগানের তিনটি জায়গায় খাঁচা পাতা হলেও এখনও চিতাবাঘটি ধরা পড়েনি। রবিবার বিকেলে তোতাপাড়ার দুটি জায়গায় ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগায় বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ। পাশাপাশি জন্তুটি আগে থেকেই আহত কি না, সেটাও বনকর্তারা বুঝে নিতে চাইছেন। পাশাপাশি রয়েছে বর্ষার প্রজননের সময় জন্তুজানোয়ারদের আগ্রাসী হয়ে থাকা মনোভাবের তত্ত্বও। মুখ্য বনপাল এব্যাপারে বলেন, 'চিতাবাঘটিকে চিহ্নিত করার পরেই বহু প্রশ্নের উত্তর মেলা সম্ভব।'

আবহাওয়া দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩৮৭ মিলিমিটার। দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ ২৪১ মিলিমিটার। কালিম্পংয়ে বৃষ্টি হয়েছে ১৮৭ মিলিমিটার। শিলিগুড়ি, কোচবিহার ও মালদায় ৫ দিনের বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ যথাক্রমে ২১০, ২৬০ ও ৩১৮ মিলিমিটার।

নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরচরে তিস্তা নদীর গর্ভে বিলীন হওয়ার আগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। -সংবাদ চিত্র

প্রস্তুতি সভায় ভিড় নেই, বিচলিত দল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ জুলাই : আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় তেমন ভিড় নেই। এতে কিছুটা হলেও বিচলিত শাসকদল তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। চোখে পড়ার মতো ভিড় যে হচ্ছে না সেই খবর রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকেও নেতৃত্বের কানে এসে পৌঁছেছে। ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশে অন্যান্য বার উত্তরবঙ্গ থেকে যে সংখ্যায় তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা আসেন কলকাতায়, এবার উত্তরবঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের রাজ্যস্তরে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে খোঁজখবরও শুরু হয়েছে বলে এদিন শাসকদলের অন্দরমহলের খবর।

জানা গিয়েছে, প্রস্তুতিসভায় এবার তেমন ভিড় না হওয়ার পিছনে প্রাথমিকভাবে দলের কাছে যে খবর এসে পৌঁছেছে তা হল লাগাতার অতিবৃষ্টি। খারাপ আবহাওয়ার কারণে মানুষ সভায় আসতে পারছেন না। তবে এর থেকে সাংগঠনিকভাবে একটা বড় কারণ এর পিছনে রয়েছে যা দলের নেতৃত্বকে ভাবাচ্ছে। তা হল, সদ্য লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে আবার কিছুটা কোচবিহার ছাড়া সব জেলায় দলের নেতৃত্ব ডাহা ফেল করেছে। ব্যর্থ হয়েছে শহর তো বটেই, গ্রামেও। এই সব জেলায় 'হেরো' নেতৃত্বকে দলের লোকেরা মোটের ওপর মেনে নিতে পারছেন না বলে অভিযোগ ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে উঠে গিয়েছে। সবে মাসখানেক হল লোকসভা ভোটের ফল বেরিয়েছে। তার পরই 'হেরো' জেলা নেতৃত্বগুলির ডাকে দলের লোকেদের তেমন সাড়া মিলছে না ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায়। যা কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলেছে শাসকদলের উপরতলার একাংশকে।

দলের খবর, এই নিয়ে রাজ্যস্তর থেকে আরও খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে। আসলে দলের ভিতরের খবর, এবার আবার উত্তরবঙ্গজুড়ে লোকসভা ভোটে শাসকদলের শোচনীয় হারটা দলের স্থানীয় সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এজন্য তাঁরা উত্তরবঙ্গের দলের সব জেলা নেতৃত্বকে দায়ী করছেন। এমনকি কোচবিহারের লোকসভা ভোটে এবার দল ভালো ফল করলেও দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ এই কৃতিত্ব কোচবিহারে দলের জেলা নেতৃত্বকে দিচ্ছেন না। তাঁদের মনে কোচবিহারের মানুষ এবার বিজেপির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, ভোট দিয়েছেন নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে।

দলের অন্দরের খবর, উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সব জেলা নেতৃত্বের বদল চাইছেন দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের একটা বড় অংশ। প্রায় একমাস হল লোকসভা ভোটের ফল বেরিয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় দলের আবার এত ব্যর্থতার পরও জেলা নেতৃত্বে বদল হচ্ছে না কেন? এটাই তাঁদের প্রশ্ন। একমাস হয়ে যাওয়াতে ক্ষুব্ধ ও হতাশ তাঁরা। যদিও তৃণমূলের রাজ্যস্তরের খবর, ২১ জুলাইয়ের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা দলনেত্রী উত্তর থেকে দক্ষিণে সব জেলায় দলের সর্বস্তরে নেতৃত্বে রদবদল ঘটাবেন। পুরসভায় মেয়র থেকে শুরু করে অন্য দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের 'পারফরমেন্স'র ওপরও রদবদল করবেন দলনেত্রী। তার মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ সেরে আবার রাজ্য পার্টিতে সক্রিয় হবেন দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রদবদল নিয়ে দলনেত্রী তাঁর সঙ্গেও কথা বলে নেবেন।

ভুটানের পাথরে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা, ৭ জুলাই : ভুটান থেকে আসা পাথর নামানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসায়িক সম্পর্কের খাতিরে (সাউথ এশিয়া ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট) এই পাথর ভুটান থেকে সরাসরি বাংলাদেশে চলে যাওয়ার কথা। সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করে ভুটানের পাথর এ রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলে আসায় কয়েকশো কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য সরকারের। এই পরিস্থিতি প্রতিকারে ভুটান থেকে আসা লরি এ রাজ্যে পাথর খালি করলে আইনত কঠোর পদক্ষেপ করতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। লরি বাজেয়াপ্ত ও চালককে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অনিয়ম ঠিকমতো ঠেকানো যাচ্ছে কি না, তা দেখতে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েকদিন আগেই প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি এই অনিয়মে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের আধিকারিকরা এতদিন কেন ব্যবস্থা নেননি? এবার থেকে এ রকম ঘটনার খবর আমার কাছে এলে আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করব।'

সাউথ এশিয়া ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ভুটান থেকে লরিগুলি উত্তরবঙ্গের ফুলবাড়ি ও চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে পণ্য বাংলাদেশে পাঠাতে পারে। সেই পণ্য এ রাজ্যে নামানোর কথা নয়। অথচ নবান্নের হিসেবে অনুযায়ী প্রতি বছরে ভুটান থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার নাম করে যত গাড়ি আসছে, তার প্রায় ৭০ শতাংশ এ রাজ্যে পণ্য খালি করছে। প্রতি সিএফটি পাথরের জন্য ৪-৬ টাকা পর্যন্ত সরকারের লেভি পাওয়ার কথা। প্রতি গাড়িতে অন্তত ১০০০ সিফএটি পাথর থাকে। ফলে প্রতি গাড়ি থেকে ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার রাজস্ব মার খাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য বকেয়া পাওয়া যাচ্ছে না। সামাজিক প্রকল্পগুলি চালাতে সরকারকে আরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সে রকম অবস্থায় এভাবে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হওয়ায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপি করায় একঘরে পরিবার

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৭ জুলাই : ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস থামার কোনও লক্ষণই নেই। লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/৫ নম্বর বুথের বাসিন্দা পেশায় কৃষিজীবী প্রফুল্ল দাসের পরিবারকে একঘরে করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। প্রফুল্লর অভিযোগ, বিজেপি করার 'অপরাধে' তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে তাঁর জমিতে চাষাবাদ, পুকুরে মাছ চাষ করতে দিচ্ছে না। অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ঘাসফুল শিবির জানিয়েছে।

বিজেপির তুফানগঞ্জ-১ মণ্ডল সভাপতি যুগলকিশোর দাস বলেন, 'ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের উপর চাপা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কাউকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে, কারও হাতে আবার বিশাল অঙ্কের চাঁদার রসিদ ধরানো হচ্ছে। কেউ এসবে সম্মত না হলে তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হচ্ছে। তৃণমূলের লাগামছাড়া এই সন্ত্রাসে প্রশাসন পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে। ধলপলের প্রফুল্ল দাসের পরিবারকেও এভাবে সমস্যায় ফেলা হচ্ছে। সবকিছু জানিয়ে আমরা মহকুমা শাসক, পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।' অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে তৃণমূলের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি পরিমল দাস জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই অভিযোগের কোনও ভিত্তিই নেই। আমরা সামাজিক বয়কটের রাজনীতি করি না।' বোজারে যাতায়াতেও সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। শুরুতে প্রশাসনের সহযোগিতায় বাজারঘাট করলেও প্রফুল্ল এখন অবশ্য নিজেই বাজারে যান। বাড়িতে বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী রয়েছেন। ছেলে বাইরে কাজ করেন। তাঁরা আতঙ্কে দিনযাপন করছেন বলে প্রফুল্লর স্ত্রী সোনাই জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি করায় আমাদের একঘরে করে দেওয়া হয়েছে। সময়মতো চাষ না করলে গোটা বছর ধরে আমাদের কী করে চলবে?' প্রফুল্ল বললেন, 'বাড়িতে আগুন ধরানোর পাশাপাশি খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

অভিযুক্ত তৃণমূল

- তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা
- জমিতে চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না, পুকুরে মাছ চাষে বারণ
- অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ঘাসফুল শিবির জানিয়েছে

তুফানগঞ্জ

বেহাল পরিকাঠামোয় নাকাল

বাসস্ট্যান্ড নিয়ে ক্ষোভ খড়িবাড়িতে

বাসস্ট্যান্ডের বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি।

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ জুলাই : খড়িবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে টোল সহ অন্যান্য খাতে অর্থ আদায়ের জন্য টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থার কাছ থেকে বছরে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা আয় করছে পঞ্চায়েত সমিতি। অথচ বাসস্ট্যান্ডের পরিকাঠামো নিয়ে কর্তৃপক্ষের হুঁশ নেই বলে অভিযোগ। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ যানবাহনের কর্মী, টোল আদায়কারী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষ।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নিয়ন্ত্রণে ডিআই ফান্ডের জমিতে তৈরি হয়েছিল খড়িবাড়ি বাসস্ট্যান্ড। প্রায় চার বিঘা জমিতে নির্মিত বাসস্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি রাজ্য সড়ক পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তাও নির্মাণ করে দেয় পঞ্চায়েত সমিতি। বাসস্ট্যান্ডে রয়েছে বাসকর্মীদের আবাসন, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, কমিউনিটি শৌচালয়। পানীয় জলের জন্য বসানো হয় মার্ক টিউবওয়েল। এছাড়া বছরখানেক আগে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি করা হয়। হাইমাস্ট লাইটের ব্যবস্থা করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। যদিও বর্তমানে প্রায় সমস্ত পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

বাসস্ট্যান্ডের কংক্রিটের ঢালাই উঠে দেখা দিয়েছে বড়বড় গর্ত। বাসকর্মীদের আবাসনে নেই আলোর ব্যবস্থা এবং ফ্যান। স্বাভাবিকভাবে কোনও বাসকর্মী আবাসনে থাকতে চাইছেন না। হাইমাস্ট লাইটের বিল ২০ হাজার টাকা বকেয়া। বিদ্যুৎ দপ্তর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ঢাকছে স্ট্যান্ড চত্বর। বাসচালক বিমল সিংহের ব্যাখ্যায়, 'গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য জল পর্যন্ত নেই। মার্ক টিউবওয়েলের জলে আয়রন রয়েছে, ওই জলে গাড়ি ধুলে দাগ পড়ে যায়। সৌরবিদ্যুৎ পরিচালিত পানীয় জলের প্রকল্পটি বিকল। অথচ রাতে বাস রাখার জন্য রোজ ২০ টাকা খরচ হচ্ছে। শৌচকর্মের জন্য প্রতিবার পাঁচ টাকা। এদিকে বাসস্ট্যান্ডে বড়বড় গর্ত, চারদিক কাদায় মাখামাখি।' পাশে দাঁড়ানো মন্টু বাড়ই নামে এক বাস কনডাক্টর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন, 'কোনও পরিষেবা স্বাভাবিক নেই। অথচ প্রতিটি গাড়ি থেকে টোল আদায় করা হচ্ছে।'

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গেল, বাসস্ট্যান্ডটি জাহাঙ্গির আলম এক ব্যক্তিকে বার্ষিক এক লক্ষ দুই হাজার টাকা লিজে দেওয়া। লিজের মেয়াদ শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে, বর্তমানে তা এক্সটেনশনে চলছে। কীভাবে বিভিন্ন খাতে টাকা আদায় করা হয় খড়িবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে? জানা গিয়েছে, এই স্ট্যান্ডে রাতে ২৫ থেকে ৩০টি বাস থাকে। প্রত্যেককে দিতে হয় ২০ টাকা করে। যেসব বাস রাতে থাকে না, তাদের প্রতি ট্রিপে দিতে হয় পাঁচ টাকা। কমিউনিটি শৌচালয়ে শৌচকর্মের জন্য খরচ করতে হচ্ছে পাঁচ টাকা। এছাড়া বাসস্ট্যান্ডের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলাচল করলে দিতে হয় টোল। এই বাসস্ট্যান্ডের ভিতর দিয়ে রোজ বিহারে যাতায়াত করে বালি-পাথর, ইট ও পণ্যবাহী ট্রাক, ট্র্যাক্টর এবং ছোট গাড়ি। বাসস্ট্যান্ডের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের জন্য ট্রাককে দিতে হয় ১০০ টাকা আর ছোট গাড়িকে ৫০ টাকা। এছাড়া ইটবোঝাই ট্র্যাক্টর চলাচলের জন্য প্রতিটি ইটভাটাকে দিতে হয় মাসিক দুই হাজার টাকা।

অর্থ আদায়ের জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়েছে বছরে এক লক্ষ ২ হাজার টাকা। আদায়কারী সংস্থার পক্ষে জাহাঙ্গির আলমের পালটা অভিযোগ, 'নিয়মিত টোল আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড এবং শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী পাকা রাস্তার বর্তমানে বেহাল অবস্থা। জলনিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় বাসস্ট্যান্ড চত্বরে জল জমে কংক্রিটের ঢালাই উঠে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। পানীয় জল, গাড়ি ধোয়ার জল নেই। অসুবিধার কথা খড়িবাড়ি বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানানো সত্ত্বেও সংস্কার হচ্ছে না।'

যদিও খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক তথা বিডিও দীপ্তি সাউ জানালেন, টোল আদায়ের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। বিডিও আশ্বাস দিয়েছেন, 'টোল আদায় নিয়ে এজেন্সির সঙ্গে কথা বলা হবে। দ্রুত ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দলকে পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হবে।' পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সেবকের পথে ধস, বন্ধ জাতীয় সড়ক

প্রথম পাতার পর

তবে আমরা প্রত্যেকটা রাস্তায় নজর রাখছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় সিকিম এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির মধ্যে গাড়ি চলছে গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেই পথেও একাধিক জায়গায় ধস এবং রাস্তা বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবারের পর এদিনও ধস নামে কালিম্পং-লাভার সংযোগকারী ঋষি রোডে। ধস নেমেছে রংলি, অম্বিয়ক, গরুবাথান চেকপোস্ট সহ বেশ কয়েকটি এলাকায়। যথারীতি বন্ধ ছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কটি।

২৭ মাইল, ১৯ মাইল, গেইলখোলা সহ কয়েকটি জায়গায় যেমন পাহাড় থেকে ধসের মাটি-পাথরের সঙ্গে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ছে, তেমন বেশ কিছু এলাকায় ধসে নতুন করে রাস্তা বসে গিয়েছে।

এদিন সকালে ধসের জেরে সেবকেও বেশ কয়েকটি গাছ উপড়ে পড়ে। সবমিলিয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি। এরই সঙ্গে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক চালুর সম্ভাবনা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি অবশ্য বলেছেন, 'দ্রুত পাহাড় কেটে গাড়ি চলাচলের জন্য জায়গা বের করা এবং রাস্তা মেরামতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বৃষ্টি।'

তবে তিস্তা শান্ত না হলে জাতীয় সড়কটি বিপন্মুক্ত হবে না বলে মনে করছেন প্রভাকর রাওয়ের মতো ধস বিশেষজ্ঞরা।

জেলার খেলা

সভাপতি সুবীরই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : রবিবার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াইএমএ-র কার্যনির্বাহী সভাপতি থেকে গেলেন সুখেন্দু সরকার। সভাপতি পদ সুবীর চৌধুরী ধরে রেখেছেন। তবে নতুন যুগ্ম সচিব হয়েছেন সোমনাথ দে ও সম্রাট মালাকার। সহ সচিব শুভঙ্কর বসু। কোষাধ্যক্ষ মানব দাস। নতুন কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আসন্ন সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য ওয়াইএমএ-র ঐতিহ্য অনুসারে শক্তিশালী দল গড়া হবে।

আলিপুরদুয়ারে আদ্যাপীঠ মন্দির

আলিপুরদুয়ার, ৭ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি আলিপুরদুয়ারে নবনির্মিত আদ্যা মন্দিরের উদ্বোধন করেন। মমতা এদিন মধ্য কলকাতার অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে রথযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি আলিপুরদুয়ারের মন্দিরটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে আদ্যাপীঠের আদলে একটা মন্দির তৈরি হয়েছে। সেই মন্দির উদ্বোধনের সুযোগ দেওয়ায় উদ্যোক্তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।' শীঘ্রই তিনি আলিপুরদুয়ারে যাবেন বলে জানিয়েছেন। কলকাতার অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পূর্ব নেতাজি রোড এলাকায় এই মন্দিরটি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের কোষাধ্যক্ষ অজয় ভাই বলেন, 'দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরের আদলে আলিপুরদুয়ারেও একই ধাঁচের মন্দির তৈরি করা হয়েছে।' এদিন বেলা ২টো নাগাদ বেনারসের পুরোহিতদের বৈদিক মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ারে নবনির্মিত আদ্যা মন্দিরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন হয়। একইসঙ্গে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। এদিন বয়স্কদের জন্য একটি আশ্রমের শিলান্যাস করা হয়। জায়েন্ট এক্সপ্রেসের তরফে সমস্তরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চমক হিসেবে দক্ষিণবঙ্গ থেকে মহিলা ঢাকি নিয়ে আসা হয়েছিল। এই মন্দিরে কষ্টিপাথরের আদ্যামা, রামকৃষ্ণ, রাধাগোবিন্দর মূর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাত মিনিট থমকাল গাড়ি

শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই : সকাল ১১টায় রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। প্রত্যেকটি গাড়ির স্টার্ট বন্ধ। স্বাভাবিকভাবে এভাবে হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই হতচকিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। পরিবেশ রক্ষার এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন সকলেই। রবিবার 'এ ডে অফ মাদার আর্থ' উদযাপনে রাজ্যজুড়ে একসঙ্গে সমস্ত গাড়ি সাত মিনিটের জন্য বন্ধ রাখল সিকিম প্রশাসন। পরিবেশ রক্ষায় এমন সিদ্ধান্তে শামিল হলেন চালকরা। সিকিমের বন ও পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব ডঃ পি সেনথিলকুমারের কথায়, '২০১৯ সাল থেকে প্রতি বছর এমনভাবেই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। প্রয়াস ছোট কিন্তু স্বার্থ বৃহত্তর।'

নেতাদের ভুলে নেত্রীর সন্ধানে একটি দল

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কথা বলার সময়। ভাগবত বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে যেদিন বিজেপি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে পারবে, সেইদিন সারা ভারতেও নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের যে একটি আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে বিজেপি-আরএসএসের কাছে, সেটি ভাগবত সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ দখলের জন্য নানাবিধ কৌশল বিজেপি কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই করে চলেছে। কিন্তু বিজেপির দুর্ভাগ্য, তাদের কোনও কৌশলই আজ পর্যন্ত সেভাবে সফল হয়নি। এমনকি, এবারের লোকসভা ভোটেও সন্দেশখালি, দুর্নীতি, মতুয়া, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি নানাবিধ কার্ড খেলার পরও এই রাজ্যে বিজেপির রাজনৈতিক গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হয়নি। বরং তা আরও নীচের দিকে নেমেছে। এত কৌশল খাটিয়েও এখানে তৃণমূলকে কাবু করতে পারছে না কেন বিজেপি? তার কারণ, তৃণমূলে একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। বিজেপিতে নেই। আমি বিজেপি এবং আরএসএসের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে একান্তে কথা বলে দেখেছি, তাঁরাও মনে করেন, এই রাজ্যে শুধু নয়, জাতীয় স্তরেও মমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী। তাঁকে টক্কর দেওয়া খুব সহজ নয়। এমনকি মমতার এই গুরুত্বকে আরএসএসের সরসংঘচালক ভাগবতও অস্বীকার করেন না।

লোকসভা ভোটের ফল পর্যালোচনা করে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বুঝেছেন, এই রাজ্যের মহিলা ভোটারদের গরিষ্ঠাংশ ভোট তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে গিয়েছে। তার একটি বড় কারণ যেমন রাজ্য সরকারের চালু করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা কন্যাশ্রীর মতো সামাজিক প্রকল্প, তেমনই মহিলা ভোটারদের ভিতর ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব। মমতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু নেতার অশালীন কটু মন্তব্য মহিলা ভোটাররা ভালোভাবে নেননি- এটিও দলীয় নেতৃত্বের পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে।

এরই পাশাপাশি দলের নেতৃত্বের ভার যাঁদের ওপর দেওয়া হয়েছিল, মূলত শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদার, তাঁদের ভূমিকায় দিল্লির নেতৃত্ব সম্পূর্ণ হতাশ। ২০২১ এবং ২০২৪-এর দুটি নির্বাচন দেখার পর বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন, শুভেন্দু পূর্ব মেদিনীপুরের নেতা ব্যতীত আর কিছুই নন। তদুপরি দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার থেকেও নিজের গোষ্ঠী তৈরি করায় শুভেন্দুর আগ্রহ বেশি। আরএসএসও মনে করছে, লোকসভা ভোটে প্রার্থী নির্বাচনে শুভেন্দুকে ঢালাও ছাড়পত্র দেওয়া ভুলই হয়েছে। নিছক গোষ্ঠী রাজনীতির কারণে এতাবৎকালের বিজেপির সবথেকে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কেন্দ্র বদলে দেওয়া, নিজের মনমতো প্রার্থী বাছাই করে বিজেপির বিপর্যয় ডেকে এনেছেন শুভেন্দু- রাজ্য বিজেপির বড় অংশই মনে করছেন এরকম। এরই পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির অনেক নেতা বলছিলেন, দলের ভিতরে সুকান্তর পরিচয় এখন 'বিবৃতি সভাপতি'। বস্তুত, বিবৃতি দেওয়া ছাড়া দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালীই করতে পারেননি সুকান্ত। উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে মূলত আরএসএসের প্রচেষ্টায়। বিজেপি নেতৃত্বের পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে, দক্ষিণবঙ্গে সত্তর শতাংশ বুথ কমিটিই গড়তে পারেনি বিজেপি।

এমতাবস্থায় বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে পারছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন শুভেন্দু-সুকান্তকে মাথায় রেখে সম্ভব নয়। এমনিতেই অবশ্য সুকান্ত কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে সভাপতির পদটি কিছুদিনের ভিতরেই ছাড়তে হবে। এই অবস্থায় দলের ভিতরে এমন একটি কথা উঠেছে যে, মমতাকে মোকাবিলা করার জন্য এই রাজ্যে কোনও মহিলা নেত্রীকে সংগঠনের শীর্ষে বসানো যায় কি না। সেক্ষেত্রে তিন-চারজন নেত্রীর নাম নেতৃত্বের ভাবনায় রয়েছে। এঁরা হলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল এবং মালতী রাভা রায়। এঁদের ভিতর ধারে এবং ভারে লকেট অনেকটা এগিয়ে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও লকেটের সুসম্পর্ক রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মহিলা মুখের খোঁজে রয়েছেন, এটা জানার পর এই নেত্রীরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

তবে এক্ষেত্রেও দলীয় নেতৃত্বের ইতস্তত ভাব রয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব মনে করছে, এঁরা মহিলা নেত্রী হলেও মমতাকে মোকাবিলা করার মতো ধার এবং ভার এঁদের কারও নেই। মমতার মতো দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম করে উঠে আসার ইতিহাসও এঁদের নেই। এঁদের দিয়ে আদৌ মমতার মোকাবিলা সম্ভব কি না সে নিয়েও দোলাচলে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

সমস্যা আরও রয়েছে। শুভেন্দু-সুকান্তকে কাদায় পড়তে দেখে দিলীপ ঘোষের মতো অনেকেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। দিলীপ তো রীতিমতো জেলা সফর শুরু করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। লক্ষ্য একটাই, সভাপতি পদ। শুধু দিলীপ নন, আরও কয়েকজনও এই পদের দাবিদার হয়ে দিল্লিতে যোগাযোগ শুরু করেছেন। শুভেন্দুও যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন, মনে হয় না। বিজেপি নেতৃত্ব মহিলা মুখ বেছে নিতে সক্রিয় হলে এই নেতারাই তখন নেত্রী ঠেকাতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন। অতএব, বিজেপির পক্ষে নেতাদের উপেক্ষা করে নেত্রী বেছে নেওয়াটা সহজ হবে না।

শেষপর্যন্ত মমতার বিপরীতে কোনও মহিলা মুখ বিজেপি নেতৃত্ব বেছে নিতে পারবে, নাকি, লকেট-অগ্নিমিত্রা-মালতীদের আবার দিলীপ-শুভেন্দু-সুকান্তদের পিছনের সারিতে দাঁড়াতে হবে- আপাতত এ নিয়েই বিজেপির অন্দরমহল সরগরম।

শহরের রথে

প্রথম পাতার পর

হতাশার সুরে বললেন, 'আগের মতন আর চাহিদা কোথায়? নেই বললেই চলে। তবুও রথের কথা মাথায় রেখে ছয় মাস আগে থেকে বানাই।'

আসলে, রথের এই দিনটা বিশাখাদের মতো অনেকের কাছেই আলাদা। ঠিক যেমন আলাদা সন্দীপ রায়ের কাছেও। বছরের অন্য সময় সবজির ব্যবসা করলেও বছরের এই দিনটা লটকা বিক্রি করেই কাটান তিনি। বললেন, 'লটকা বিক্রি করেই তো মজা। পাঁচ কেজি লটকা সারাদিনে বিক্রি করে ফেলেছি।' সবমিলিয়ে, রথের আনন্দে বাঁধ ভাঙল শহরবাসীর। মেলায় মেলায় মুখে হাসি ফুটল ইন্দ্রদের।

অদৃশ্য ইশারা

প্রথম পাতার পর

দলের একটা অংশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সে সময় প্রতাপের পাট্টা পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কেননা, দারিদ্র্যসীমার নীচে যাঁরা বসবাসকারী, সরকারের তরফ থেকেই তাঁদের পাট্টা দেওয়া হয়। তিনতলা ভবন যিনি তৈরি করতে পারেন, তিনি কি দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী, প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু বিস্তর প্রশ্ন ওঠার পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। সরকারি জমি উদ্ধারে প্রশাসন সক্রিয় হয়ে ওঠায়, তাই স্কুল ভবনটি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। প্রতাপ অবশ্য বলছেন, 'আমার বিল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে বালাসন কলোনির সমস্ত বাড়ির ক্ষেত্রে তা করতে হবে। কেননা কোনও বাড়িরই নথি নেই।'

অভিষেক সুনামি

বদলা ভারতের

ভারত-২৩৪/২ জিম্বাবোয়ে-১৩৪

হারারে, ৭ জুলাই : নতুন তারকার জন্ম? এখনই বলার সময় হয়তো আসেনি। কিন্তু সেই সম্ভাবনার বিজ রবিবাসরীয় হারারে স্পোর্টস ক্লাবের বাইশ গজে উসকে দিলেন অভিষেক শর্মা। শনিবারই জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচে রানের খাতা খুলতে না পারার হতাশা নিয়ে ফিরেছিলেন। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই আক্ষেপ দূর। ব্যর্থতার মঞ্চেই এদিন সুনামি হয়ে আছড়ে পড়লেন। ৪৩ বলের শতরানে আশ্বস্ত করলেন রোহিত শর্মার অবর্তমানে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত।

আইপিএলের পর যুবরাজ সিং-ব্রায়ান লারার স্নেহধন্য অভিষেকের ঝলক এবার জাতীয় দলের জার্সিতেও। ৭টি চার ও ৮টি ছক্কায় নিজের দ্বিতীয় টি২০ ইনিংসেই শতরানের ভারতীয় রেকর্ড। আগের নজির ছিল দীপক হুডার (তৃতীয় ম্যাচে)। দ্রুততম সেঞ্চুরির নিরিখে রোহিত শর্মা (৩৫), সূর্যকুমার যাদবের (৪৫) ঠিক পিছনেই অভিষেক।

রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৪৭ বলে অপরাজিত ৭৭) ও রিঙ্কু সিং (২২ বলে অপরাজিত ৪৮) ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। নিটফল, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ক্রিকেটে সর্বাধিক ২৩৪ রানের নয়া নজির ভারতের। যার ধাক্কায় শনিবার টিম ইন্ডিয়াকে হারিয়ে উজ্জীবিত জিম্বাবোয়ের যাবতীয় উদ্যম উধাও। ফলস্বরূপ ২৩৪/২ স্কোরের জবাবে জিম্বাবোয়ে টেনেটুনে ১৩৪। ১০০ রানের বিশাল জয়ে প্রথম ম্যাচে হারের জবাব তরুণ ভারতের।

অভিষেকদের তৈরি মঞ্চে বাকি কাজ সারেন আবেশ খান (১৫/৩), মুকেশ কুমার (৩৭/৩), রবি বিষ্ণোইরা (১১/২)। বড় টার্গেট এবং ভারতের স্পিন-পেসের সাঁড়াশি চাপের সামনে ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে (৪৩) এবং লোয়ার অর্ডারে লিউক জংয়ি (৩৩) বাদ দিলে কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি।

দলকে জিতিয়ে খুশি বিষ্ণোই। প্রথম ম্যাচে চার উইকেট নিয়েও দলকে জেতাতে পারেননি। আজকের পারফরমেন্সকেই তাই এগিয়ে রাখছেন। ম্যাচ শেষে রবি বলেছেন, 'গতকাল খারাপ কেটেছে। আজ জয়ে ফিরে ভালো লাগছে। বল হাতে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি খুশি।'

আসলে জয়ের মঞ্চটা তৈরি করে দেন ব্যাটাররাই। জিম্বাবোয়ে লড়াকু হলেও ২৩৫ করে জিতবে, এমন স্বপ্ন বোধহয় তাদের অতিবড় সমর্থকও ভাবেননি। অভিষেক-রুতুরাজ-রিঙ্কুরাও মানসিকভাবে প্রতিপক্ষকে দুমড়েও দেন। যেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি তাঁরা।

অথচ, টসে জিতে ব্যাট নেওয়ার পর শুরুতেই শুভমান গিল (২) আউট। প্রথম ম্যাচের আশঙ্কা উঁকি মারছিল। ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে বসেন রুতুরাজও। কিন্তু তা ধরে রাখতে পারেননি বোলার ব্লেসিং মুজারাবানি। ২৮ রানের মাথায় জীবন পান অভিষেকও। সুযোগের সদ্ব্যবহার, বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন অভিষেকরা।

ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া 'সিক্সার কিং' অভিষেকের ব্যাটিং-তাণ্ডবের সামনে হারারে স্পোর্টস ক্লাবের বাউন্ডারি রীতিমতো ছোট পড়ে যাচ্ছিল। ডিয়োন মেয়ার্সের ১১ নম্বর ওভারে ২৮ রান নেওয়ার পর প্রতি বলেই ছক্কা হাঁকানোর মেজাজ।

রুতুরাজকে নিয়ে ১৩৭ রানের রেকর্ড পার্টনারশিপ। টানা তিন ছক্কায় ৮২ থেকে সেঞ্চুরি অভিষেকের! প্রথম ৫০ করতে নিয়েছিলেন ৩৩ বল। পরের ৫০ এল মাত্র ১৩ বলে!

কম ইনিংসে টি২০ আন্তর্জাতিকে শতরান (ভারতীয়)

ক্রিকেটার	ইনিংস
অভিষেক শর্মা	২
দীপক হুডা	৩
লোকেশ রাহুল	৪

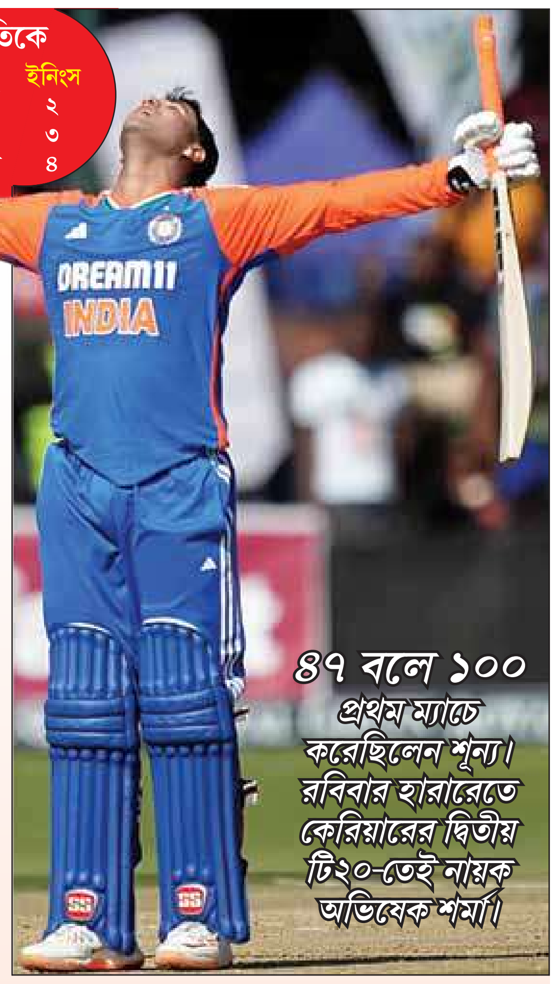

৪৭ বলে ১০০ প্রথম ম্যাচে করেছিলেন শূন্য। রবিবার হারারেতে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টি২০-তেই নায়ক অভিষেক শর্মা।

একনজরে পরিসংখ্যান

- ১০০ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রান।
- ১৩৭ অভিষেক শর্মা ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পার্টনারশিপ টি২০ আন্তর্জাতিকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বাধিক।
- ২৩৪/২ ভারতের এদিনের স্কোর। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কোনও দলের সর্বাধিক। আগেরটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার (২২৯/২, ২০১৮ সালে)।
- ১৪ ভারতীয় ইনিংসে ছক্কার সংখ্যা। যা যা টি২০ আন্তর্জাতিকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সর্বাধিক। সামনে আফগানিস্তান (১৫ ছক্কা, ২০১৯)।

অনবদ্য অভিষেক

সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে টি২০ আন্তর্জাতিকে শতরান (ভারতীয়)

ক্রিকেটার	বয়স	প্রতিপক্ষ	সাল
যশস্বী জয়সওয়াল	২১ বছর ২৭৯ দিন	নেপাল	২০২৩
শুভমান গিল	২৩ বছর ১৪৬ দিন	নিউজিল্যান্ড	২০২৩
সুরেশ রায়না	২৩ বছর ১৫৬ দিন	দক্ষিণ আফ্রিকা	২০১০
অভিষেক শর্মা	২৩ বছর ৩০৭ দিন	জিম্বাবোয়ে	২০২৪

টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম শতরান (ভারতীয়)

ক্রিকেটার	বল	প্রতিপক্ষ	সাল
রোহিত শর্মা	৩৫	শ্রীলঙ্কা	২০১৭
সূর্যকুমার যাদব	৪৫	শ্রীলঙ্কা	২০২৩
লোকেশ রাহুল	৪৬	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০১৬
অভিষেক শর্মা	৪৬	জিম্বাবোয়ে	২০২৪

সেঞ্চুরির পর দুই হাত পাশাপাশি প্রসারিত করে যেন ডানা মেললেন। আগামীদিনে যে হাত ভরসা দেবে, এদিনের ইনিংসে আশ্বস্ত করলেন।

অভিষেক ফেরার পর টেম্পো বজায় থাকে রুতুরাজ-রিঙ্কুর ৮৭ রানের জুটিতে। বিশ্বকাপে রিঙ্কুর না থাকা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। ফিনিশার হিসেবে কেন প্রাক্তনরা তাঁকে এত গুরুত্ব দেন, বোঝালেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের তারকা। একেবারে নিখুঁত ইনিংস। খুচরো রানের সঙ্গে বিগহিটের মিশেল (২টি চার ৫টি ছক্কা)।

শুরুর নড়বড়ে হাল সরিয়ে ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরি রুতুরাজেরও। প্রতিপক্ষ একঝাঁক অনামী বোলার হলেও এদিন অসাধারণ যেসব শট খেলেছেন, প্রশংসা প্রাপ্য রুতুরাজের। সিরিজের বাকি তিন ম্যাচে যার পুনরাবৃত্তির প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিলেন ১১টি বাউন্ডারি ও ১ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে।

দ্রাবিড়কে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি সানির

ডব্লিউটিসি ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অধিনায়ক রোহিত, ঘোষণা জয়ের

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয় এখন ইতিহাস। মেরিন ড্রাইভে সাফল্যের উৎসবও হয়ে গিয়েছে।

দেশকে বিশ্বকাপ দিয়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা এখন পরিবার নিয়ে বিদেশে ছুটি কাটাচ্ছেন। এমন অবস্থার মধ্যে আজ রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে আগামীর ভারত অধিনায়ক নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা। তিনি জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে নির্ধারিত থাকা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ও পাকিস্তানের মাটিতে (ভারতীয় দলের যাওয়া নিয়ে রয়েছে সংশয়) চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত রোহিতই টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক থাকছেন। টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে রোহিতকে ভারত অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করে দিলেও টিম ইন্ডিয়ার আগামীর টি২০ অধিনায়ক নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি বিসিসিআই সচিব। যদিও বোর্ডের অন্দরের খবর, বড় অঘটন না হলে হার্দিক পান্ডিয়াকেই টি২০-র নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

কুড়ির বিশ্বকাপ পরবর্তী পর্বে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ নিয়ে এখন ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ব্রিগেড। রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরী হিসেবে গৌতম গম্ভীরের নাম ঘোষণা হয়নি এখনও। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহতেই ভারতীয় দলের নতুন কোচের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। তার মধ্যে আজ রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বোর্ড সচিব জয় বলেছেন, 'শেষ কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলছি আমরা। টি২০ বিশ্বকাপ জয় যার বড় প্রমাণ। আমাদের পরের লক্ষ্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলা। অতীতে খেলেছি আমরা। কিন্তু খেতাব জিততে পারিনি। চ্যাম্পিয়ন্সে ট্রফিও আমাদের ভাবনায় প্রবলভাবেই রয়েছে। আশা করছি, রোহিতের নেতৃত্বে আগামীর এই দুই মেগা প্রতিযোগিতায় আমরাই চ্যাম্পিয়ন হব।' জয়ের কথায় স্পষ্ট, আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটে টেস্ট ও ওয়ান ডে-র পাশে টি২০ ক্রিকেটে ভিন্ন অধিনায়ক দেখা যাবে। বিসিসিআই সচিবের কথায়, 'ঐতিহাসিক টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মূল কারিগর হিসেবে কোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক রোহিত, প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট ও রবীন্দ্র জাদেজাকে সাফল্য উৎসর্গ করতে চাই। ভারতীয় দল যে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে, তার প্রমাণ হল ২০২৩ সালে আমরা ডব্লিউটিসি ফাইনালের পাশে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালও খেলেছি। আর দিন কয়েক আগে আমরা টি২০ বিশ্বকাপও জিতেছি। আগামীদিনেও সাফল্যের এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।'

> ক্রিকেটার ও কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের সাফল্য ও কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। যখন দ্রাবিড় ক্রিকেটার ও অধিনায়ক ছিল, তখন দেশকে প্রচুর সাফল্য দিয়েছে। আর কোচ হিসেবে কুড়ির বিশ্বকাপের পর ওকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়ার ভাবনায় ভুল নেই।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এদিকে, আজ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার টিম ইন্ডিয়ার সদ্য প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তুলেছেন। শেষ কয়েক বছরে দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে টিম ইন্ডিয়া দেশে-বিদেশে যেভাবে পারফর্ম করেছে, সাফল্য পেয়েছে, তার প্রতিদান হিসেবে ভারত সরকারের উচিত দ্রাবিড়কে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া। নরেন্দ্র মোদি সরকার শেষপর্যন্ত গাভাসকারের ডাকে সাড়া না, সময় বলবে। তার আগে সানি আজ বলেছেন, 'ক্রিকেটার ও কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের সাফল্য ও কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। যখন দ্রাবিড় ক্রিকেটার ও অধিনায়ক ছিল, তখন দেশকে প্রচুর সাফল্য দিয়েছে। আর কোচ হিসেবে কুড়ির বিশ্বকাপের পর ওকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়ার ভাবনায় ভুল নেই।'

১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য কপিল ডেভিলস প্রচুর সংবর্ধনা পেলেও কোনও আর্থিক পুরস্কার পায়নি।

আর্থিক পুরস্কার চাইছে কপিলের বিশ্বজয়ী ভারত

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : ১৯৮৩। ২০২৪।

ব্যবধান ৪১ বছরের। আর এই ৪১ বছর আগে কপিল দেবের নেতৃত্বে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেই সময় দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার পর প্রচুর সম্মান পেলেও কপিল দেবরা পাননি কোনও আর্থিক সাহায্য।

অথচ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সম্প্রতি টি২০ বিশ্বকাপ জিতে রোহিত শর্মার ভারত পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ১২৫ কোটি টাকা। সেদিন অর্থের অভাব ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের থাকলেও এখন ছবিটা ভিন্ন। তাই এখন ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবুক বিসিসিআই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের এক সদস্য আজ সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে এমন কথা বলেছেন। তিনি দাবি তুলেছেন, ৪১ বছর আগে ভারতীয় ক্রিকেটে সত্যিই অর্থ ছিল না। এখন অর্থের শেষ নেই। তাই কপিলের দলকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বিবেচনা করুক বিসিসিআই।

বিসিসিআই শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেবে, সময় বলবে। তবে সবচেয়ে মজার কথা হল, বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য। যদিও স্পর্শকাতর বিষয়ে বিনির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেভাবে রোহিতদের ১২৫ কোটির পুরস্কার মূল্যের সঙ্গে তুলনা টেনে বিনিরই এক সতীর্থ নাম প্রকাশ না করে এমন দাবি তুলেছেন, তা অস্বস্তি বাড়িয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমান বিসিসিআই শীর্ষ কর্তারা যদি কপিলের ভারতকে প্রথম বিশ্বজয়ের জন্য কোনও আর্থিক পুরস্কার দেন, তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এখন দেখার অস্বস্তিতে পড়ে বিসিসিআই শীর্ষ কর্তারা কী করেন।

'সংবর্ধনা অন্তত প্রাপ্য ছিল'

ক্ষোভ থমাস কাপ জয়ী চিরাগের

মুম্বই, ৭ জুলাই : থমাস কাপ জয়ী চিরাগ শেট্টি শনিবার মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে 'বিমাতৃসুলভ' আচরণের অভিযোগ আনলেন। তিনি বলেছেন, 'ব্যাডমিন্টনে থমাস কাপ বিশ্বকাপের সমান। প্রথমবার থমাস কাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলাম আমি। ফাইনালে আমরা ইন্দোনেশিয়াকে হারাই। সেই দলে আমিই ছিলাম একমাত্র মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। মহারাষ্ট্র সরকার ক্রিকেটে বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা দিতে পারলে আমার দিকেও নজর দেওয়া উচিত। সরকারের উচিত অন্য খেলাগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে

দেখা।' প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গত শুক্রবার বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য ১১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে বিধান ভবনে বিশ্বজয়ী দলের মহারাষ্ট্রের চার ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল ও শিবম দুবেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। চিরাগের আরও অভিযোগ, 'পুরস্কার মূল্য তো ছেড়েই দিন আমাকে সংবর্ধনা পর্যন্ত দেয়নি সরকার। অথচ ২০২২ সালের আগে ভারতীয় দল কখনও থমাস কাপের সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। আমরা থমাস কাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করি। আমি ক্রিকেটের বিরোধিতা করছি না। আমরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রাও টিভিতে টি২০ বিশ্বকাপ দেখেছি। ফাইনালে জয়ের পর আমরাও খুশি এবং গর্বিত হয়েছি।'

খেলায় আজ

১৯৭২ : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন। টেস্ট ও ওডিআই মিলিয়ে দেশের হয়ে তিনি ৩৮টি শতরান করেছেন।

সেরা অফবিট খবর

জলের বোতলেই রহস্য

ম্যানুয়েল আকাঞ্জি টাইব্রেকার নিতে যাওয়ার সময় সাইডলাইনে জলের বোতল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। ঘটনায় ক্ষুব্ধ রেফারি দ্রুত পিকফোর্ডকে গোলপোস্টের নীচে যেতে বলেন। আসলে সেই সময়ে তিনি পেনাল্টি সেভের দিশা খুঁজছিলেন। সেখানেই লেখা ছিল আকাঞ্জির শটের সময় বাঁদিকে ঝাঁপাতে হবে। পিকফোর্ড সেটাই করে আকাঞ্জির শট আটকে দেন।

স্পোর্টস কুইজ

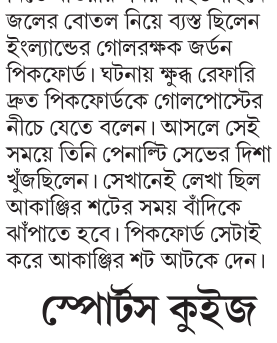

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টানা সবচেয়ে বেশিবার কলকাতা লিগ জয়ের রেকর্ড রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। সংখ্যাটি কত?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

গতকালের সঠিক উত্তর

১. রিয়ান পরাগ, ২. ব্রাজিল।

সঠিক উত্তরদাতারা

প্রায়ন ঘোষ, সুস্মিত চক্রবর্তী, কৌশোভ দে, মেঘাদ্রি ভোজ, অভিষেক দাস, বিস্ময়কুমার সাহা, সৌরভ শর্মা, দেবব্রত সাহা রায়, শিবেন্দ্র বীর, শ্রেয়সী দাস, রাজদীপ ভৌমিক।

মন বলছিল দিনটা আমার : অভিষেক

হারারে, ৭ জুলাই : আইপিএল আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এক নয়।

দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলার চাপ অনেক বেশি। শনিবার প্রথম ম্যাচে শূন্যতে ফেরার পর হাড়ে হাড়ে যা টেরও পেয়েছিলেন। তবে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাননি। আজ মাঠে নামার পর মনও বলছিল, দিনটা তাঁর হতে চলেছে।

একাধিক ক্যাচ ফেলে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ফিল্ডাররা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচের নায়ক, নয়া তারকার জন্মের সম্ভাবনা উসকে দেন। আইপিএলে সতীর্থ ট্রাভিস হেড, হেনরিচ ক্লাসেনদের সঙ্গে বিগহিটে পাল্লা দিয়েছেন। এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারই ঝলক।

অভিষেক বলেছেন, 'টি২০ ক্রিকেটে মোমেন্টাম গুরুত্বপূর্ণ। দিনটা আমার হতে চলেছে, এরকম একটা অনুভূতি কাজ করছিল। ক্যাচ পড়ার পর তা আরও জাঁকিয়ে বসে। নিজেকে বলছিলাম, সুযোগের সদ্ব্যবহারে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। অধিনায়ক, কোচের কাছেও কৃতজ্ঞ, আমার প্রতি আস্থা রাখায়।'

রুতুরাজের কথাও অভিষেকের মুখে। বলেছেন, 'গতকালের হারের পর আজকের পারফরমেন্সের তৃপ্তির। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য হাতে সময়ও ছিল না। এদিন ইনিংস খেলার পথে রুতুও দারুণভাবে সাহায্য করেছে। নিজের পাওয়ার হিটিংয়ের ওপর বরাবরই আস্থা ছিল। জানি ছন্দ পেয়ে গেলে, যে কোনও প্রান্তে শট খেলতে পারি।'

শতরানের জন্য অভিষেক শর্মাকে অভিনন্দন রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের।

সিরিজ ১-১ করার তৃপ্তি নিয়ে অধিনায়ক শুভমান গিল বলেছেন, 'জয়ে ফেরার অনুভূতি সবসময় স্পেশাল। পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটিং সহজ ছিল না। কিন্তু অভি-রুতু দারুণভাবে ইনিংস গড়ল। গতকাল চাপটা সামলাতে পারিনি আমরা। তবে প্রথম ম্যাচে চাপের মুখোমুখি হওয়া আখেরে ভালো। বুঝে গিয়েছিলাম, আজ আমাদের কী করতে হবে। আশা করব, ব্যাটারদের আগুনটা বাকি ম্যাচগুলিতেও বজায় থাকবে।'

পরাজিত অধিনায়ক সিকান্দার রাজাও মানছেন, ভারত এদিন প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছে। একইসঙ্গে খারাপ ফিল্ডিং, গোটা চারেক ক্যাচ মিস বিপক্ষে গিয়েছে বলেও মনে করিয়ে দিলেন। সিকান্দারের কথায়, এদিনের উইকেট তুলনামূলক ভালো ছিল। টপ অর্ডার ভালো শুরু দিলে, তূল্যমূল্য লড়াই হত।

বিকল্প প্রস্তুত ভারতের : ফ্লাওয়ার

হারারে, ৭ জুলাই : ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই।

সবসময় বিকল্প প্রস্তুত। টি২০ ফর্ম্যাটে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজাদের জায়গা নেওয়ার মতো প্রতিভা রয়েছে। বিশ্বাস অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট পরিকাঠামো অত্যন্ত মজবুত। ফলে সাপ্লাই লাইন সবসময় তৈরি।

গত আইপিএলে আরসিবির দায়িত্ব সামলেছেন ফ্লাওয়ার। সামনে থেকে বিরাটকে যেমন দেখেছেন, তেমনই অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, যশস্বী জয়সওয়ালদেরও ঝলকও প্রত্যক্ষ করেছেন। পাঁচজন তরুণের নাম বেছে নিয়ে ফ্লাওয়ার বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পায়নি যশস্বী। তবে ও দুর্দান্ত বিকল্প। শুভমান নিজের একটা মান তৈরি করেছে। আইপিএল এবার ভালো না কাটলেও, বুদ্ধিমান ক্রিকেটার। ওর খেলার ধরন অনেকটা বিরাটের মতো। অভিষেকে কেমন খেলে তাকিয়ে থাকব। ধ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগের দিকেও নজর রাখতে হবে।' দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৩ বলে সেঞ্চুরিতে এদিন ফ্লাওয়ারের পূর্বাভাস মেলানোর প্রয়াস অভিষেক শর্মার ব্যাটিংয়ে।

জিম্বাবোয়ের তরুণ ব্রিগেডকে নিয়েও আশাবাদী ফ্লাওয়ার। তাঁর মতে, '৩৮ বছরেও জিম্বাবোয়ের মূল স্তম্ভ সিকান্দার রাজাই। ব্লেসিং মুজারাবানির দিকে তাকিয়ে রয়েছি। লম্বা, ডানহাতি পেসার। পারফর্ম করছে। ওর বাউন্স করার দক্ষতা ভারতীয় ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলবে।'

৪৩ বছরে পা দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। সলমন খান ও স্ত্রী সাক্ষীর সঙ্গে মাহি শনিবার মাঝরাতে কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করলেন। অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুম্বইয়ে আছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ধোনির কেক কাটার মুহূর্তের একটি ছবি পোস্ট করে সলমন ক্যাপশন লিখেছেন, 'হ্যাপি বার্থডে কাপ্তান সাহাব।' ধোনিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে জিম্বাবোয়ে থেকে ভিডিও কল করেছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

সিরিজ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া

চেন্নাই, ৭ জুলাই : টেস্ট ও ওডিআই সিরিজ জিতে নিলেও ভারতীয় মহিলা দলের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জয় সম্ভব হচ্ছে না। প্রথম ম্যাচে হরমনপ্রীত কাউররা ১২ রানে হেরে গিয়েছিলেন। রবিবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যায়। মঙ্গলবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে জিতলেও ভারত সিরিজ শেষ করবে ১-১ ব্যবধানে ড্র করে। গত ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে মুখে চোট পাওয়া রিচা ঘোষকে এদিন ভারতীয় দল একাদশে রাখেনি। টসে হেরে প্রোটিয়ারা ৬ উইকেটে ১৭৭ রান করে। তাজমিন ব্রিটস (৩৯ বলে ৫২) এদিনও ব্যাট হাতে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। দীপ্তি শর্মা ও পূজা বস্ত্রকার দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন। প্রোটিয়া ইনিংস শেষের পরই বৃষ্টি নামে।

সবাই ভুল বুঝল, আক্ষেপ ঈশানের

বিশ্রাম-বিতর্কে মুখ খুললেন

মুম্বই, ৭ জুলাই : টি২০ বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি।

সিনিয়ারদের বিশ্রাম দিয়ে দ্বিতীয়সারির জিম্বাবোয়েগামী দলেও তাঁর নাম বিবেচনা করেননি নির্বাচকরা। বাদ পড়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও। বিশ্রাম-বিতর্কের পর কার্যত ঝড় বইছে ঈশান কিষানের ওপর দিয়ে। ঝড় কবে থামবে বলা কঠিন। অসন্তুষ্ট বিসিসিআই অবস্থান না বদলালে জাতীয় দলে ফেরার রাস্তা আরও কঠিন হবে। এদিন যে বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ঈশান কিষান। দাবি, পরিবারের লোক ছাড়া বাকিরা তাঁকে ভুল বুঝেছে।

তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত রান করছিলাম। অথচ, হঠাৎই একদিন নিজেকে রিজার্ভ বেঞ্চে দেখলাম। জানি টিম গেমে এসব হয়েই থাকে। তারপর নিজেকে খুব ক্লান্তও লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম কিছু ভুল হচ্ছে। তখনই বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, পরিবার, কাছের কিছু মানুষ ছাড়া বাকিরা আমাকে বুঝতে পারেনি।'

বিশ্রাম কাটিয়ে বোর্ডের তরফে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার বদলে ভদোদরাতে হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুণাল পান্ডিয়াদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। বোর্ড বারবার বলা সত্ত্বেও খেলেননি। ঈশানের যে ঔদ্ধত্য মানতে পারেনি বোর্ড। তারপর থেকে অলিখিত নির্বাসন।

ঈশানের যুক্তি, সমালোচনা নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু চাপ যদি বাবা-মায়ের ওপর পড়ে, তখন তা সামলানো কঠিন। আর এই কঠিন সময়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্য তাঁর পাশে ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে। মানসিকভাবে ঈশান যে ভালো জায়গায় নেই, তা বুঝতে পারছিল পরিবারের লোক। মূলত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই বিশ্রামের সিদ্ধান্ত।

> জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত রান করছিলাম। অথচ, হঠাৎই একদিন নিজেকে রিজার্ভ বেঞ্চে দেখলাম। জানি টিম গেমে এসব হয়েই থাকে। তারপর নিজেকে খুব ক্লান্তও লাগছিল।
>
> **ঈশান কিষান**

বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করা সম্পর্কে ঈশানের সাফাই, 'বিরতি নিয়েছিলাম। স্বাভাবিক ছিল। তবে লম্বা বিশ্রামের পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে প্রত্যাবর্তন নিয়ম। কিন্তু আমি তখন খেলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়েছিলাম। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছুটি যখন নিয়েছি, তখন ঘরোয়া ক্রিকেটই খেলার যুক্তি কি থাকতে পারে?'

ঋষভ পন্থের পাশাপাশি ধ্রুব জুরেল টেস্টে ভালো করেছেন। সঞ্জু স্যামসনও রয়েছেন। ফলে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা কঠিন। ঈশানের মতে, 'ঋষভকে মাঠে ফিরতে দেখে ভালো লাগছে। আর দলের মধ্যে যত প্রতিযোগিতা থাকবে ভালো খেলা বেরিয়ে আসবে। লড়াইটা সহজ নয় জানি। তবে চাপ নয়, চ্যালেঞ্জ উপভোগ করি।'

কোপায় ব্রাজিলের স্বপ্নভঙ্গ

শেষ চারে উরুগুয়ের সামনে কলম্বিয়া

ব্রাজিল-০ উরুগুয়ে-০
(টাইব্রেকারে ৪-২ জয়ী উরুগুয়ে)

নেভাদা, ৭ জুলাই : বড় মঞ্চে ফের হতাশাই সঙ্গী। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল ব্রাজিল।

ঐতিহ্যের গরিমা। আধিপত্যের ইতিহাস। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি সুরক্ষিত হাতে রয়েছে? প্রতিযোগিতা শুরুর আগে দলগঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো গাউচো। রবিবার হতাশাজনক পারফরমেন্সের পর সেই প্রশ্নই তুলছেন সমর্থকরা। তুলবেন নাই বা কেন? যে সাম্বা জাদুতে একসময়ে মন্ত্রমুগ্ধ হত ফুটবলবিশ্ব, সেই জাদুর ছিটেফোঁটা কি এই দলটায় আছে? স্কোরলাইন দেখে মনে হতেই পারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ম্যাচটি দেখেছেন, তাঁরা পেলে, রোনাল্ডিনহো, রোনাল্ডো, কাকাদের উত্তরসূরিদের অসহায় আত্মসমর্পণের সাক্ষী থেকেছেন।

একটি পরিসংখ্যান দিলে পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হবে। গোটা ম্যাচে ব্রাজিল মাত্র ৭টি শট নিয়েছিল। তার মধ্যে তিনটি তেকাঠিতে ছিল। গোল হতে পারে এমন একটি মুহূর্তও তৈরি করতে ব্যর্থ সেলেকাওরা। সেখানে ১২টি শট করে গেল উরুগুয়ে। তাদের তারকা স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজ গোলের সামনে আরেকটু নির্ভুল হতে পারলে ম্যাচ শুটআউট পর্যন্ত হয়ত গড়াতই না। এমনকি শেষ ২০ মিনিট ১০ জনের উরুগুয়ের বিরুদ্ধেও তাঁরা সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

কার্ড সমস্যায় ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তাঁর জায়গায় খেলেন বিস্ময় বালক এনড্রিক। ম্যাচ শেষে তাঁর নামের পাশে এক বিস্ময়কর পরিসংখ্যান। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত একটিও সফল পাস দিতে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে চলা ১৮ বছরের এই স্ট্রাইকার! শুধু তিনি নন, রডরিগো, রাফিনহাদের মতো অভিজ্ঞরাও উরুগুয়ের রক্ষণে বন্দি।

বাকি কাজটা পেনাল্টি শুটআউটে পারদর্শিতার সঙ্গে করেন উরুগুয়ের গোলরক্ষক সার্জিও রচেট। শুরুতেই এডার মিলিতাওয়ের স্পটকিক রুখে সেলেকাওদের ব্যাকফুটে ঠেলে দেন তিনি। ৩-১ ফলে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় ব্রাজিলের ডগলাস কোস্তা পোস্টে মেরে বসেন। এরপর হোসে গিমেনেজের স্পটকিক রুখে ব্রাজিলকে ম্যাচে রাখেন অ্যালিসন বেকার। তবে উরুগুয়ের পঞ্চম স্পটকিক থেকে ম্যানুয়েল উগার্তে ব্রাজিলের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন।

অভিজ্ঞ আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো বিয়েলসার জাদুকাঠির ছোঁয়ায় স্বপ্নের ছন্দে ১৫ বারের কোপা চ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচটি যে উরুগুয়েই নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেই কথা জানিয়ে তাদের কোচ বিয়েলসা বলেছেন, 'যা হয়েছে, সবটাই উরুগুয়ের স্টাইলে হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনাই ছিল বিপক্ষকে যতটা সম্ভব কম গোলের সুযোগ দেওয়া। ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পর বাকি সময়টা রক্ষণ গুছিয়ে ম্যাচটি পেনাল্টি শুটআউটে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। স্পটকিকের সময় ফুটবলাররা ঘাবড়ায়নি। উরুগুয়ে ফুটবল কী করতে পারে, সেটা আবারও দেখা গেল।'

এদিন অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে পানামাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে কলম্বিয়া। একটি গোল ও জোড়া অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক কলম্বিয়ান তারকা হামেস রডরিগেজ। এছাড়া অন্য গোলদাতারা হলেন জন করডোবা, লুইস দিয়াজ, রিচার্ড রায়স ও মিগুয়েল বোরহা। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে সেমিফাইনালে কলম্বিয়া বনাম উরুগুয়ে দ্বৈরথ।

কিংবদন্তি ফুটবলার লুইস সুয়ারেজের আলিঙ্গনে টাইব্রেকারে উরুগুয়েকে জয় এনে দেওয়া গোলরক্ষক সের্জিও রোচেট। নেভাদায় রবিবার।

COPA AMERICA USA 2024 কোপা আমেরিকার সেমিফাইনাল

আর্জেন্টিনা বনাম কানাডা	১০ জুলাই	ভোর ৫.৩০ মিনিট	নিউ জার্সি
উরুগুয়ে বনাম কলম্বিয়া	১১ জুলাই	ভোর ৫.৩০ মিনিট	শার্লট

যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন ডোরিভাল জুনিয়ার ও মার্কুইনোস।

ছিটকে গিয়ে দায় নিলেন ডোরিভাল

নেভাদা, ৭ জুলাই : সেই কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল। সেই পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিদায় ব্রাজিলের। ৯ বছর আগে একইভাবে কোপাযাত্রা শেষ হয়েছিল সেলেকাওদের। সেবার প্রতিপক্ষ ছিল প্যারাগুয়ে। এবার উরুগুয়ে। শেষবার ২০১৯ সালে লাতিন আমেরিকা সেরা হয়েছিল সবুজ-হলুদ ব্রিগেড। শেষবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া তারও ১৭ বছর আগে। অর্থাৎ বড় মঞ্চে সাফল্যের অপেক্ষা আরও বাড়ল।

তবে হাল ছাড়ছেন না ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল। তরুণ প্রজন্মের ওপর ভরসা রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বলেছেন, 'এই ধরনের ফল সত্যিই হতাশাজনক। এমনটা আশাও করিনি। এর সম্পূর্ণ দায় আমার। তবে আমি জানি, এই দলটাই ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করে ঘুরে দাঁড়াবে।' ৬২ বছরের ডোরিভাল যোগ করেছেন, 'একটা নতুন দল গঠনের জন্য আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সাফল্য একটি প্রক্রিয়ার ফল। তাই নতুন একটা দল তৈরি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে চাইবেন না। দলটার দায়িত্ব নিয়েছি কেবল ৮ ম্যাচ হয়েছে। এখন চড়াই উতরাই আসবেই।'

তবে দলের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে ব্রাজিল অধিনায়ক ড্যানিলো বলেছেন, 'ম্যাচে আমরা সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারিনি। তবে আমরা নিজেদের উজাড় করে দিয়েছি। এই তরুণ দলটা প্রমাণ করে দিল যে তারা বড় কিছু করতে পারে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।' এদিন নিষ্প্রভ ছিলেন উঠতি তারকা এনড্রিক। ম্যাচের পর হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'শুধু নিজেদের জন্য নয়, অগণিত ব্রাজিল সমর্থকদের জন্যও খুব খারাপ লাগছে। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। আমরা ব্রাজিলকে ফের সেরার শিরোপা দিতে চাই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবার কাজটা করতে পারলাম না।'

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ হায়দরাবাদে

ভারতের কোচের দৌড়ে এগিয়ে ওয়েস্টউড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই : ইগর স্টিমাক যদিও বলে গিয়েছেন যে কোনও ভালো কোচ আর পাবে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের বহু নামীদামি কোচ আবেদন করেছেন ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হওয়ার জন্য।

জুলাইয়ের মধ্যেই নতুন কোচ নিয়োগ করে ফেলা হবে, এই কথা আগেই জানিয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। আগামী সপ্তাহেই কার্যনির্বাহী সমিতির সভা হওয়ার কথা। যেখানে তিন সদস্যের কমিটির বাছাই করা নামগুলো নিয়ে আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর। তবে আলোচনা যাই হোক না কেন, বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে প্রাক্তন বেঙ্গালুরু এফসি এবং এটিকে কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউডের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এক তো তিনি এদেশের ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাছাড়া সম্প্রতি আফগানিস্তানের মতো ফিফা ক্রমতালিকায় পিছিয়ে থাকা দল নিয়ে ভারতকে হারিয়ে দেওয়ার মতো সাফল্য পেয়েছেন। ওয়েস্টউড ছাড়াও আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, মানোলো মার্কুয়েজ রোকা, প্রাক্তন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও বর্তমানে গ্রিসের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করা জেরার্ড নুস, বেঙ্গালুরু এফসি-র প্রাক্তন কোচ সাইমন গ্রেসন সহ একাধিক আইএসএলের কোচ আবেদন জানিয়েছেন।

অ্যাশলে ওয়েস্টউড।

তবে এইসব পরিচিত নামের বাইরে গিয়ে বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোচও আবেদন করেছেন জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য। যাঁদের মধ্যে আছেন ২০১৪ বিশ্বকাপে মেক্সিকোর কোচ মিগুয়েল হেরেরা, আফ্রিকান নেশনস কাপজয়ী ও বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের কোচ হিসাবে কাজ করা ইউফ্রেড স্কাফের বা ২০০২ বিশ্বকাপে জাপানের কোচ ও এএফসি এশিয়ান কাপ জয়ী কোচ ফিলিপ ট্রুশিয়েরের মতো ব্যক্তিত্বরা। তবু এগিয়ে ওয়েস্টউডই। নতুন কোচ নির্বাচিত হয়েই সম্ভবত প্রথম টুর্নামেন্ট পেতে চলেছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। যা হওয়ার কথা ২ থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হায়দরাবাদে। আইএফএ চাইলেও এখনই কলকাতাকে আর ম্যাচ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ভারতবিরোধী ভনকে ফের বিঁধলেন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই : ভারতের জন্যই বিশ্বকাপের আয়োজন।

আইসিসি পক্ষপাতিত্ব করেছে। ভারত বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। বাকি দলগুলি দ্বিচারিতার মুখোমুখি হয়েছে। মাইকেল ভনের যে বক্তব্য নিয়ে ফের তোপ দাগলেন রবি শাস্ত্রী।

এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'ভনের যা খুশি তা বলতেই পারে। ভারতের কেউ ওর কথাকে পাত্তা দেয় না। ওর উচিত নিজের দেশ ইংল্যান্ডের সমস্যার হাল খোঁজা। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স নিয়ে সবার আগে মুখ খোলা উচিত।'

বিশ্বকাপ জয়ের সংখ্যার তুলনা টেনে খোঁচা দিতেও ভোলেননি। শাস্ত্রী বলেছেন, 'কাপ হাতে তুলে ধরতে অভ্যস্ত ভারত। জানি ইংল্যান্ডও বার দুয়েকে বিশ্বকাপ জিতেছে। তবে ভারত চারবার বিশ্বজয়ী। মনে হয় না মাইকেল কখনও বিশ্বকাপ তুলে ধরতে পেরেছে। কিছু বলার আগে দুইবার ভাবা উচিত। সতীর্থ মাইকেলের দাবির এটাই আমার জবাব।'

সূর্যকুমার যাদবের ক্যাচ নিয়ে বিতর্কেও ছক্কা হাঁকালেন। শাস্ত্রীর কথায়, আঙুর ফল টক। যারা ব্যর্থ, খালি হাতে ফিরেছে, তারাই চ্যাঁচাচ্ছে। নিন্দুকদের আগামী পাঁচ বছর পর ভারতের রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকারও পরামর্শ দিলেন।

ক্যাচ-বিতর্ক অতীত : মহারাজ

> ভন যা খুশি তা বলতেই পারে। ভারতের কেউ ওর কথাকে পাত্তা দেয় না। ওর উচিত নিজের দেশ ইংল্যান্ডের সমস্যার হাল খোঁজা। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স নিয়ে সবার আগে মুখ খোলা উচিত।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

সূর্যের দুরন্ত ক্যাচে যাঁদের স্বপ্নভঙ্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা দল কিন্তু সেভাবে বিতর্কের রাস্তায় হাঁটেনি। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ক্যাচ নিয়ে কান্নাকাটি করলেও শন পোলকের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা ভুল দেখছেন না ভারত বা সূর্যর। এদিন বিশ্বকাপে ফাইনালে প্রোটিয়াদের সেরা বোলার কেশব মহারাজ বিতর্ককে অতীত বলছেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহারাজ বলেছেন, 'হারটা আমাদের জন্য অত্যন্ত হতাশার ছিল। স্বপ্নভঙ্গের মন নিয়ে দ্রুত বার্বাডোজ থেকে দেশের পথে রওনা দিয়েছিলাম ঝড়ঝঞ্ঝার পূর্বভাসের জন্য। আর বিতর্ক নয়, আমাদের হাতে যা রয়েছে, তা নিয়েই মাথা ঘামাতে চাই। তাছাড়া এখন আর সিদ্ধান্ত বদলাবেও না। তাই নেতিবাচক মানসিকতা পুষে রাখার বদলে সামনের দিকে তাকাতে চাই।'

ইংল্যান্ডকে চিন্তায় রাখল ডাচদের পারফরমেন্স

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জুলাই : রোনাল্ড কোয়েম্যানের দল যেভাবে মাত্র ২০ মিনিট বাকি থাকতে খাদের কিনারে থাকা অবস্থা থেকে ম্যাচ বার করে নিল, সেটাকে গ্যারেথ সাউথগেটের জন্য চিন্তার কারণ হিসাবে দেখছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডগুলি।

শনিবাসরীয় রাতকে উৎসবমুখর করতে দায়িত্ব নেন স্টেফান ডে ভ্রিজ। তাঁর এই গোলের পর চাপে পড়েই যে মের্ট মুল্ডারের আত্মঘাতী গোলটা হয়, তাতে কোনও সন্দেহই নেই বিশেষজ্ঞদের। শুধু এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটাই নয়, এবার ইউরো কাপে নেদারল্যান্ডস যে ফুটবল খেলছে সেটা খেলতে পারলে সেমিফাইনাল ইংল্যান্ডের পক্ষে সুখকর নাও হতে পারে। সবথেকে বড় কথা, হঠাৎ কোনও চোট না হলে পূর্ণশক্তি নিয়ে বুধবার খেলতে নামবে ডাচরা। ভার্জিল ভ্যান ডায়েক, কোডি গাকপো বা মেম্ফিস ডিপেরো সকলেই যে সেদিন নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইংল্যান্ডও অবশ্য মার্ক গুয়েহিকে ফিরে পাবে। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি সাসপেন্ড থাকায় খেলতে পারেননি। একইভাবে লিউক শ-ও ফিট হয়ে উঠেছেন।

শনিবার ম্যাচ জেতার পর ডাচ অধিনায়ক ভ্যান ডায়েক বলেছেন, 'দলের সবার জন্য গর্বিত। আমাদের অত্যন্ত কঠিন কাজ শেষ করতে হয়েছে। আমার মনে হয়, আমরা শুরুটা দারুণ করি কিন্তু তারপরেই গতি মন্থরতায় ভুগতে শুরু করি। যার ফলে বলের দখলও হারাতে থাকি। যা আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মুখে ফেলে দেয়। তারপরেও আমরা মাথা ঠান্ডা রেখে নিজেদের কাজ শেষ করার ব্যাপারে মন দিই। আমরা নিজেদের স্বপ্নের দিকে আরও এক ধাপ এগোলাম।' তুরস্কের কোচ ভিনসেঞ্জো মনটেলা পাঁচ ডিফেন্ডার নামিয়েও গাকপো ও ডিপের সাঁড়াশি আক্রমণ সামাল দিতে পারছিলেন না। কোয়েম্যান ফুটবলার হিসাবে যখন ৩৬ বছর আগে দলকে কাপ জিততে সাহায্য করেন, সেবার তাঁর দল গ্রুপ লিগে বিশেষ ভালো খেলছিল না। কিন্তু শেষমেশ তাঁরাই ট্রফি জেতেন। এবারও তাঁর দল শুরু থেকেই একটা ছন্দ ও হার না মানা মনোভাব ধরে রেখেছে। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'ফুটবলাররা হৃদয় দিয়ে খেলেছে। আমরা চাপে ছিলাম কিন্তু তারপর সাফল্যও এসেছে।'

ইংল্যান্ড এখনও পর্যন্ত যা খেলেছে তাতে সেমিফাইনাল ম্যাচ বার করা যে তাদের পক্ষে সহজ হওয়ার কথা নয়। সবথেকে বড় কথা সাউথগেটের কোনও ম্যাচে প্ল্যান 'বি' না থাকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর ইংরেজরাই। অনেকেই মনে করছেন, তাই আগামী বুধবারের সেমিফাইনালে তাঁর ভাগ্যের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে।

কোয়ার্টার ফাইনালের অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে সুইৎজারল্যান্ডের ম্যানুয়েল আকাঞ্জির সঙ্গে ধাক্কা লাগে হ্যারি কেনের। দেহের ভারসাম্য সামলাতে পারেননি ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। ইংল্যান্ড ডাগআউটের সামনে হওয়া ঘটনার সময় সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। সেইসঙ্গে সাউথগেটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বেঞ্চের কাছে একটি বোর্ডের সামনে কেন পড়ে যান।

ইউরো কাপের সেমিফাইনাল

স্পেন বনাম ফ্রান্স	৯ জুলাই	রাত ১২.৩০ মিনিট	মিউনিখ
ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস	১০ জুলাই	রাত ১২.৩০ মিনিট	ডর্টমুন্ড

ইতিহাস তৈরির স্বপ্নে বুঁদ সাউথগেট

ভুল শুধরে তৃপ্ত সাকা

ডুসেলডর্ফ, ৭ জুলাই : ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের স্পটকিক জালে জড়াতেই উৎসব শুরু। দলের ফুটবলার থেকে সাপোর্ট স্টাফ, সকলেই এক জায়গায়। কিন্তু তিনি কই? তাঁর গোলই তো ইউরো কাপে বাঁচার রসদ জুগিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। আবার পেনাল্টি শুটআউটে তিনি গোলও করেন। সেই তরুণ উইঙ্গার বুকায়ো সাকাকে দেখা গেল সবার থেকে আলাদাভাবে মাঠে হাঁটুতে বসে শূন্য হাত তুলে প্রার্থনা করছেন। হয়তো ফুটবল ঈশ্বরকে ভুল শোধরানোর সুযোগটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। গতবার ইউরো ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে ইংল্যান্ডের শেষ কিক তিনিই মিস করেছিলেন। সেইসঙ্গে খেতাবও হাতছাড়া হয় ইংরেজদের।

সেই ভুলের সংশোধন করে সন্তুষ্ট লিভারপুলের ২২ বছর বয়সি তারকা উইঙ্গার বলেছেন, 'মুহূর্তটা দারুণ উপভোগ করলাম। তুমি ব্যর্থ হতেই পারো। কিন্তু আবারও সেই চ্যালেঞ্জ নেবে কি না, সেটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে। আমি এমন একজন চরিত্রের যে ব্যর্থতাকে ভয় পায় না। আমি আবারও নিজেকে সেই জায়গায় রেখে চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি থাকি। নিজের দক্ষতার ওপর আস্থা আছে। বলটা যখন জালে জড়াল, সেই সময়ের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

জর্ডন পিকফোর্ডেরও কৃতিত্ব প্রাপ্য। সুইসদের প্রথম পেনাল্টিটি বাঁচিয়ে শুরুতেই তাদের চাপে ফেলেন ৩০ বছরের ব্রিটিশ গোলরক্ষক। ম্যাচের পরই একটি ছবি ভাইরাল হয়, যাতে দেখা যায় তাঁর জলের বোতলে কোন সুইস খেলোয়াড় কোনদিকে পেনাল্টি মারবে তার সম্ভাব্য তালিকা করা। তাতে ম্যানুয়েল আকাঞ্জির নামের পাশে লেখা 'ডাইভ লেফট'। সেই বাঁদিকে ঝাঁপিয়েই বাঁচান পিকফোর্ড। ম্যাচের পর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভেবেছিলাম ব্যাপারটাকে লুকিয়ে রাখতে পারব। কিন্তু পারিনি। এটাই স্বাভাবিক। নিজের দক্ষতা ও প্রস্তুতির ওপর ভরসা রেখেছিলাম।'

অজস্র সমালোচনা সঙ্গী করেই তিনি দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এদিন জয়ের পরেও কোনও অভিমানী কথা নয়, বরং দল ও নিজের স্বপ্নকে তুলে ধরে ব্রিটিশ কোচ গ্যারেথ সাউথগেট বলেছেন, 'সমালোচনা হলে খারাপ লাগবেই। তবে আমরা আমাদের কাজটা করে যাব। সমর্থকদের আরও আনন্দ দিতে চাই। সেইজন্য এখন আমাদের আরও একটা জিনিস করতে হবে। এখনও অধরা ইউরো জিতে দেশের বাইরে প্রথম মেজর প্রতিযোগিতা জয়ের ইতিহাস তৈরি করা।' সেই লক্ষ্যে সেমিফাইনালে ভারতীয় সময় বুধবার গভীর রাতে নেদারল্যান্ডসকে হারাতে হবে।

টাইব্রেকারে গোলের পর বুকায়ো সাকা। ডুসেলডর্ফে।

জয়ের পর উল্লাস কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার।

কোয়ার্টারে আলকারাজ, সিনার

লন্ডন, ৭ জুলাই : উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শেষ ষোলোর লড়াই স্প্যানিশ তারকা হারালেন ফ্রান্সের উগো হামবার্টকে। ম্যাচের ফলাফল ৬-৩, ৬-৪, ১-৬, ৭-৫। প্রথম দুই সেটে অনায়াসে জিতেছিলেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলকারাজ। তবে তৃতীয় সেটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান উগো। চতুর্থ সেটেও দারুণ লড়াই করেছেন এই ফরাসি খেলোয়াড়। তবে টানটান উত্তেজনায় ঠান্ডা মাথায় চতুর্থ সেট জিতে নেন আলকারাজ।

কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্য বেশি ঘাম ঝরাতে হয়নি বিশ্বের পয়লা নম্বর ইতালির জানিক সিনারকে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি স্ট্রেট সেটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেন শেলটনের বিরুদ্ধে জয় পান। একপেশে লড়াই শেষে সিনারের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ৬-৪, ৭-৬ (১১/৯)।

ডার্বির প্রস্তুতি সারল লাল-হলুদ

অনবদ্য জেসিন-সায়ন

ইস্টবেঙ্গলের জয়ের দুই নায়ক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁয়ে) ও জেসিন টিকে। কলকাতায় রবিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গল-৩ (সায়ন-২, জেসিন)
জর্জ টেলিগ্রাফ-১ (অমিত)

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুলাই: বাঙালির আবেগের ফুটবলযুদ্ধের আর সাতদিনও বাকি নেই। তার আগে ডার্বি যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। একদিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট যখন ডার্বির আগে পয়েন্ট নষ্ট করছে, তখন দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল বিনো জর্জের ছেলেরা। রবিবার ঘরের মাঠে পিছিয়ে থেকেও জর্জ টেলিগ্রাফকে ৩-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। সেইসঙ্গে ডার্বির ড্রেস রিহার্সালও সেরে নিল তারা।

ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। বরং লাল-হলুদ রক্ষণকে ভালো চাপে রেখেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। বিশেষ করে রাজু ওরাওঁ, অমিত এক্কা ও রাকেশ কর্মকারের ত্রিফলাকে সামলাতে হিমসিম খেতে হয় সার্থক গোলুইদের। ম্যাচের ৪ মিনিটে রাকেশের দুরন্ত ফ্রি কিক বাঁচিয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক আদিত্য পাত্র। এর মধ্যে ৩৪ মিনিটে এগিয়ে যায় জর্জ। রাজুর শট প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে ফিরতি বলে গোল করে যান অমিত। আসলে দুই উইংকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত গোল তুলে নিতে চেয়েছিলেন জর্জ কোচ গৌতম ঘোষ। সেই লক্ষ্যে সফল তিনি। বিশেষ করে বাঁ দিক থেকে একের পর এক আক্রমণ আছড়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল দুর্গে।

ময়দানে চিরাচরিত প্রবাদ রয়েছে, 'পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল সবসময় ভয়ংকর'। এদিন তার প্রমাণ আরও একবার দিলেন বিনোর ছেলেরা। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় মুর্মু ও সঞ্জীব ঘোষকে মাঠে নামান লাল-হলুদ কোচ। সায়ন মাঠে নামতেই চেনা ছন্দে লাল-হলুদ। ৪৭ মিনিটে নসিব রহমানের শট পোস্টে লেগে ফিরে এলে ফিরতি বলে গোল করেন জেসিন টিকে। ৬৬ মিনিটে সঞ্জীব ঘোষের পাস থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন সায়ন। ৯০ মিনিটে নসিবের পাস থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ইস্টবেঙ্গলের এই প্রতিভাবান অ্যাটাকার।

গত মরশুমের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট লিগে রানার্স হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে এবারেও ধরে রেখেছে তারা। ফলে দলটির মধ্যে বেশ ভালো বোঝাপড়া রয়েছে। যার সুফল পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এদিকে ম্যাচের পর কোচ বিনো জানিয়েছেন, তাঁরা ডার্বির জন্য পরিকল্পনা শুরু দিয়েছেন। এদিন ম্যাচ জেতার ফলে আসন্ন ডার্বিতে যে কিছুটা এগিয়ে থাকবে লাল-হলুদ, তা বলাই বাহুল্য।

কলকাতা লিগের অপর ম্যাচে কাস্টমস ৫-১ গোলে হারিয়েছে টালিগঞ্জকে। দিনের অপর খেলায় ক্যালকাটা পুলিশ ১-০ গোলে জয় পেয়েছে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন চেন্নাই-এর এক বাসিন্দা

তামিলনাড়ু, চেন্নাই - এর একজন বাসিন্দা সরলা জৈন - কে 08.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82L 25156 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি সর্বপ্রথম ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য। আমি জীবনে কোনোদিন ভাবিনি আমি একজন কোটিপতি হবো। এটা নিশ্চিত যে এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাদের পরিবারের আর্থিক স্থিতিশীলতাকে উন্নতি করবে এবং এটি ভবিষ্যতে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতি করার পথ প্রশস্ত করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।